শিশু ও হাসি

২য় সংস্করণ

হাসবেন আর জানবেন
আদরের বাবুকে কিভাবে বড় করবেন

প্রফেসর ডাঃ এ আর এম লুৎফুল কবীর

"বিশ বছর প্রাইভেট প্র্যাক্টিস
করাকালীন সময়ে দুই হাজারের
অধিক মা-বাবাদের হুবহু সংলাপ বাছাই করে
শিশুদের বৈশিষ্ট্য, সার্বিক সমস্যা ও রোগ বালাইকে
১৯ ভাগে ভাগ করে সহজ, সুন্দর ও হাস্যরসের
সাথে উপস্থাপনা করে সমাধান
দেবার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা"

শিশু ও হাসি

প্রফেসর ডাঃ এ আর এম লুৎফুল কবীর
বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল
ঢাকা ।

আইএসবিএন নং - ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৮৫৬৪২

শিশু ও হাসি

প্রকাশক ঃ
অধ্যাপক নাজনীন কবীর
৯ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
ইমেইল: edrafed@gmail.com

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০১৫

প্রচ্ছদ ঃ
দিলরুবা লতিফ

অংকন
রওশনারা খাতুন

একমাত্র পরিবেশক
ইছামতি প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অনলাইনে বই পেতে
www.rokomari.com/isamoti
ফোন ঃ 16297 মোবাইল 01841-115115

মূল্য ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র ।

মুদ্রণে
এশিয়ান কালার প্রিন্টিং
১৩০ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ ।
ফোন ৮৩৬২২৫৮, ৯৩৫৭৭২৬

উৎসর্গ

জটিল রোগে আক্রান্ত

এবং

সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের উদ্দেশ্যে

আমরা কেন হাসব ?

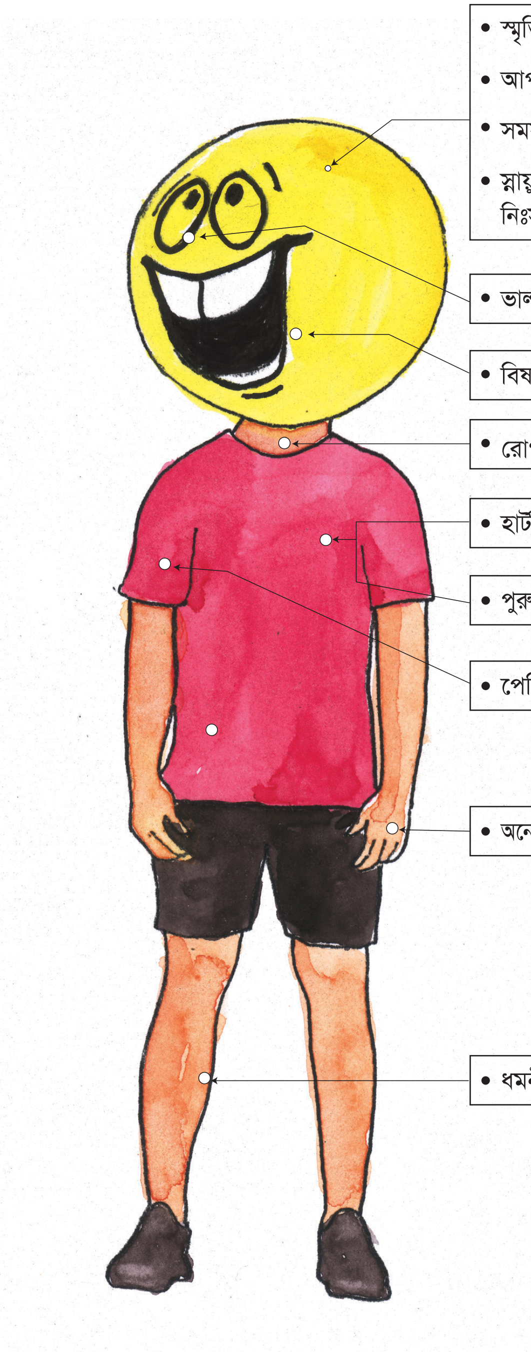

- স্মৃতিশক্তি বাড়ে
- আপনাকে উদারমনা করে তোলে
- সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা বাড়ে
- স্নায়ুতন্ত্র ও পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এন্ডোরফিন নিঃসরণ বাড়ে এবং মন মানসিকতা ভাল থাকে।

- ভাল ঘুম হয় ও অনিদ্রা কেটে যায়

- বিষন্নতা ও দুঃশ্চিন্তা দুর হয়

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে

- হার্ট এ্যাটাকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে

- পুরুষকে নারীর কাছে আরো কাঙ্খিত করে তালে

- পেশির চাপ কমায়

- অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল হয় ও পারস্পরিক আস্থা বাড়ে

- ধমনীর কার্যকারিতা ও রক্তপ্রবাহ বাড়ায়

সূত্র ঃ টাইমস

ভূমিকা

অধ্যাপক এ.আর.এম. লুৎফুল কবীরের লেখা 'শিশু ও হাসি' বইটি চিকিৎসা বিষয়ে নিয়ে লেখা, কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে দম-আটকানো হাসির ভেতর দিয়ে। অথচ এই হাসির এতটুকুও বানানো নয়। বাবা-মায়েরা ডাক্তারদের কাছে এসে তাদের ছেলেমেয়েদের রোগের বিবরণ দিতে গিয়ে যেসব সরল, অবোধ ও হাস্যকর ভাষায় প্রতিনিয়ত তা তুলে ধরেন, এগুলো হুবহু সেই ভাষার সেই গল্প, তাদের জবানিতেই লেখা। ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। তাই এই বাস্তব কথাগুলো চুটকির চাইতেও হাস্যকর।

মানুষের মুখের আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করে চিকিৎসা বিষয়ের একটি বই যে এমন রম্য ও সরস ভঙ্গিতে লেখা যেতে পারে, এ একবারেই অভিনব।

সারাটা বই জুড়ে রয়েছে এই হাসির হুল্লোড়। কিন্তু তা কেবল হাসাবার জন্যে নয়। এসবের ভেতর দিয়ে পাঠক অনায়াসে জেনে যান একজন শিশুর কী কী রোগ হতে পারে, সেসব রোগের নাম বা লক্ষণগুলো কী, কোন রোগের চিকিৎসা দরকার, কোন রোগ সামান্য চেষ্টাতেই সেরে যায়, কিংবা কোন কোন রোগ আসলে রোগই নয়, বাবা-মার বোঝার ভুলমাত্র।

বইটি পাঠকের জন্যে একই সঙ্গে আনন্দের আর উপকারের। বইটি বহুলভাবে পঠিত হলে তা শিশুদের নিরাপদ ও বাবা-মাদের দুর্ভাবনামুক্ত করবে। হাস্যরসের উপাদান বইটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কেবল চিকিৎসা গ্রন্থ হিসেবে নয়, সাহিত্য হিসেবেও বইটি মূল্যবান।

সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বইটি লেখার জন্য লেখককে অভিনন্দন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
২ জানুয়ারী ২০১৫

প্রসঙ্গ কথা - প্রথম সংস্করণ

শারীরিক সুখবোধের একগুচ্ছ বহিঃপ্রকাশ হলো হাসি। হাসি দুই প্রকার ঃ (১) সহজাত হাসি ও (২) রসবোধের হাসি। শিশুদের হাসি এবং কাউকে দেখে কথা বলার সময় যে হাসি দেওয়া হয় তাই সহজাত হাসি। বুদ্ধিমত্তা ও হাস্যরসের কারণে যে হাসির উদ্রেক হয় তা রসবোধের হাসি। আমরা সাধারণত মেপে মেপে হাসি। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সাথে সাথে হাসির মাত্রা ও ক্ষেত্র কমাতে থাকি। মনে করি বেশী করে হাসাটা আমাদের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের পরিপন্থী। আমাদের সবার মধ্যেই রসবোধ (sense of humor) কমবেশী বিদ্যমান। উপযুক্ত উদ্দীপনা ও সহায়ক পরিবেশ পেলে এই রসবোধ জাগরিত হয়। একটি সুন্দর ও উপযুক্ত হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা পরিবেশ ও পরস্পরকে আরো উপভোগ্য করতে পারি। ক্ষণিকের জন্য হলেও জীবনকে মধুর করতে পারি যার প্রভাব পরবর্তী জীবনে দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে। হাসি হাসি মুখ হল সুন্দর মুখ, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। রাজনীতি, সামাজিকতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন পরিচালনা এবং দাম্পত্য জীবনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাসির অপরিসীম প্রভাব অনস্বীকার্য। Laughter is best healer- হাসি আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতেও সহায়তা করে। ধারণা করা হয় যে, হাসির মাধ্যমে শরীরের natural killer cells (NK cells) এর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং endorphins জাতীয় প্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ হয়, যার ফলে শরীরের দুষ্ট কোষ এর বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং একটি সুখবোধ অনুভূত হয়।

আমার বিশ বৎসরের অধিক শিশু চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকার অভিজ্ঞতায় মনে হয় মা-বাবারা যে কারণে সন্তানদের নিয়ে শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শের জন্য আসেন তাদের একটি অংশের কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। মা-বাবারা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে সন্তানদের রোগের উপস্থাপনায় রসবোধের সৃষ্টি করেন যা কাজে লাগিয়ে সমস্যাটি বুঝিয়ে দিলে তারা ভীষণভাবে উপকৃত হন। এই রসবোধের প্রয়োজন অন্যান্য রোগের বেলায়ও হতে পারে যা মা-বাবার চিন্তিত ব্রেইনকে হালকা করতে সাহায্য করে। মা-বাবার সাথে কথোপকথন ও ঘটনাগুলো হুবহু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মা-বাবারা শিশুদের কোন সমস্যা অথবা অসুখ কিভাবে উপস্থাপন করেন এবং আমরা স্বাস্থ্য সেবাদানকারীরা কিভাবে এগুলোর

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান ভিত্তিক সুন্দর সমাধান দিতে পারি। এই বইটি নতুন মায়েদের সন্তানদের নানাবিধ সমস্যার সঠিক অনুধাবনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, সাধারণ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ চিকিৎসকও শিশুদের বুকের দুধ, পরিপূরক খাবার, টিকা, যত্ন, বৃদ্ধি-বিকাশ ও সাধারণ সমস্যা ও রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেতে পারেন। ছোট্টকাল পেরিয়ে বড় হয়ে যাওয়া ছেলে মেয়েরাও আনন্দের সাথে এই বইটি পড়ে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে। ঘটনা ও কথোপকথন শেষে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য একটি অংশ যোগ করা হয়েছে যেখানে পুরো ঘটনার আলোকে শিক্ষণীয় বিষয়টি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ মায়েরা প্রায় অভিযোগ করেন যে, তাদের শিশুর মাথা খুব গরম এবং বেশী ঘামে। এ ব্যাপারে তারা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকেন। আসলে এটি কোন অসুখ নয়। শিশুরা দিনে দিনে বাড়ে এবং সহজাতভাবেই খুবই চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির হয়ে থাকে, তাই তাদের শরীরে তাপ উৎপাদন বেশী হয় যা অজ্ঞতাবশতঃ মায়েরা 'জ্বর' মনে করেন। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বললেই তারা আশ্বস্ত হন।

এই বইটিতে শিশুদের সমস্যা সমূহ ১১টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শিশুদের সমস্যা / রোগ সমূহ মূলতঃ শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা কালীন সময়ের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যদি মা-বাবারা ও চিকিৎসক সমাজ সামান্যতম উপকৃত হন তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

বইটি লিখতে যাদের উৎসাহ পেয়েছি তারা হলেন অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমিন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকর্মীবৃন্দ এবং আমার ভাই ইঞ্জিঃ সাঈদ হোসেন খান ও ভাগনি ডাঃ শারমীনা সাঈদ।

পরিশেষে, আমি আমার সুপ্রিয় শিশুদের ও শ্রদ্ধেয় মা-বাবাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শিশু স্বাস্থ্যে কাজ করার জন্য আমাকে মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশে তারাই আমাকে এ সুযোগটি দিয়েছেন এমন ধারণা বাস্তবায়ন করতে।

প্রফেসর ডাঃ এ আর এম লুৎফুল কবীর

প্রসঙ্গ কথা - দ্বিতীয় সংস্করণ

বইটি শিশু ও হাসির ২য় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে।

গত দেড় দশকের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সময় মা-বাবার শিশুদের পরামর্শের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন, কথাবার্তা, মন্তব্য এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার জবাবের আলোকে শিশু ও হাসি বইটির উদ্ভাবন। দুই হাজার এর অধিক মা-বাবার সংলাপ (dialogue) সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সাজিয়ে বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মা-বাবারা তাদের মনের অজান্তেই শিশুদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও অসুখের উপস্থাপনায় হাস্যরসের উদ্রেক করেন। এই অবতারণার ফলশ্রুতিতে আমার সহজাত হাস্যরসবোধের কারণেই শিশুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মা-বাবার 'প্রত্যাশার' পরিব্যাপ্তি বিবেচনা করে রসাত্ববোধের প্রবাহ সচল থেকেছে। এই দ্বিপাক্ষিক কথোপকথনের মূলে ছিল মা-বাবাদের মনের অহেতুক উদ্বেগকে প্রশমিত করা এবং সমস্যার সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা-বাবারা সমস্যার খারাপ দিক চিন্তা করে ধাবিত হন যা বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। আমার ৩০ বছর শিশু চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত থেকে এই উপলব্ধি হয়েছে। মা-বাবার অহেতুক ভীতি অপসারণের এই ধরনের ইতিবাচক পরামর্শ (positive couselling) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বইতে এই বইতে শিশুদের সার্বিক সমস্যা সমূহ ১৯ ভাগে করে ৩০০ এর অধিক শিশুর বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও রোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে - যার মধ্যে সর্বজনীনতা, শিশুর পরিচয়, বিভিন্ন প্রকার মাতা-পিতা, কিছু কিছু মা-বাবাদের ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে অতিউৎসাহ, শিশুর চরিত্র / বৈশিষ্ট্য, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ, শিশুর যত্ন, শিশুর খাবার এবং খাবার নিয়ে মাতা-পিতা ও শিশুদের মর্জি করা, শিশুদের সাধারণ সমস্যা, রোগ, মানসিক সমস্যা, জটিল রোগ এবং নবজাতকের বৈশিষ্ট্য-সমস্যা ও রোগ সম্পর্কে মা-বাবাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি সাধারণের অপছন্দের ডাক্তার / প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনাস্থা ও পছন্দের ডাক্তারের প্রতিচ্ছবি বর্ণিত হয়েছে।

বইতে শিশুদের সাধারণ সমস্যা, সাধারণ ও জটিল রোগের প্রকৃতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় ছবিসহ চিত্রিত করা হয়েছে, যা পড়ে সাধারণ ও স্বল্প শিক্ষিত মা-বাবাসহ সবাই পরিস্কার ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারবেন। চিকিৎসায় শিক্ষানবিশ ছাত্র-ছাত্রী, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও যারপর নাই উপকৃত হবেন।

বইতে ৪৫০ এর অধিক ছবি / কার্টুন পরিবেশনা করে হাস্যরসের মাধ্যমে তথ্যকে আরও প্রাণবন্ত করা হয়েছে, যাতে করে মনে দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করে এবং শিশুদের প্রতি মা-বাবারা সঠিক আচরণ প্রদর্শন করতে উৎসাহিত হন। ছবি-কার্টুন নির্বাচনে প্রকৃতি ও পৃথিবীর বিভিন্ন সৃষ্টি ও উপাদানের নমুনা ব্যবহার করে বইটিকে বিশ্বব্যপ্তিতা (globalization) দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই বই পড়ে শিশুদের অসুখ হলে মা-বাবাদের চিকিৎসা করাতে অনুৎসাহিত করা হয়নি, রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে মাত্র। অসুস্থ হলে অবশ্যই শিশুকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

এই বইতে ইন্টারনেট থেকে যাদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছবিরগুলির মাধ্যমে শিশু স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি সহজ, সুন্দর ও সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে - এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমার স্ত্রী ডাঃ নাজনীন কবীর ও ভাগনি ডাঃ শারমীনা সাঈদ নির্ভুল বই প্রকাশনায় সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে।

আমার নিকট আত্মীয় যারা আমাকে প্রতিনিয়ত এই বই লিখতে উৎসাহিত করেছেন তাদের মধ্যে আমার বোন ইয়াসমিন সুলতানা সাঈদ, দিলরুবা লতিফ, মাহবুবা লতিফ, ভাই ইঞ্জিঃ সাঈদ হোসেন খান, গোলাম মাহবুব, আব্দুল্লাহ আল মামুন সরকার, ভাগনি হাসিনা বসরী, ডাঃ মায়মুনা সাঈদ; ভাগনি জামাতা ডাঃ সিরাজুল ইসলাম, ইঞ্জিঃ মোঃ কামরুল হাসান, ভাগিনা ইঞ্জিঃ রুইয়াত মুগনী অর্নব, মাহমুদ হোসেন, আমার মেয়ে ডাঃ ফারহাত লামিসা কবীর ও জামাতা কাজী ফজলে রাব্বিসহ সবার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা।

পরিশেষে আমি আমার সুপ্রিয় শিশু ও তাদের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মা-বাবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি - যাঁরা তাঁদের বাবুদের নিয়ে আমার সংস্পর্শে এসে কথোপকথনের অবতারণা না করলে এই ধরনের একটি বই আলোর মুখ দেখতো বলে আমার মনে হয় না। এই অনন্য সাধারণ ধারণা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করানোর জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে মাথানত করে পাঠকদের দীর্ঘস্থায়ী স্বহাস্য মুখ প্রত্যাশা করে এখানেই শেষ করছি।

প্রফেসর ডাঃ এ আর এম লুৎফুল কবীর

তারিখ ঃ জানুয়ারী ২০১৫

সূচীপত্র

	সর্বজনীন	০১
	শিশুর পরিচয়	২১
	শিশুর বাবা/মা	২৭
	বাবাদের বিদেশী ভাষা	৩৯
	মায়েদের বিদেশী ভাষা	৪৫
	শিশুর বৈশিষ্ট্য	৪৯
	শিশুর বৃদ্ধি	৭১
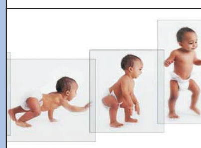	শিশুর বিকাশ	৭৯
	শিশুর যত্ন	৮৭

	শিশুর খাবার	৯৩
	শিশুর সাধারণ সমস্যা	১১৭
	শিশুর সাধারণ রোগ	১৩৭
	শিশুর জটিল রোগ	১৭৩
	মানসিক সমস্যা	১৯১
	নবজাতকের বৈশিষ্ট্য	১৯৭
	নবজাতকের সাধারণ সমস্যা	২০৫
	নবজাতকের রোগ	২১৩
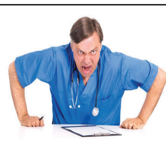	অপছন্দের ডাক্তার	২১৯
	পছন্দের ডাক্তার	২২৫

সর্বজনীন

ঘটনা ঃ পিতা মাতার বিবাহ পূর্ব আত্মীয়তা

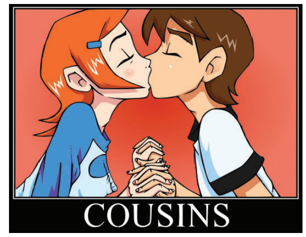

শিশুটি (২ বৎসর) বসে না, দাঁড়ায় না, কথা বলে না। মা এবং দাদিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল জন্মের সময় কোন অসুবিধা হয় নাই, জন্ম ওজন ভাল ছিল, পূর্ণ দশ মাস গর্ভধারণের পরে জন্ম হয়েছে এবং পরবর্তীতে কোন জ্বর খিঁচুনি হয় নাই। অসুখের কারণ বের করার জন্য পিতা-মাতার আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হওয়ার ফলে বংশগত কারণে শিশুর মাথা ছোট (Autosomal recessive microcephaly) *হয়েছে কিনা জানার জন্য ডাক্তারের জিজ্ঞাসা ঃ*

▶ ডাক্তার ঃ বাচ্চার বাবা কি করে ?

মা ঃ কৃষিকাজ করে।

ডাক্তার ঃ বাচ্চার বাবা মা কি বিয়ের আগে আত্মীয় ছিল ?

দাদি ঃ এই বেডা (ডাক্তারকে) জানলো কেমনে ? তোরে (মাকে) আগেরতে চিনে !

ডাক্তার ঃ আপনাদের বাড়ি কই ?

মা ঃ দাউদকান্দি।

ডাক্তার ঃ আমার বাড়িও দাউদকান্দি।

দাদি ঃ কইছিনা, তোরে (মাকে) আগেরতে চিনে!

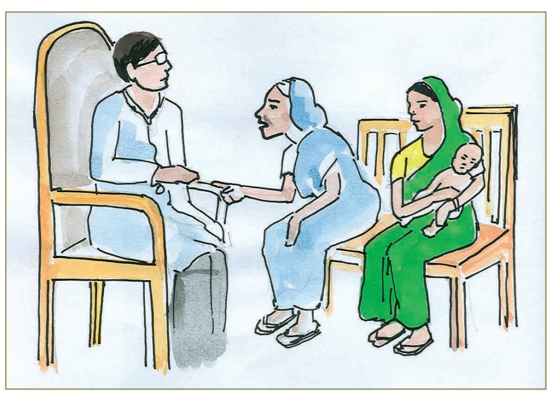

▶ ডাক্তার ঃ বাবুর (২ মাস) কি সমস্যা ?

মা ঃ আমার বাবু বাড়ছেনা, ডাক্তার বলেছে হার্টে সমস্যা এবং ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে।

ডাক্তার ঃ আপনাদের আর বাচ্চা আছে ?

মা ঃ জ্বি, বড়টি প্রতিবন্ধী।

ডাক্তার ঃ বাবা কি করে ?

মা ঃ প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরি করে।

ডাক্তার ঃ বাবা কি বিয়ের আগে আপনার আত্মীয় ছিল ?

মা ঃ জ্বি, আপন জ্যাঠাত ভাই।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর ১০ মাস) বারে বারে রক্ত আমাশা হয় প্রায় ৫-৬ মাস যাবৎ।

ডাক্তার ঃ বাবা কি বিয়ের আগে আত্মীয় ছিল?

মা ঃ জ্বি স্যার, আপন খালাত ভাই।

খালা ঃ সমস্যা কি এইটাই ?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ দিন) কোন চোখ নাই।

ডাক্তার ঃ বাবা মা কি আত্মীয় ছিল?

মা ঃ আপন খালাত ভাই বোন।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ বছর) চুল কাটানোর পর পরই জ্বর আসে। যতবার কাটাইছি ততবারই জ্বর আসে।

ডাক্তার ঃ (বাবাকে) আপনার স্ত্রী কি আপনার আত্মীয়?

বাবা ঃ জ্বি, আপন মামাতো বোন, আরেকজন ডাক্তারও বলেছে এই কারণে বারে বারে জ্বর আসে।

পিতা-মাতার মধ্যে বিবাহপূর্ব রক্ত সম্পর্ক থাকার কারণে সন্তানদের মধ্যে অনেক জটিল অসুখের প্রবনতা বেড়ে যায়। তাই আত্মীয়ের মধ্যে আবারও আত্মীয়তা (বিবাহ) না করাই ভাল। আমাদের দেশে এ সকল জটিল অসুখ নির্ণয় করা এবং চিকিৎসা করা আরো কঠিন।

ঘটনা ঃ মোবাইল বিড়ম্বনা

▶ মা ঃ (ভোরে বাচ্চার মা ফোন করেছেন) ডাক্তার সাহেব, আমার বাচ্চার (৩ বৎসর) জ্বর এসেছে ।

ডাক্তার ঃ প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়ান, ২ চামচ করে তিনবার ।

মা ঃ ঔষধতো বাসায় নেই!

ডাক্তার ঃ দোকান থেকে আনেন ।

মা ঃ দোকানতো খোলে নাই!

▶ মা ঃ ডাক্তার সাহেব, আপনার ফোন নাম্বারটা পেতে পারি ?

ডাক্তার ঃ লেখেন ৭৮৯ !

মা ঃ এটাতো গ্রামীণ ফোনের Health এর নাম্বার । আমিতো আপনারটা চেয়েছি ।

ডাক্তার ঃ আমাকে তো আপনি পাবেন না । যেটা পাবেন সেটাই দিলাম । আমি খুব একটা ফ্রি থাকি না ।

মা ঃ কেন নাম্বার দিবেন না ? কিসের জন্য বাবুদের ডাক্তার হয়েছেন ? বাবু হয়ে ঘরে থাকার জন্য? Emergency হলে কি করব?

ডাক্তার ঃ Emergency হলে হাসপাতালের Emergency তে যোগাযোগ করবেন । এটাই সভ্য দেশের নিয়ম!

মোবাইলের অহেতুক এবং অকারণ ব্যবহার সীমিত রাখা প্রয়োজন, এতে সবার স্বস্তি বাড়বে বৈ কমবে না ।

ঘটনা ঃ ভ্রান্ত ধারণা

▶ মা ঃ (ইতালী প্রবাসী মা) ডাক্তার সাহেব বাংলাদেশে বাচ্চাদের জ্বরের মাত্রা বেশী ১০৩ - ১০৪° । ইতালীতে জ্বর কম হয় ৩৯-৪০° পর্যন্ত হয় ।

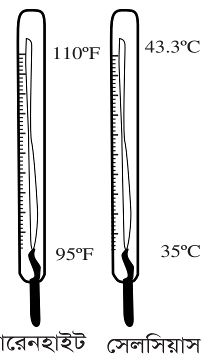

মা বাংলাদেশে ফারেনহাইট এবং ইতালীতে সেন্টিগ্রেড (সেলসিয়াস) থার্মোমিটারের ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন ।

▶ মা ঃ (মা বিদেশ থেকে এসেছেন) আমি বিদেশ থেকে এসেছি ৪ মাস হলো, এখন আমার বাবুর ওজন ২০ কেজি, আগেতো ছিল ৪৫ কেজি, ওর ওজন অর্ধেক হয়ে গেছে ডাক্তার সাহেব !

ডাক্তার ঃ কোন অসুখে (এমনকি ক্যান্সারেও) এত দ্রুত ওজন কমতে পারে না । বিদেশে ওজন ছিল ৪৫ পাউন্ড (২০ কেজি), অর্থাৎ বাবুর ওজন কমে নাই ।

বিদেশে বাচ্চার ওজন পাউন্ডে নিয়েছিল, আর আমি কেজিতে নিয়েছি । এখানে মা দেশে এসেও বিদেশের ঘোরে রয়েছেন ।

▶ বাবা ঃ বাবু (৪ বৎসর) মায়ের ওভস্টেট বড়ি ১২/১৩টা একবারে খেয়ে ফেলেছে । তারপর থেকে প্রস্রাবে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়, ঘরে থাকা যায় না!

শিশুদের প্রস্রাব পায়খানাতে স্বাভাবিকভাবেই দুর্গন্ধ বেশী । ওভোসস্টেট বড়ি খাওয়ার সথে সম্পর্ক নেই ।

▶ ডাক্তার ঃ বাবুকে (১২ মাস) পরীক্ষা করার পর ওর রক্ত কম মনে হয়, এনিমিয়া হয়েছে ।

বাবা ঃ জ্বি, স্যার ! রক্ত টানার সময় রক্ত আসে নাই!

▶ বাবা ঃ আমার মেয়ে (১৬ বছর) Fexofenadin Tablet খাওয়ার পর লাশের মত শুইয়া থাকে ।

ঘটনা ঃ শিশুর শারীরিক পরীক্ষা

▶ মা ঃ (চেম্বারে ঢুকেই) স্যার, আমার বাবুকে (২ মাস) বিছানায় শুইয়ে দিব?

ডাক্তার ঃ VIP দের শোয়াতে হয় না, কোলে কোলে রাখতে হয়!

শারীরিক পরীক্ষা করার জন্য ছোট্ট শিশুদের বিছানায় শোয়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। শিশুটি যেভাবে থাকতে আরামবোধ করে সেভাবেই রাখতে হবে। কোলে অথবা কাঁধে, বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে।

▶ ডাক্তার ঃ বাবুকে (১১ মাস) ভাল করে ধরেন, ঐ ছবির মত (দুই হাত ধরে পা আটকিয়ে এবং মাথা স্থির করে - যা গলা ও কান পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজন) রিমান্ডে নেয়ার মত করে।

বাবা ঃ আটকের পর রাজনৈতিক নেতাদের মত মাইরেন না, স্যার!

ঘটনা ঃ শিশুর অসহায়ত্ব

৫/৬ বৎসর বয়সের মেয়ে ঃ স্যার, (গাড়িতে বসা ডাক্তারকে) ২টা চকলেট নেন। স্যার, ভিক্ষা চাইলেও ২টা টাকা দিতেন। ২টা নেন না!

▶ ডাক্তার ঃ তুমি আমার সাথে গাড়িতে উঠে বস, আমার সাথে বাসায় যাবে।

মেয়ে ঃ আমার চিকিৎসা করলে যামু।

ডাক্তার ঃ তোমার কি অসুখ ?

মেয়ে ঃ আমার পায়খানার রাস্তা নাই।

ডাক্তার ঃ পায়খানা কোন দিক দিয়ে হয় ?

মেয়ে ঃ পেশাবের রাস্তা দিয়ে পায়খানা করি!

শিশুটি জন্মগত মলাধার (rectum) ও যোনি পথের অস্বাভাবিক যোগাযোগ (rectovaginal fistula) এ ভুগছে। অপারেশনের মাধ্যমে এর চিকিৎসা সম্ভব।

ঘটনা ঃ তুলনা

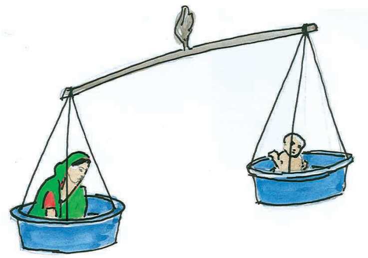

▶ মা ঃ বাবু (২ বৎসর ৪ মাস) পানি খাবার পর কোলে নিলে পেটে ঢোক ঢোক করে, আমারতো এরকম হয় না।

ডাক্তার ঃ আপনিতো কোলে নিয়েছেন, কোলেতো উঠেন নি!

▶ মা ঃ ঐ ডাক্তারের ঔষধ ঠিক আছে?

ডাক্তার ঃ জ্বি, ঔষধ ঠিকই আছে, শুনেছি উনি ভাল ডাক্তার।

যতদূর সম্ভব ডাক্তার হিসেবে অন্য ডাক্তারের সম্মান রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনা ঃ নানির আতঙ্ক

▶ নানি ঃ আমিতো নানি তাই ভয় বেশী, দাদি আবার কি বলে, বাচ্চা (২০ দিন) মনে হয় পালতে পারি না!

আমাদের দেশে নানিরা দাদিদের বেশী ভয় পায়।

ঘটনা ঃ বাবার আতঙ্ক

▶ বাবা ঃ এই বাবুকে (৫ মাস) নিয়ে কি ডমেস্টিক ফ্লাইট (domestic flight) এ উঠা যাবে ?

ডাক্তার ঃ International flight - এও নিশ্চিন্তে উঠতে পারবেন।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে Don't cry out before you are hurt, অর্থাৎ বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশী হলেও সত্যিকারের বিপদ আসে কম।

ঘটনা ঃ পিতা-মাতাকে ভয় দেখানো

▶ মা ঃ বাচ্চা (৩ মাস) নিয়ে পাবনা থেকে এসেছি, নাভির হার্নিয়া হয়েছে। ডাক্তার বলেছিল নাভি ফাইট্টা যাইতে পারে, ঢাকা নিয়া যান ! আপনার কাছে আসার পর দেখলাম জিরো (কিছুই হয় নাই)!

অনেক ডাক্তার মাতা-পিতাদের অহেতুক ভয় দেখান এবং দোষারোপ করেন দেরি করে পরামর্শের জন্য আসার কারণে। মাতা-পিতাদের হেয় ও ছোট করা এবং অযথা মনে আঘাত দেয়া সঠিক পরামর্শের (কাউন্সেলিং) পরিপন্থী।

ঘটনা ঃ মাতার অতিরিক্ত সচেতনতা

▶ মা ঃ আমার দেবরের বাচ্চার আটটা নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে, কানে শুনতে পায়না। India তেও চিকিৎসা করিয়েছে কিন্তু কোন কাজ হয় নাই, আমার বাবুর সব নার্ভ ঠিক আছে তো, কানে কোন সমস্যা নাইতো ?

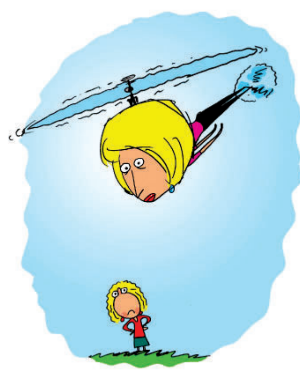

অষ্টম ক্রেনিয়াল নার্ভ (cranial nerve) *নষ্ট হবার কারণে কানে শোনার সমস্যা হয়। আমাদের শরীরে ১২টি ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে, প্রতিটির কাজ আলাদা। এখানে মা 'আটটি' নার্ভ বলতে অষ্টম ক্রেনিয়াল নার্ভকে বুঝিয়েছেন।*

ঘটনা ঃ শিশুর কৃতজ্ঞতা

▶ ডাক্তার ঃ (পেটে ব্যথার জন্য রক্ত পরীক্ষার কথা বলতেই ৮ বৎসরের শিশু কান্না শুরু করে দিল) আচ্ছা, ঔষধ খেয়ে পরে রক্ত পরীক্ষা করলেও হবে ।

শিশু ঃ আপনার অসীম দয়া !

শিশুরা রক্ত পরীক্ষা করতে ভীষণ ভয় পায়, তাই রক্ত পরীক্ষা যথাসম্ভব কম করাই ভাল ।

ঘটনা ঃ বিরক্ত হওয়া

▶ মা ঃ বাবু (২ মাস) খুব বিরক্ত করে, সারাক্ষণই কান্নাকাটি করে ।

ডাক্তার ঃ বিরক্ত করা এবং হবার ব্যাপার আছে, বিরক্ত হবেন না !

আমাদের মায়েদের ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন, এতে করে বিরক্ত হবার সম্ভাবনা কমে যাবে । শিশুদের সব চাহিদার প্রকাশভঙ্গি হলো কান্না, হাসি যেমন খুশির বহিঃপ্রকাশ ।

ঘটনা ঃ শিশুর জন্য মায়ের ঔষধ সেবন

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ মাস) জ্বর হলে আমি একটা নাপা (প্যারাসিটামল) খাই, বাবুতো বুকের দুধ খায়!

মায়েরা ঔষধ খেলে খুব সামান্য পরিমাণ ঔষধ বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর শরীরে প্রবেশ করে যা শিশুর কোন কাজে আসেনা । (ব্যতিক্রম ঃ ক্যান্সার এবং থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসার ঔষধ)

ঘটনা ঃ মানত শিশু

▶ মা ঃ আমার ছেলে (১৬ বৎসর) মাদ্রাসায় পড়ে, গর্ভে থাকার সময় মানত করেছিলাম তো তাই!

ঘটনা ঃ ডাক্তারদের সম্পর্কে ধারণা

শিশুটি (২ বছর ৩ মাস) দীর্ঘমেয়াদী নিউমোনিয়াতে (Persistent pneumonia) ভুগছে।

▶ নানা ঃ বাবুকে প্রথমে ফিজিশিয়ান (physician), পরে বিশেষজ্ঞ (specialist) এবং সবশেষে প্রফেসর (professor) দেখিয়েছি। আমার নাতির শ্বাস কষ্ট তো ভাল হইতেছেনা।

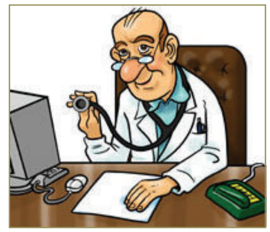

ডাক্তার ঃ (নানাকে) আপনি পড়াশোনা কতটুকু করেছেন?

নানা ঃ অষ্টম শ্রেণি পাশ করেছি।

ডাক্তার ঃ আপনি ফিজিশিয়ান, বিশেষজ্ঞ ও প্রফেসর এর পার্থক্য জানেন ?

নানা ঃ ফিজিশিয়ানরা সাধারণ ডাক্তার, বিশেষজ্ঞরা রোগ সর্ম্পকে বেশী জানে এবং প্রফেসাররা (বেশ চিন্তা করে) ডাক্তারদের পড়ায়।

নানা ঃ আমি প্রথম যে বাবুকে ফিজিশিয়ান (চিলড্রেন'স ফিজিশিয়ান) দেখালাম, আমি কি ভুল করছি ?

ডাক্তার ঃ আপনি কোন ভুল করেন নি, আপনিতো শিশু বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন।

নানা ঃ (নানিকে) দেখছ, আমি কিন্তু ভুল করি নাই !

আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে ডাক্তাদের সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। মানুষ বেশী করে বিশেষজ্ঞ / অধ্যাপকদের পরামর্শ পেতে উদগ্রীব। অনুরূপভাবে ডাক্তারদের আরও প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেশে ডাক্তার বেশী মনে হলেও ভাল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সত্যিই অভাব।

ঘটনা ঃ প্রত্যাশা

বাবুর Inguinal Hernia হয়েছিল জন্মের সময়, অপারেশন-করার পর ভাল হয়ে গেছে

▶ ডাক্তার ঃ একটা ছবি তুলতে পারি ? ছবি কোথাও দিলে আপত্তি আছে ?

মা ঃ টিভিতে না দিলেই হলো।

▶ মা ঃ বাবুকে (১০ মাস) সব সময় ভাল ঔষধ দিবেন। যাতে আসলেই ভাল হইয়া যায়।

ডাক্তার ঃ আমি কি খারাপ ঔষধ দেই ?

মা ঃ না, তা না! সব ডাক্তারতো সমান না!

▶ মা ঃ আমার ছেলেকে (৮ মাস) একটু কল (Stethescope) লাগাইয়া দেখেন না!

বাবুদের চিকিৎসা দেওয়ার সময় শরীরের সর্ব অংশ নিয়ম মাফিক পরীক্ষা করা, ওজন ও উচ্চতা মাপা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (স্টেথস্কোপ, গলা দেখার জন্য টর্চ, থার্মোমিটার ও কান দেখার যন্ত্র ইত্যাদি) ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এতে ডাক্তারের প্রতি পিতা-মাতার আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় হবে।

ঘটনা ঃ মিল

[১ম রোগী]

▶ ডাক্তার ঃ বাচ্চার নাম কি?

মা ঃ লামিসা

[২য় রোগী]

▶ ডাক্তার ঃ বাচ্চার নাম কি?

মা ঃ রামিসা

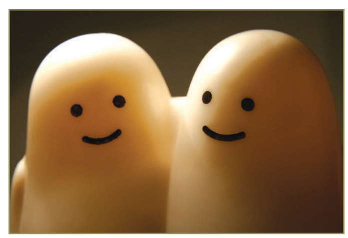

▶ চেম্বার সহকারী ঃ রুমকিকে দেখেছেন স্যার ?

ডাক্তার ঃ আজ রুমকি, চুমকি সবাইকে দেখেছি !

(সিজারের মাধ্যমে বাবুর জন্ম হয়েছে, বাবুর খালা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছে)

▶ ডাক্তার ঃ বাচ্চার জন্ম কয়টায় হয়েছে ?

খালা ঃ দুপুর আড়াইটায়।

ডাক্তার ঃ জন্ম ওজন কত ?

খালা ঃ আড়াই কেজি।

ডাক্তার ঃ আপনাদের বাড়ি আড়াই হাজার নাকি ?

খালা ঃ স্যার, আপনি জানলেন কিভাবে ?

(চেম্বারে এসেছে Cystic fibrosis এর রোগী)

▶ ডাক্তার ঃ বাবার নাম কি?

মা ঃ ওবায়দুর রহমান

ডাক্তার ঃ বাড়ি কোথায় ?

মা ঃ নরসিংদী

[উপস্থিত অন্য এক মহিলা হাসতে থাকে। জানালেন উনার স্বামীর নাম ওবায়দুর রহমান এবং উনিও এসেছেন নরসিংদী থেকে]

ঘটনা বহুল পৃথিবীতে অনেক ঘটনার মধ্যে মজাদার মিল পরিলক্ষিত হয় যা একটু সচেতন হলেই প্রতিভাত হয়।

ঘটনা ঃ চিকিৎসায় দ্বিতীয় মত চাওয়া

শিশুটির (১ মাস) পেট বেশ ফুলে আছে কিন্তু আপাতত কোন সমস্যা মনে হয় না। নিয়মিত অল্প অল্প পায়খানা হয়। কিন্তু কোন বমি নেই। মলদ্বারে পরীক্ষা করে মলাশয় খালি পাওয়া গেলো এবং পরীক্ষার আঙ্গুল বের করার সময় হঠাৎ পায়খানা বের হয়ে আসে। এক্স-রে করে পেটে অনেক গুলো গ্যাসের দাগ দেখা গেল। শিশুটির Hirschsprung disease আছে। Pediatric surgeon কে দেখানোর পর rectal biopsy নেবার পর operation এর কথা বলা হলো।

▶ বাবা ঃ ডাক্তার সাহেব, আমার বাবুকে কি প্রফেসর এম আর খানকে কে দেখাতে পারবো ?

ডাক্তার ঃ আপনার ইচ্ছা হলে অবশ্যই দেখাতে পারেন। আমি এখনই স্যারের কাছে আপনাকে রেফার করে দিচ্ছি!

পিতা মাতার ইচ্ছাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এতে করে পরবর্তী সময়ে পিতামাতার কাছে বড় মনের ডাক্তার হবার সুযোগ রয়ে যায়।

ঘটনা ঃ ঘ্রাণে অর্ধভোজন

▶ মা ঃ আমার ঘর পাশের বাড়ির রান্না ঘরের সাথে। যা রান্না করে সব গন্ধ আমার ঘরে আসে। ভাত, শুঁটকি, মরিচ।

ডাক্তার ঃ ভালই তো, গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আপনার অর্ধেক খাওয়া হয়ে যাবে!

ঘটনা ঃ ঔষধ না খাওয়া

▶ মা ঃ বাবু (৪ বছর) আপনারে দেখলে যা করে ঔষধের বোতল দেখলেও তাই করে!

ঘটনা ঃ ট্যাবলেট না খাওয়া

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (১০ বছর) সিরাপ দিবেন, ও কিন্তু ট্যাবলেট / ক্যাপসুল খেতে পারে না ।

ডাক্তার ঃ এই বয়সে ট্যাবলেট না খেলে ট্যাবলেটের অপমান হবে, একবারে এক বোতল ঔষধ খেতে হবে অথবা ইনজেকশন দিতে হবে । বল (বাবুকে) তুমি কি করবে ?

বাবু ঃ আমি ট্যাবলেট খাব ।

ডাক্তার ঃ আগে মুখে ট্যাবলেট দিবে, পরে পানি দিয়ে গিলে ফেলবে । তোমাকে ট্যাবলেট গিলতে হবে না পানিই সাথে করে ট্যাবলেটকে নিয়ে যাবে ।

ঘটনা ঃ শিশুর ঔষধ খাওয়া

▶ ডাক্তার ঃ (গরীব মা কে) বাবুকেতো (২ বছর) এন্টিবায়োটিক দিতে হবে, আমার কাছে এই সিরাপ নেই । আমার কাছে ট্যাবলেট আছে, ট্যাবলেট খাওয়াতে পারবেন ?

মা ঃ স্যার কোন অসুবিধা নাই, গুলাইয়া খাওয়াইয়া দিমু, আপনি আমারে ট্যাবলেট দিয়া দেন ।

ঘটনা ঃ পালক শিশু (Adopted child)

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (২০ দিন) বড় ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েছি (adopt) বাচ্চা হয়না, বিয়ে করেছি ৮ বছর । Infertility ডাক্তারের চিকিৎসাতে ২ দিনে দশ হাজার টাকা লাগছিল, তাই আর যাই নাই!

বাচ্চা না হলে পালক নিয়ে (adopt) পিতা মাতা হওয়া যায় এবং সন্তানকে মানুষ করতে অবদান রাখা যায় । যদিও আমাদের দেশে শিশু adopt করার কোন সঠিক নিয়মাবলী নেই । সন্তান adopt করতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয় ।

ঘটনা ঃ পচা পানি পান

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ বছর ৭ মাস) জন্ডিস, বাড়িতে আরও কয়েকজনের জন্ডিস হয়েছে ।

ডাক্তার ঃ আপনারা কি পানি খান ? আপনারা কোথায় থাকেন ?

মা ঃ আমরা কি পানি খাই চিন্তা করতে পারবেন না । পচা, গন্ধ এবং দেখতেও খারাপ ।

জন্ডিস, ডায়রিয়া, টাইফয়েড পানি বাহিত রোগ । সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ পানি পান করা অপরিহার্য ।

ঘটনা ঃ কষ্টে কাতর মা

▶ মা ঃ বাচ্চার মা হওয়া কষ্ট, দূরে থাকা আরও কষ্ট, আমি চাকুরিজীবীতো!

ডাক্তার ঃ বাসায় CC camera fit করুন, অফিস থেকে সব দেখতে পাবেন! প্রয়োজনে ভেনিটিব্যাগে মোবাইল সি.সি. ক্যামেরা রাখতে পারেন ।

ঘটনা ঃ জমজ শিশু

▶ মা ঃ দুই ফুলের জমজ, তাই একটি অসুস্থ হলে অন্যটি অসুস্থ হয় না ।

▶ মা ঃ আমার জমজ বাবু । একটা ১০ কেজি অন্যটা ৭.৫ কেজি, কম ওজনেরটা বেশী ওজনেরটাকে মাইর দেয় ।

জমজ শিশু একটি ফুল (Placenta) থেকে হতে পারে অথবা ২টি ফুল থেকেও হতে পারে । এক ফুল থেকে হলে দুইটির মধ্যে খুব মিল থাকে, একটি থেকে অন্যটি আলাদা করা যায় না, সমভাবে অসুস্থ হয় । দুই ফুলের হলে সাদৃশ্য কিছুটা কম থাকে এবং একটির সাথে আরেকটি সাধারণত অসুস্থ হয় না ।

ঘটনা ঃ বাবুর মাথার টাকে আতংকিত মা

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (২৩ মাস) বালিশ থেকে উঠলেই চুল উঠে আসে, টাক পড়বে না তো ?

ডাক্তার ঃ বাবার মাথায় কয়টা চুল আছে ?

মা ঃ বাবার মাথায় আমি কোন দিন চুল দেখি নাই!

মাথার টাক পড়া অনেক সময় বংশগতভাবেই হয়ে থাকে ।

ঘটনা ঃ বোবা বাবা

আগেই চেম্বারে ঢুকে দাদি বললেন, বোবা ছেলেকে শখ করে বিয়ে করিয়েছি । নাতির কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়াতে আগেই ডাক্তার দেখিয়েছিল কিন্তু তার ছেলে বিশ্বাস করে নাই । আপনি একটু আমার ছেলেকে বুঝিয়ে বলবেন ।

▶ দাদি ঃ আমার নাতির (২ মাস) কোষ্ঠকাঠিন্য । বাবুর বাবা (বোবা বাবা) মনে করে বাচ্চাকে ডাক্তার দেখানো হচ্ছে না, তাই সে রোজা রেখেছে । আপনি (ডাক্তারকে) বুঝিয়ে দেন বাবু ভাল আছে ।

ডাক্তার ঃ বাবুকে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ..., আপনি কোন চিন্তা করবেন না ।
(মা তার বোবা ছেলেকে গায়ে হাত দিয়ে আদর করে রোজা ভাঙ্গতে বললেন) ।

ছেলে বোবা হওয়ার কারণে তার মা অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ছেলের মনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা দৃষ্টান্ত মূলক ।

ঘটনা ঃ কথোপকথনের ভুল বুঝাবুঝি

▶ মা ঃ দাঁত ফেললে কি বুকের দুধ খাওয়াতে পারবো?

ডাক্তার ঃ আপনার বাচ্চার বয়সতো ৭ মাস ১৫ দিন, দাঁত ফেলবেন কেন?

মা ঃ না স্যার, আমার দাঁত ফেলব !

▶ ডাক্তার ঃ *আমি চেম্বারে রোগী দেখছি, টেলিফোন অপারেটরের ফোন....*
"স্যার *বাসা থেকে* ফোন এসেছে"। বাসায় আমার একমাত্র মেয়ে থাকে, তাই ফোন ধরে বললামঃ "বল আব্বু, কি বলবে ?" ও পাশ থেকে এক মহিলা বলছেন 'স্যার, আমি *বাসাবো থেকে* বলছি, আমার বাবু আপনার রোগী .....'

কথা বলা ও শোনার মধ্যেও মনোযোগের ঘাটতির কারণে অর্থের তারতম্য হতে পারে।

ঘটনা ঃ হুজুর শিশু

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (২ বছর ২ মাস) একদম খায় না। কিন্তু আমার ঘরে খাবারের কোন অভাব নাই। ২২ বছর পর বাচ্চা হয়েছে, Test tube এ চেষ্টা করেও হয় নাই। পরে হুজুরের কাছে গিয়া বাচ্চা হইছে। আমি আপনার পায়ে ধরি বাবুকে রুচির ঔষধ দেন।

ঘটনা ঃ হোমিওপ্যাথি

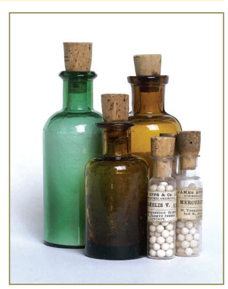

▶ বাবা ঃ আমার বাবুকে (১ বৎসর ৩ মাস) ৩ দিন আগে হোমিওপ্যাথি খাওয়াইয়াছি, কোন অসুবিধা হবে ?

ডাক্তার ঃ তা তো বলতে পারবোনা, আমি এই চিকিৎসা করি না।

ঘটনা ঃ শ্বাশুড়ির অভিশাপে আতঙ্কিত মা

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বছর ২ মাস) অ্যাজমা আছে। ওর বাবারও অ্যাজমা আছে। শ্বাশুড়ি বলে তার অভিশাপ লেগেছে, আমি যে বাসায় কাজ করি না, আমিতো জব (job) করি।

ডাক্তার ঃ আপনার শ্বাশুড়ি কেমন আছে ?

মা ঃ ওনাঁরও তো হাঁপানি।

ডাক্তার ঃ ওনাঁর কেন হাঁপানি হল ? উনিও মনে হয় বাসায় কাজ করেন নাই !
(মা ডুকরে কেঁদে দেয় ....)

ঘটনা ঃ রোগের বিস্তারিত বলা (Counselling)

শিশুর পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়েছে, বাবা মুদির দোকানদার। বাবাকে ছবি একে বুঝালাম, খাদ্যনালীর রক্তনালী ছিঁড়ে যাবার কারণে বাচ্চার রক্ত বমি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

▶ ডাক্তার ঃ মাকে গিয়ে বলবেন বাচ্চার অসুখ সম্পর্কে আমি যা বলেছি। বলেনতো, মাকে গিয়ে কি বলবেন ?

বাবা ঃ কিছুই বলব না!

নবজাতকের জন্মগত সমস্যা extrophy of bladder *এবং প্রস্রাবের রাস্তা নেই, মূত্র থলির সামনের রাস্তা জন্মগতভাবেই হয় নাই। এ ব্যাপারে শিশু সার্জন বললেন থলির সামনের অংশের দেয়ালটি বন্ধ করে দিতে হবে।*

▶ বাবা (ইঞ্জিনিয়ার) ঃ এর পরে সার্জন কি করবেন এ ব্যাপারে ওনার কোন vision নাই!

▶ মা (কালো বেঁটে চাকুরিজীবী) ঃ বাচ্চা একদম খায় না, লোকে বলে আমার কারণে বাবু খায় না বাড়ে না, তাই চাকুরি ছেড়ে দিয়েছি। আমি একদম হতাশ।

ডাক্তার ঃ আপনার তো (স্বামীকে দেখে) handsome husband, আপনি তো lucky !

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) হাঁপানি হয়েছে

ডাক্তার ঃ আপনার বাবুকে ইনহেলার দিতে হবে ।

বাবা ঃ বাবুর মা তো ইনহেলার দিতে চায় না, অন্য ঔষধ দেয়া যায় না ?

ডাক্তার ঃ আমাকে না বুঝিয়ে বাবুর মাকে বুঝান ।

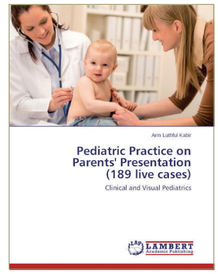

▶ মা ঃ আমার বাবু (৯ মাস) ঘাড়ে গুটি হয়েছে, স্যার দেখেন বাচ্চার বাবা মোবাইলে করে ছবি তুলেছে ।

ডাক্তার ঃ এটা কোন সমস্যা না, এটা টিবি না, টিউমারও না (reactive lymph adenopathy) । আস্তে আস্তে কমে যাবে, অনেক দিন থাকতে পারে, এই দেখেন আমার বইতেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত ছবিসহ আছে ।

বাবা ঃ (মাকে) দেখেছ, স্যার আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই ডকুমেন্ট দেখিয়েছেন !

- *ডাক্তারদের উচিত প্রতিটি মা-বাবাকে শিশুদের রোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা । বুঝতে না পারলে আবারও ধৈর্য্য ধরে বুঝাতে হবে ।*
- *বাবা-মায়েরা শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ার কারণে ওনাদের রোগ সম্পর্কে ধারণা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গিয়েছে ।*
- *কাউন্সেলিং করার সময় পজিটিভ দিকগুলো জানানো বাঞ্ছনীয় ।*

ঘটনা ঃ সত্য ঘটনা বলার আকুতি

বাবুর ৭ বছর ৬ মাস গলায় টনসিল ও কানের পিছনে ভিতরে এডিনয়েড বড় হয়েছে এবং অপারেশনের কথা বলাতে

▶ মা ঃ আপনাদের (ডাক্তারকে) দেখলেতো মন খারাপ হয়ে যায় !

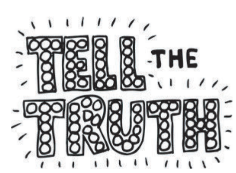

ডাক্তার ঃ (মাকে) আপনাকে তো কোন সুখবর দিতে পারছিনা, সত্য ঘটনা তো জানতে হবে ! আসল জিনিস গোপন করে বাচ্চার ক্ষতি করাতো ঠিক না, তাই না?

মা ঃ ওর জন্য চিকিৎসা করাতে করাতে steel এর আলমিরাটা ভইরা ফেলাইছি ।

রোগের প্রকার ভেদে চিকিৎসার ভিন্নতা হয়ে থাকে । রোগ মুক্তির জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা একটু জটিল হলেও মা-বাবাকে অবশ্যই জানাতে হবে, অযথা দেরী করা অনুচিত ।

ঘটনা ঃ যা দেখবেন তাই নতুন

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৮ মাস) মুখে ঘা হয়েছে, আগেতো কোন দিন এরকম হয় নাই ।

ডাক্তার ঃ আজ কত তারিখ ?

মা ঃ আজ ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসের ১৯ তারিখ ।

ডাক্তার ঃ আগেতো কখনো এই দিন আসে নাই । সামনে যা দেখবেন সবই নতুন । আপনার স্বামী ও সন্তান সবই বদলে যাচ্ছে দিনে দিনে !

এই পৃথিবী প্রতি মূহুর্তে পরিবর্তীত হচ্ছে, আমরা একই জিনিস পরবর্তীতে দেখছিনা, দেখছি পরিবর্তীত রূপে ।

ঘটনা ঃ ম্যানহোল

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৭ বছর) ম্যানহোলে পড়ে গিয়েছিল ।

ডাক্তার ঃ (বাবুকে) তোমার জরিমানা হবে, তুমি ম্যানহোলে পড়লে কেন ? তুমি তো এখন বয়, তোমার বয়হোলে পড়া উচিত ছিল!

ঘটনা ঃ বাবু ছুটির দিনে অসুস্থ হয়

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর বৃহস্পতিবার রাতে সমস্যা হয়, শুক্রবার দিন আপনার চেম্বার বন্ধ থাকে, আমি যখন বিদেশে (মালয়শিয়া) ছিলাম তখন শুক্রবারে বাবু অসুস্থ হত । ঐখানে শনিবারে বন্ধ ।

অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার সাথে অনাগত সময়ে শিশুর অসুস্থ হবার সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত নয় ।

ঘটনা ঃ সব অসুখে ঔষধের প্রয়োজন নেই ।

বাবু ৩ মাস বয়স, নাভির হার্নিয়া হয়েছে । মাকে জানানো হয়েছে কয়েক দিন পর এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে ।

▶ মা ঃ বাবুকে কোন ঔষধ দিলেন না ?

ডাক্তার ঃ ঔষধ চান, না চিকিৎসা চান ?

মা ঃ চিকিৎসা চাই, ঔষধ লাগবে না ।

শিশুদের অনেক সমস্যা আছে যার জন্য শুধু অপেক্ষা করতে হয়, কোন ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই । যেমনঃ নবজাতকের বার বার পায়খানা করা, দুধ বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, erythema toxicum, physiological jaundice, কান্না করা, নাভির হার্নিয়া, physiological bowlegs, হাতে পায়ে ব্যথার (growing pain) মত অনেক সমস্যা আছে যার জন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন নেই । শুধু সমস্যাটিকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিলেই হলো ।

শিশুর পরিচয়

ঘটনা ঃ শিশুর নাম

▶ মা ঃ ডাক্তার সাহেব সিজারের বাচ্চাতো, কি খাওয়াবো বলেনতো ?

ডাক্তার ঃ বাচ্চার বাবার নাম সিজার নাকি ?

মা ঃ জ্বি না বাবার নাম সিরাজ, বাচ্চা সিজার অপারেশন করে হয়েছে তো তাই !

ডাক্তার ঃ তাহলে বলেন সিরাজের বাচ্চা, সিজারের না!

▶ ডাক্তার ঃ (মাকে) বাবুর নাম কি ?

মা ঃ Iyaafad Rahman (আয়াফাদ রহমান)

ডাক্তার ঃ এই নাম বাবুর সঙ্গে থেকে সারা জীবন বানান করে বলতে হবে!

▶ ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর বয়স কত, কি নাম ?

মা ঃ আমার বাবু ১ বছর ১৫ দিন বয়স, নাম জিম ।

ডাক্তার ঃ তাহলে তো আর ব্যায়ামের জন্য জিমে যেতে হবে না, আপনার বাসায় গেলেই চলবে!

▶ ডাক্তার ঃ বাবুর নাম কি ?

বাবা ঃ ইপরা জাহান (৫ মাস)

ডাক্তার ঃ সাবধান হয়ে যান, সাথীরা পরে পিঁপড়া জাহান বলবে!

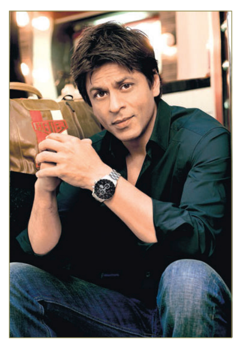

▶ ডাক্তার ঃ বাবুর (৮ মাস) নাম কি ?

মা ঃ রাগিব রায়হান ।

ডাক্তার ঃ বাবুর রাগ বেশী নাকি ?

▶ ডাক্তার ঃ বাবুর (৫ বছর) নাম কি ?

মা ঃ সাহেব আলী খান ।

বাবু ঃ খেলা বন্ধ করে এগিয়ে এসে বলে ঃ না, আমার নাম শাহরুখ খান !

পিতা-মাতার সন্তানের নাম সহজ ও সুন্দর করে রাখা প্রয়োজন ।

ঘটনা ঃ জন্ম তারিখ স্মরণে ব্যর্থ বাবা

▶ ডাক্তার ঃ (বাবাকে) বাচ্চার বয়স কত ?
(বাবা বলতে পারে নাই) ।

মা ঃ (বাবাকে একটু ঠেস দিয়ে) আপনার ছোট পুতের জন্ম তারিখ কইতে পারেন না ?
পুতের বয়স হইল ১২ বৎসর ৩ মাস ।

▶ ডাক্তার ঃ (বাবাকে) আপনার শিশুর জন্ম তারিখ কবে?

বাবা ঃ (স্ত্রীর দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে) বলতো বাবুর জন্ম তারিখ কবে ?

মা ঃ (৩ মাসের শিশু) ০১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ।

▶ ডাক্তার ঃ (বাবাকে) বাবুর জন্মের তারিখ কবে ?

বাবা ঃ (তৎক্ষণাৎ মাকে বলছে) তোমাকে বলেছিনা জন্মের তারিখ মনে রাখতে!

▶ ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর বয়স কত ? কত বছর, কত মাস ?

বাবা ঃ আমাকে একটু সময় দেন
(মোবাইলে স্ত্রীর সঙ্গে কথা ....)

▶ ডাক্তার ঃ (বাবাকে) বাবুর বয়স কত?

বাবা ঃ জন্মের সময় আমি বিদেশে ছিলাম !

▶ ডাক্তার ঃ বাবুর বয়স কত ?

বাবা ঃ ৪ বছর ৬ মাস

ডাক্তার ঃ (ওজন দেখা গেল, ১৯ কেজি, লম্বা ১১৭ সে. মি.) বাবুর বয়সতো মনে হয় বেশী, আপনি ঠিক করে বলেন ।

বাবা ঃ (মাকে ফোন করে) জ্বি, ডাক্তার সাহেব, বয়স ৫ বছর ৬ মাস !

বাবারা শিশুর বয়স ও জন্মের তারিখ স্মরণ করার ব্যাপারে বরাবরই মায়েদের উপর নির্ভরশীল । মায়েদের এগিয়ে থাকার কারণ - গর্ভধারণ ও প্রসব যন্ত্রনার কষ্ট পাবার ফলশ্রুতি!

ঘটনা ঃ মায়ের হিসাবে বাবুর বয়স

▶ ডাক্তার ঃ বাচ্চার বয়স কত ?
মা ঃ দাঁত পড়েছে ৪টা, ৭ বৎসর হবে ।

▶ ডাক্তার ঃ বাবুর বয়স কত ?
মা ঃ ১০৫ দিন ।
ডাক্তার ঃ কত ঘন্টা কত মিনিট ?

▶ ডাক্তার ঃ বয়স কত?
মা ঃ ১ বৎসর ১১ মাস ১৫ দিন ।
ডাক্তার ঃ কত ঘন্টা?

▶ ডাক্তার ঃ বয়স কত?
মা ঃ ১ বৎসর ১২ মাস ।
ডাক্তার ঃ বয়স কমানোর ফন্দি !

মায়ের কাছে সন্তান জন্ম দেওয়া একটি স্মরণীয় ও বরণীয় ঘটনা । তাই তারা ক্ষণ গণনা করে আনন্দ উপভোগ করেন এবং সঠিক বয়স বলতে সক্ষম হন ।

শিশুর বয়স জানানোর সময় নির্ভুলভাবে বৎসর এবং মাস উল্লেখ করা প্রয়োজন যাতে করে গ্রোথ চার্ট ব্যবহার করে বয়সের তুলনায় ওজন ও উচ্চতার তুলনা করা যায় ।

ঘটনা ঃ আমার বাবু কি শিশু ?

▶ মা ঃ আমার ছেলেতো বড়, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, আপনাকে দেখাতে পারবো?

ডাক্তার ঃ আপনার ছেলের বয়স কত ?

মা ঃ আগামী ২৪ অক্টোবর ১৮ বছর পূর্ণ হবে।

ডাক্তার ঃ আমাকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত দেখাতে পারবেন।
(শিশুর বয়স ১৮ বছর পর্যন্ত)

▶ নানা ঃ বাচ্চার মায়ের বয়স কম (১৭ বছর), ওকে একটু দেখবেন স্যার ?

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (১৩ বছর) হাঁপানি আছে। আপনাকে আগে দেখাতাম। এখন বয়স ১৩ বছর। একজন ভাল ডাক্তারের নাম বলেন যাকে এখন থেকে দেখাব।

ডাক্তার ঃ ডাঃ লুৎফুল কবীর।

বাবা ঃ আপনি তো শিশু বিশেষজ্ঞ!

ডাক্তার ঃ শিশু হলো আঠার বছর পর্যন্ত!

আঠার বয়স পর্যন্ত যে কোন ছেলে বা মেয়েই শিশু। শিশুকাল শুরু হয় মাতৃগর্ভ (time of fertilization) থেকে ।

শিশু তুমি কে ?

শিশু হলো মায়ের গর্ভ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত যে কোন ছেলে বা মেয়ে ।
শিশুর বিভিন্ন পর্যায়গুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

(১)

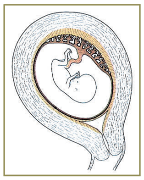

ফিটাস ঃ ৮ সপ্তাহ থেকে জন্ম পর্যন্ত ।
এ সময় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে ।

(২)

নবজাতক ঃ ০-২৮ দিন ।
এ সময় বেশি বেশি দুধ খায়, বমি করে, ঘুমায়, কান্না করে, পেশাব ও পায়খানা করে ।

(৩)

ইনফেন্ট ঃ ১-১২ মাস ।
দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে ।
ওজন ৩ গুন বাড়ে, উচ্চতা বাড়ে ২৫ সে.মি., মাথা বাড়ে ১১ সে.মি, এবং দাঁড়াতে শিখে ।

(৪)

টড্লার ঃ ১-৩ বছর
দৌড়াতে শিখে, কথা বলতে পারে, নিজেকে চিনতে পারে ও পেশাব পায়খানার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারে ।

(৫)

স্কুল পূর্ব সময় ঃ ৩-৫ বছর
৪ বছরে লম্বা দ্বিগুন হয়, ভাল করে দৌড়াতে, লাফাতে ও গাছে উঠতে পারে ।

(৬)

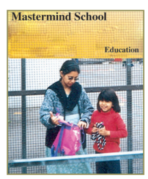

স্কুলকালীন সময় ঃ
৫-১৫ বছর ।
অনেক কিছু শিখতে পারে ।
সৃজনশীল কাজ করতে পারে

(7)

এডোলেসেন্ট ঃ ১০-১৯ বছর ।
শিশু কাল থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার বয়োসন্ধিকাল মানসিক, যৌন ও প্রজনন পরিপক্কতা লাভ করে ।

সৌজন্যেঃ ডাঃ ফারহাত লামিসা কবীর

শিশুর মা / বাবা

ঘটনা ঃ বদমেজাজী মা

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৪ বৎসর) একটু চড়-থাপ্পড় দিলেই জ্বর আসে ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ বৎসর) দুধ ডিম খায় না, দুধ ডিম না খেলে আপনারা ইনজেকশন দেন না?
ডাক্তার ঃ না, আমরা ইনজেকশন দেই না । কোন কিছু না খেলেও দেইনা ।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৪ বছর ৩ মাস) মারলে বলে আমি কি রাস্তার বখাটে ছেলে, তুমি আমাকে মারছ কেন?

▶ মা ঃ আমার বাবু (২১ মাস) খুব বমি করে, ওতো প্রচুর মার খায় ।
ডাক্তার ঃ বাংলাদেশে থাকার জন্য এখন পর্যন্ত ফ্রি আছেন, উন্নত দেশে থাকলেতো জেলে থাকতেন ।

▶ মা ঃ বাবুর (৫ বৎসর) দুষ্টামির কোন ঔষধ আছে?
ডাক্তার ঃ আছে, আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে, ওর বড় হওয়া পর্যন্ত ।
মা ঃ আমি খুব মারি, খুব বিরক্ত করে ।
নানা ঃ তুমি (মাকে) খুব দুষ্ট ছিলা, আমাকে নামাজে দাঁড়াতে দেও নাই, তোমাকে আমি মারি নাই ।

▶ বাবা ঃ বাচ্চাকে (৪ বৎসর) মা খুব বকা দেয় আর মাইর ধর করে ।
মা ঃ (বাবাকে) তুমিতো আমার বিচার করতে ডাক্তারের চেম্বারে আস নাই । বাবুর চিকিৎসার জন্য এসেছ ! আপনি বাবুকে প্যাড ও কলম দিয়েছিলেন, আমি ওগুলো রেখে দিয়েছি, বড় হলে দিব ।

▶ ডাক্তার ঃ তোমাকে (৪ বছর) কে বেশী আদর করে ?
বাবু ঃ বাবা ।
ডাক্তার ঃ তোমাকে কে বেশী মারে?
বাবু ঃ মামনি !

ঘটনা ঃ বদমেজাজী বাবা

▶ মা ঃ বাবু (৪ বছর) খুব দুষ্টামি করে, শুধু বাবাকে ভয় পায়। বাবা খুব মারে। এমন মার মারে বাঁচবে কি মরবে বলা যায় না। বাবা দুষ্টামি সহ্যই করতে পারে না।

▶ বাবা ঃ বাবুর (৪ বৎসর) বাম কানে ব্যথা। আমি (বাবা) অবশ্য কালকে জোরে টান দিয়েছিলাম, ও বেশী দুষ্টামি করে।

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর ৪ মাস) আমাকে একটু ভয় পায়, সামনে থাকলে খায়।

ডাক্তার ঃ আপনি বাঘ না ভাল্লুক, ভয় পাবে কেন?

চেম্বারে ব্যবসায়ী বাবা তার বাবুকে (১ বছর ৯ মাস) গালে চড় দেয়

▶ ডাক্তার ঃ আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম হবার জন্য কারণ আপনিই প্রথম যিনি বাবুকে আমার চেম্বারে, আমার সামনে চড় দিলেন ! বাচ্চাদের বকা-ঝকা ও মারধর করলে ভবিষ্যতে nostalgic হবে না। বুড়ো হলে আপনাকে প্রবীণ নিবাসে থাকতে হবে, পরে বলবেন তোকে এত কষ্ট করে মানুষ করলাম এখন আমাদেরকে দেখিস না!

ঘটনা ঃ বদমেজাজী মা-বাবা

▶ মা ঃ আমরা (স্বামী-স্ত্রী) বাসায় ঝগড়া করছিলাম। পরে আমার বাবুর (৪ বছর) ডায়রিয়া হয়। ভয় পাওয়ার পরে কি ডায়রিয়া হতে পারে?

▶ বাবা ঃ আমাদের বাবু (২ বছর) খাবার বেশী খায় না, মাইর বেশী খায়, খাবারের শুরুতেই মাইর শুরু হয়।

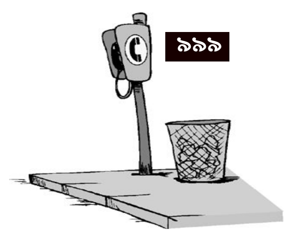

আমাদের এই বাংলাদেশে মা-বাবারা মোটামুটি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে আছেন। সন্তানদের খুব গালমন্দ, মারধর করা সত্ত্বেও কোন ঝুট ঝামেলা পোহাতে হয় না, পক্ষান্তরে উন্নত বিশ্বে (যথা আমেরিকা) সব শিশুরা একটি টেলিফোন নম্বর ঃ ৯৯৯ মনে রাখে এবং মা-বাবা কোন প্রকার গাল-মন্দ করলে উক্ত নম্বরে ফোন করে পুলিশের সহায়তা চাইতে পারে এবং মা-বাবাদের জেলের ভাত খাওয়ানোর সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।

ঘটনা ঃ প্রত্যাশী বাবা-মা

▶ বাবা ঃ আমার মেয়ে (৯ বৎসর) VQ স্কুলে এ পড়ে, ক্লাস টু তে, সিস্টেম লস হয়েছে তো তাই !

▶ বাবা ঃ আমার মেয়ের বয়স ৭ বছর ৬ মাস

ডাক্তার ঃ কোন ক্লাস এ পড়ে?

বাবা ঃ কোচিং করাচ্ছি ।

ডাক্তার ঃ VQ স্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করাবেন?

বাবা ঃ জ্বি স্যার, ২ বৎসর যাবৎ কোচিং করাচ্ছি ।

▶ বাবা ঃ কোচিং করাব, VQ স্কুলে ভর্তি করাবো ।

ডাক্তার ঃ ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়ে কি করবেন?

বাবা ঃ সবাইতো VQ স্কুলে এ পড়াতে চায় ।

ডাক্তার ঃ আমি ডাক্তারদের বলি
সমবয়সী হলে VQ স্কুল এর মেয়েদের বিয়ে না করার জন্য ।
ওরাতো তোমাদের আপু, সহপাঠী মেয়েরা ২/৩ বছর বড় হয় ।
ওরা ৮/৯ বৎসর বয়সে সিস্টেম লস দিয়ে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ।

▶ বাবা ঃ আমার ছেলে (১২ বৎসর) ক্যাডেট মাদ্রাসায় পড়ে । কোরআন শরীফ মুখস্থ করার জন্য বাবা চাপ দিচ্ছে । বাংলা, ইংরেজী সবই চলছে ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর ৮ বৎসর বয়স, ক্লাস ওয়ান এ পড়ে, সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ক্লাশ শুরু হয়, সকাল ৬ টা থেকে প্রস্তুতি চলে, ভোর ৪টার সময় উঠে বসে থাকে, স্কুলে যাওয়ার জন্য ।

মা ঃ বাবার শখ মেয়েকে ঘুম থেকে টেনে তুলবে - শখ পূরণ হয় না । বাবা ঘুম থেকে উঠে সকাল ৬ টায় ।

▶ ডাক্তার ঃ বাবুর বয়স কত ?
মা ঃ ৮ বছর!
মেয়ে ঃ না, ৯ বছর !
ডাক্তার ঃ (বাবুকে) কোন ক্লাসে পড় ?
মা ঃ ক্লাস টু'তে পড়ে ।
ডাক্তার ঃ ওকি VQ স্কুলে পড়ে ?
মা ঃ আপনি জানলেন কিভাবে?
ডাক্তার ঃ ওকে একদিন স্কুলে ঢুকতে দেখেছি !

শিশুকে বছর নষ্ট করে বিশেষ স্কুলের পড়াতে হবে এরকম মানসিকতার কোন মূল্য নেই । আমাদের মেয়ে VQ স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ পায় নাই । আমরা তাকে English Medium পড়িয়েছি । সে O লেভেল এবং A লেভেলে A^+ পেয়ে পরবর্তীতে ডাক্তার হয়েছে ।

▶ বাবা ঃ স্যার, আমার মেয়ের (৪ বছর) জন্য দোয়া করবেন, জীবনে যেন বড় কিছু হতে পারে ।
ডাক্তার ঃ (মেয়েকে) মন্ত্রী হতে চাও ?
বাবা ঃ না স্যার, ওগুলো চাই না, আপনাদের মত ডাক্তার হতে পারলেই চলবে!

ঘটনা ঃ চিন্তিত মা

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (২০ দিন) মাথা বাঁকা নাকি? মেয়ে মানুষ বিয়ে দিতে হবে তো !
ডাক্তার ঃ বিয়েতো দিবেন বিশ বছর পর এখন থেকে চিন্তা করলে তো বিয়ের আগে আপনি পাগল হয়ে যাবেন । পাগলের মেয়ে তো কেউ বিয়ে করবে না !

ঘটনা ঃ সংবেদনশীল মা

▶ বাবা ঃ মা শুধু কান্না করে বাবুর (২৯ দিন) জন্য

ডাক্তার ঃ (বাবাকে) মাকে কানতে দিবেন, যত চায় বাধা দিবেন না, কেঁদেই উনি সুখ পান, বাচ্চাতো ভালই আছে মনে হয় ।

ঘটনা ঃ নিজের হাঁসকে রাজহাঁস মনে করা

▶ মা ঃ আমার বাবু (৭ বছর দেখতে বেশ শ্যামলা) দিন দিন শুকাইয়া যাচ্ছে এবং কালো হইয়া যাচ্ছে । রাজপুত্রের মত সুন্দর ছিল ।
(মা-বাবা দু'জনেই বেশ শ্যামলা)

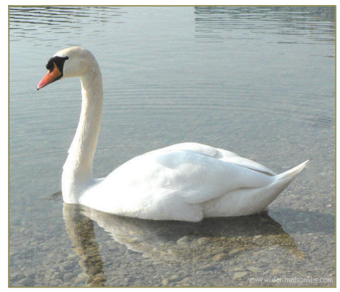

▶ মা ঃ সবাই বলে বাবু (২ বছর ২ মাস) কালো হয়ে যাচ্ছে ।
(মা / বাবা কিন্তু বেশ কালো)

ঘটনা ঃ কঠোর মা

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ২ মাস) আমাকে খুব ভয় পায় , আমি এক সিস্টেম করেছি । টাইমলি খাওয়াই, গোসল করাই, ঘুম পাড়াই, টয়লেট করাই ।
আমাকে কোন বিরক্ত করে না !

চেম্বারে মেয়ে বাচ্চা (২ বছর) মাকে ধরার জন্য খুব কান্না-কাটি করছে

▶ মা ঃ (বাবুকে) কান্না করে কোন লাভ নেই, তুমি যেমন, আমিও তেমন ।

ঘটনা ঃ ছেলে প্রত্যাশী মা

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ মাস) বারে বারে শ্বাস কষ্ট হয় (Infantile wheeze)। দুই মেয়ের পর এই ছেলে হয়েছে, সবাই খুব খুশি, কিন্তু এ অসুখের জন্য সবারই মন খারাপ, আমাদের বংশের বাতি!

ডাক্তার ঃ মেয়েরা বংশের বাতি না ?

মা ঃ ওরাতো অন্য ঘরে চলে যায়।

ডাক্তার ঃ আপনার বাতিও বড় হয়ে ঘর অন্ধকার করে বউ নিয়ে চলে যাবে !

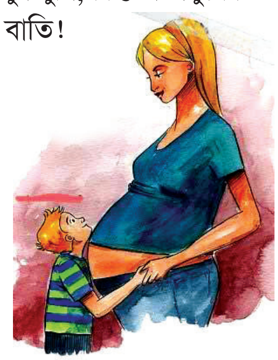

▶ মা ঃ দুই মেয়ের পরে এক ছেলে তাই ভয় লাগতাছে।

▶ মা ঃ আমার ১১ মাসের শিশু, দুই বৎসর ট্রাই (try) করে হয়েছে তাই খুব নার্ভাস থাকি!

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (২০ দিন) ওর বাবা তাড়াতাড়ি দেখতে বলেছে, দুই মেয়ের পর ছেলে হয়েছে।

ডাক্তার ঃ বাবা কোথায় থাকে ?

মা ঃ বাবা কুয়েতে থাকে।

- *প্রতিটি সন্তানই পিতা-মাতার কাছে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে ছেলে সন্তানের গুরুত্ব বেশী হলেও মেয়ে সন্তান সুশিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে ছেলে সন্তানের চেয়ে কোন অংশেই কম হয় না - ডাঃ নাজনীন কবীরই তার প্রমাণ যিনি তার চার ভাই-বোনকে ঢাকা শহরে বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে পিতৃতুল্য কাজ করেছেন।*
- *মেয়েদের তুলনায় ছেলে শিশুরা বেশী অসুস্থ হয়। এটা জ্বিনগত ভাবেই হয়ে থাকে। ছেলেদের শারীরিক এবং মেয়েদের মানসিক সমস্যা বেশী।*

ঘটনা ঃ অসচেতন বাবা

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ৫ মাস) কম বুঝেতো (hypothyroid) তাই আমার চিন্তা ওকে মাদ্রাসায় পড়াবো।

ডাক্তার ঃ কম বুঝে মনে করে মাদ্রাসায় পড়ানো ঠিক না। তাহলে কুরআনে হাফেজ হবে কিভাবে? ওর আরো ভাল চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

ঘটনা ঃ দুর্বল শিক্ষিত বাবা

বাচ্চার জন্মদিন ৭ এপ্রিল 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'-এ বাবুকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে এসেছে।

▶ ডাক্তার ঃ (বাবাকে) আপনি কি করেন ?
বাবা ঃ আমি হাই স্কুল এর শিক্ষক।
ডাক্তার ঃ আজ কি দিবস ?
বাবা ঃ (বাবা কোন কথা না বলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে)
মা ঃ ডাক্তার সাহেব, আজ "মহান স্বাস্থ্য দিবস" !

ঘটনা ঃ শিক্ষিত বাবুর বাবা

৫ মাস বয়সের সময় এ বাচ্চার কথা বলা প্রসঙ্গে ডাক্তার বাবুকে 'অশিক্ষিত' বলেছিলেন

▶ বাবা (হাসতে হাসতে) ঃ আমার বাবুকে (২ বৎসর ৫ মাস) আগে 'অশিক্ষিত' বলেছিলেন। এখন শিক্ষিত হয়েছে ! "Twinkle Twinkle little star, How I wonder what you are!" বলতে পারে !

ঘটনা ঃ নিয়ম না মানা বাবা

▶ বাবা ঃ সিরিয়াল ছাড়া এসেছি, আর যেন আসতে না হয়
ডাক্তার ঃ সিরিয়াল তো আমার হাতে না।

▶ ডাক্তার ঃ বাবুর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, এই নিন advice।
বাবা ঃ স্যার এই বাবুর বয়স মাত্র ৬ মাস, রক্ত টানতে পারবে, কে টানবে?
ডাক্তার ঃ যাকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে সেই টানবে, আমি আপনি না ।
মা ঃ (বাবাকে) যেমন প্রশ্ন তেমন উত্তর !

ঘটনা ঃ কৃপণ বাবা

▶ বাবা ঃ আপনার ভিজিট কত ?
ডাক্তার ঃ পাঁচশত টাকা ।
বাবা ঃ আপনার মত ডাক্তারের এত কম ভিজিট ! (ভিজিট দেওয়ার সময়) আপনাকে তিনশত টাকা দিলে হয় না ?

কিছু কিছু বাবাদের আরো উদার হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকের প্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঘটনা ঃ কথা না রাখা বাবা

▶ মেয়ে (৪ বছর) ঃ এটা (একটা খেলনা) নিয়ে যাই?
বাবা ঃ না, তোমাকে কিনে দিব।
মেয়ে ঃ (বাবাকে) তুমিতো শুধু বলো, কিনে তো কখনোই দাওনা!

ঘটনা ঃ সংবেদনশীল বাবা

▶ বাবা ঃ আমার মেয়ে (৩ বৎসর) আমাকে (অফিস থেকে আসার পর) বলেছেঃ 'বাবা তুমি কি কোথাও যাবা ? আমাকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওনা !'
বাবা ঃ (ডাক্তারকে) কোন বাবা কি বসে থাকতে পারে, ডাক্তার সাহেব ?

ঘটনা ঃ ব্যস্ত বাবা

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৭ মাস) হাম্বার (গরুর) দুধ খায় না। বাবাটা খচ্চর, ব্যাবসা ছাড়া কিছুই বুঝেনা, কোথায়ও যায় না, খালি আমারে পাঠায়। (বাবুর চিকিৎসা করার জন্য, কোথাও দাওয়াত খাওয়ার জন্য)।

▶ বাবা ঃ আমি .... গ্রুপের MD, আমি সময় পাই না, বাচ্চাদের কোন খবরই রাখতে পারি না!

ঘটনা ঃ প্রভাবশালী বাবা

▶ বাবা ঃ তুমি চুপ কর (মাকে), তুমি চুপ কর (মেয়েকে, ৬ বৎসর ৪ মাস)

ডাক্তার ঃ সবাই চুপ করলে আমি কথা শুনবো কি করে ? আমি তো সবার কথা শুনতে চাই !

▶ বাবা ঃ (মাকে) এত কথা বলিও না, এত কথা বল কেন?

কিছু কিছু বাবা নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করেন, অন্য কারো মতামতের গুরুত্ব দিতে চান না - এটা একেবারেই অনুচিত। সবাইকে সাথে নিয়ে চলা উচিত, কাউকে দমন করে নয়।

ঘটনা ঃ চিকিৎসায় অনিচ্ছুক বাবা

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর ৬ মাস) থুতনির নিচে ফুলা ।

ডাক্তার ঃ তেমন কিছু না, গ্লান্ড ফোলাতেই এমন হয়েছে (Sub mental lymph adenopathy), আস্তে আস্তে কমে যাবে ।

বাবা ঃ (মাকে) আমিতে আগেই বলেছিলাম কিছু না ।

মা ঃ ওরতো হার্নিয়া হয়েছিল, তখনও বলেছিলা কিছুই হয় নাই, পরেতো অপারেশন লাগছিল!

▶ মা ঃ বাবুকে (৪ বছর) কুকুর কামড় দিয়েছে এবং ওকে জলাতংকের টিকা দিয়েছি, বাবুর খুব জ্বর, কিছুই খায় না ।

ডাক্তার ঃ (শারীরিক পরীক্ষা করে) বাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে ।

বাবা ঃ না, ডাক্তার সাহেব আপনি ঔষধ দিয়ে দেন, আমি বাসায় নিয়ে চিকিৎসা করাব ।

মা ঃ ডাক্তার, আপনি ভর্তি করেন, বাসায় গিয়ে আমি কি করব ? (বাবাকে) তোমারে আমি ভাত রাইন্দা খাওয়ামু ?

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৬ বছর ৩ মাস) কানে কম শুনে ।

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করে দেখা গেল বাবুর Tonsilloadenitis with OSAS with bilateral otitis media with effusion) । আগে বাবুকে কেন নিয়ে আসেন নাই?

মা ঃ লেখা পড়া নষ্ট হবে তাই ডাক্তারের কাছে বাবা নিয়ে আসে নাই ।

ডাক্তার ঃ জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কোন খবর নাই !

শিশুর কোন সমস্যা হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন ।

ঘটনা ঃ লাজুক স্বামী

▶ স্ত্রী ঃ আমার বাবুর (পালক বাবু, ২ বছর) ঘন ঘন জ্বর হয়। আমাদের বিয়ে হয়েছে ১০ বছর, কোন বাচ্চা হয় নাই। ডাক্তার বলেছে আমার স্বামীর সিমেন (শুক্র) পরীক্ষার প্রয়োজন। কিভাবে পরীক্ষা করাবো? আমার স্বামীর খুব লজ্জা, ওতো আমার সামনেই .... চায় না!

লজ্জা নারীর ভূষণ
পুরুষের জন্য তো নয় শোভন!

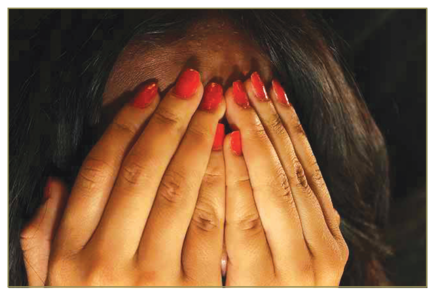

বেশীরভাগ মা-বাবারাই এই ধারণা পোষণ করেন যে, তারা তাদের সন্তানদের যথেষ্ট আদর, যত্ন ও ভালবাসায় ভরে রেখেছেন এবং ফলশ্রুতিতে সন্তানরা দিন দিন বড় হচ্ছে। মা-বাবাদের আদর ভালবাসা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সন্তানেরা নিজে থেকেই ভালবাসা অনুধাবন করবে এবং অকপটে স্বীকার করবে। তাহলেই সন্তানদের সর্বোৎকৃষ্ট বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত হবে।

বাবাদের বিদেশী ভাষা

ঘটনা ঃ বাবাদের ইংরেজী বলা

▶ বাবা ঃ বাচ্চার টিকা দেয়া শেষ । এখন ভেক্সিন দেয়া হচ্ছে ।

বাবা টিকা বলতে ৯টি সরকার কর্তৃক বিনা পয়সায় দেয়া টিকা (যক্ষ্মা, জন্ডিস, নিউমোনিয়া, রুবেলা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, পোলিও ও হাম) বুঝিয়েছেন । এবং ভেক্সিন বলতে ডায়রিয়া, টাইফয়েড, মামস্, নিউমোনিয়া, জন্ডিস, রুবেলা, জলবসন্ত যা বেশী পয়সা দিয়ে কিনে দিতে হয়, আসলে সবই টিকা বা ভেক্সিন (Vaccine) ।

▶ বাবা ঃ আমার ছেলে (৭ মাস) ফোঁটা ফোঁটা পেশাব করে, ওর প্রস্রাবে কোন স্পিরিট (speed) নাই ।

শিশু ফোঁটা প্রস্রাব করলে প্রস্রাবতন্ত্রে জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা জানার জন্য শিশু বিশেষজ্ঞকে দেখানো প্রয়োজন ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবু খুব অসুস্থ ছিল, তাই ইনসেপ্ট কেয়ার (intensive care unit) এ রাখতে হয়েছিল ।

শিশুর অসুখ মারাত্মক হলে এবং জীবন বিপন্ন হলে নিবিড় পরিচর্যা (ICU) কেন্দ্রে রাখার প্রয়োজন হতে পারে । যেখানে ২৪ ঘন্টা তার অবস্থা পর্যালোচনা করা যায় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়া হয় । এটি একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি ।

▶ ডাক্তার ঃ (বাবাকে) আপনার শিশুর হার্টে জন্মগত ত্রুটি আছে, বিশেষজ্ঞ দেখানো প্রয়োজন, ইকোকার্ডিওগ্রাফী করাতে হবে ।

বাবা ঃ পরীক্ষাটি পিজিতে (বর্তমানে বিএসএমএমইউ) করাই স্যার ? এতে আমার সেক্রিফাইস (কম খরচ) হতো ।

▶ ডাক্তার ঃ আপনার শিশুর (৫ বৎসর) টাইফয়েড হয়েছে । অন্য সব রিপোর্ট ভাল, এই ঔষধ খাওয়ান, এবার আসতে পারেন ।

বাবা ঃ স্যার, তাহলে আর তো কোন অবজেকশন (অসুবিধা) নাই ?

▶ বাবা ঃ আমার বাবু ভাত খাওয়া এপ্রিশিয়েট (পছন্দ) করে ।

▶ বাবা ঃ আপনার একটা নেম প্লেট (ভিজিটিং কার্ড) কি নিতে পারি ?

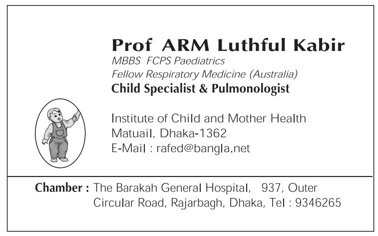
Prof ARM Luthful Kabir
MBBS FCPS Paediatrics
Fellow Respiratory Medicine (Australia)
Child Specialist & Pulmonologist

Institute of Child and Mother Health
Matuail, Dhaka-1362
E-Mail : rafed@bangla.net

Chamber : The Barakah General Hospital, 937, Outer Circular Road, Rajarbagh, Dhaka, Tel : 9346265

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৮ মাস) ওয়েটটা (ওজন) বয়সের সাথে মেজারেবল (সামঞ্জস্য) আছে ?

▶ বাবা ঃ আমার বাচ্চা খুব সিরিয়াল (serious) একটু তাড়াতাড়ি দেখে দেবেন কি ?

▶ বাবা ঃ বাবুর (৬ বৎসর) হুকুমার (hookworm) হয়েছে, সব সময় পাছায় আঙ্গুল দেয় ।

শিশুটি আসলে সুতাকৃমিতে আক্রান্ত, হুকওয়ার্ম নয় । শিশুদের সুতাকৃমি হলে তা মলদ্বারে নেমে আসে এবং শিশুরা বিরক্ত হয়ে বারে বারে ঐ স্থানে আঙ্গুল দেয় । সুতাকৃমি শিশুদের একটি সাধারণ কৃমি রোগ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে (খাবার আগে এবং মল ত্যাগের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া) কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হবার প্রবণতা কমে যায় ।

▶ বাবা ঃ আমার বাচ্চার খুব কাশি, সাকশেসন (suction) করাতে হবে ।

▶ বাবা ঃ আমার বাচ্চার খুব জ্বর, সাবসিডিয়ারি (suppository) দিয়েছিলাম, তাও জ্বর কমে নাই ।

▶ বাবা ঃ আমার বাচ্চার (১০ বৎসর) খুব জ্বর হয়েছে, রাতে সেবটেজ (suppository) দিয়েছি এবং নাপা (প্যারাসিটামাল) সিরাপ ও খাইয়েছি ।

▶ বাবা ঃ আমার বাচ্চার কেসিস (case) খুব খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে ।

▶ বাবা ঃ আমার বাচ্চার টন্সে (tonsil) অসুখ হয়েছে ।

▶ বাবা ঃ বাচ্চার (২ মাস) বুকের এক্স-রে রিপোর্ট দেখে বলে পিনিউমোনিয়া (pneumonia) হয়েছে

▶ বাবা ঃ দেশে গিয়ে বাবুর (১৭ মাস) নালমনি (pneumonia) রোগ হয়েছিল ।

▶ ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর কি সমস্যা ?
বাবা ঃ আমার বাবু আর্টিসটিক (autistic) শিশু ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুকে (১২ দিন বয়স) বিসিএস (BCG, যক্ষ্মার টিকা) টিকা দেয়া হয় নাই এখনও !

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৭ মাস) গ্রোন আপ (growth) টা ঠিক আছে তো ?

▶ বাবা ঃ নাক বন্ধ থাকে, নাকে নেলসন (norsol, normal saline) দেই ।

▶ বাবা ঃ সেপ্রোনিল ঔষধটা আপনার হাসপাতলের ফার্মেসীতে পেন্ডিং (সাপ্লাই নাই) হয়ে যাচ্ছে ।

▶ বাবা ঃ ডাক্তার সাহেব, বাবুর শারীরিক সিচুয়েশন (condition) টা ওর মায়ের কাছ থেকে শোনেন ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৭ বৎসর) সব সময় জ্বর থাকে, ওর মা এডুকেশন (educated) পার্সন তো, ওর কাছে থাকে, ভাল বুঝতে পারে ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) মাথায় ব্রেইন (খিঁচুনি) উঠে ।

▶ ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর পেট ব্যথা না কমলে প্রস্রাব পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেখাবেন ।
বাবা ঃ আপনি কি রেফারেন্স (advice) লিখে দিয়েছেন?

▶ বাবা ঃ গরীব মানুষ, বাড়ি থেকে টাকা মাইনাস (manage) করে চিকিৎসা করাতে হবে ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (১০ বৎসর) ক্লাস থেকে ডাটা কালেকশন করে (খবর নিয়ে) জেনেছে নাকে নল দিয়ে পরীক্ষা করতে হতে পারে ।

▶ বাবা ঃ বাবু হাঁপানির রোগী, ইনকিলাব (Inhaler) use করেছে । কাজ হয় নাই ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১০ বছর) খায় না, জ্বর আসে, রুচি নাই কিন্তু খেলে । বাবা বলেছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর চেকিং (পরীক্ষা) করতে । বাবা ১৮ বছর যাবৎ বিদেশে থাকে ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৩২ দিন) পাতলা পায়খানা হচ্ছে, কিন্তু ডায়রিয়া হয় নাই ।

▶ বাবা ঃ বাবুর (১৫ দিন) সব কিছু ঠিক আছে তো, কোন inconsistency (abnormality) নাই তো !

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (১ বছর) জ্বর ও সাদা হয়ে গিয়েছে, malignant (বেশী) anemia হয়ে গেছে নাকি ?

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৪ বছর) radoactive (reactive) airway disease হয়েছে ।

▶ বাবা ঃ আপনাকে আমার বাবুকে (১৭ মাস) opening (শুরু) থেকে দেখাচ্ছি ।

▶ বাবা ঃ X-ray তে বাবুর হাতে কোন fraction (fracture) ছিল না ।

ইংরেজী ভাষার সঠিক প্রয়োগ না হলে
অর্থের তারতম্য হতে পারে ।

মায়েদের বিদেশী ভাষা

ঘটনা ঃ মায়েদের ইংরেজী বলা

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৫ দিন) অল্প ওজন ও জন্ডিসের জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিল। অল্প ওজনের জন্য ইনকিউবারে (incubator) ছিল ৭ দিন এবং জন্ডিসের জন্য লাইট পোস্ট (phototherapy) এর নিচে ছিল ৬ দিন।

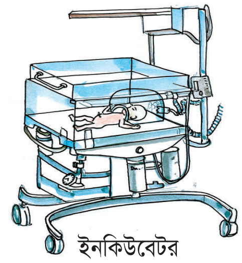

ইনকিউবেটর

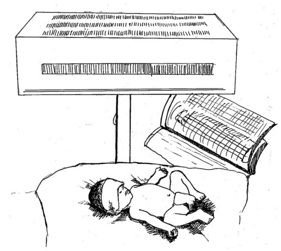

ফটোথেরাপী

- *বেশী স্বল্প ওজনের শিশুদের (১৫০০ গ্রামের নিচে) শরীর গরম রাখার জন্য, পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও বাতাসের আদ্রতা বজায় রাখার জন্য একটি বাক্সে রাখা হয় যার নাম ইনকিউবেটর।*
- *নবজাতকের জন্ডিসের মাত্রা কমানোর জন্য লাইটের নিচে (ফটোথেরাপী) রাখা হয় যাতে করে এই জন্ডিস পরিবর্তীত হয়ে প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায় নতুবা তা মাথায় উঠে শিশুর ব্রেইনের ক্ষতি করে।*

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বৎসর ৯ মাস) গ্রোথ (বৃদ্ধি) বাড়ছেনা (ওজন ১৩ কেজি লম্বা ৯৩ সে.মি.), ওর বয়সের সবাই ওকে এভয়েড (ছাড়িয়ে) করে চলে গেছে !

▶ মা ঃ বাচ্চার অনেক জ্বর তাই পায়খানার রাস্তায় সাবসিডি (suppository) দিয়েছি।

▶ মা ঃ বাচ্চার টনস্ (tonsil) আছে নাকি ?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) নাকে পলিপাস (পলিপ) হয়েছে ।

▶ মা ঃ ৪ মাস বয়স হয়েছে কিছুই বুঝতাছিনা, ওর হাই-ওয়ে (height weight) ঠিক আছে ডাক্তার সাহেব ?

▶ মা ঃ বাচ্চার (২ বৎসর ৫ মাস) অনেক ঠান্ডা লাগছে, বুকে খুব কনজেস্ট (congestion), আগেও ৩ বার হয়েছে । স্যার, ২টা mistake (missed abortion) হবার পর এই বাচ্চা হয়েছে ।

▶ মা ঃ বাচ্চাকে (২ বৎসর) খিচুড়ি গেংগ্রিন (grinding) করে খাওয়াই ।

▶ মা ঃ বাচ্চার (৪ বছর) খুবই স্ট্রেঞ্জ (strength), কঠিন দুষ্টামি করে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৫ মাস ১৫ দিন) তালমিস্রির পানি দিয়েছিলাম ওতো carry (সহ্য) করতে পারছে । কোন সমস্যা হয় নাই ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বছর ৪ মাস) ডায়রিয়া হয়েছে, ওকে রাইজিং (Rice) স্যালাইন খাওয়াই ।

ফিডারে দুধ খাওয়ানো অবস্থায় চেম্বারে প্রবেশ

▶ মা ঃ বাবুর (৪ বছর) ডায়রিয়া হয়েছে ৩ দিন যাবৎ ।

ডাক্তার ঃ বাবুকে বোতলে দুধ খাওয়ানো ঠিক না, এতে ডায়রিয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ।

মা ঃ আমিতো ফিডারে (বোতলে) দুধ খাওয়াই, বোতলে খাওয়াই না ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বছর) মাউস (মামস্) হয়েছে গালের দুই দিকেই ।

▶ মা ঃ জন্মের পর আমার বাবুর (২ দিন) এক্সপ্রেস (aspiration) নিউমোনিয়া হয়েছিল ।

▶ মা ঃ বাবুকে (১ বছর) প্রতিবারে ৬ মিলিয়ন করে ঔষধ খাওয়াই ।

বাবা ঃ (মাকে ঠেস দিয়ে) ..... স্যার, ৬ মিলি করে খাওয়াই!

▶ মা ঃ বাবুকে (৭ বছর) কোন ফল খাওয়াই না, ফলে যে ফরমালিটি (ফরমালিন) থাকে !

শিশুর বৈশিষ্ট্য

ঘটনা ঃ চঞ্চল শিশু

▶ মা ঃ বাচ্চা ভীষণ দুষ্টামি করে, ছোটা ছুটি করে, লাফা-লাফি করে এবং টিভির উপর উঠে বসে থাকে। ডাক্তার সাহেব, দুষ্টামির কি কোন ঔষধ আছে ?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ, চিকিৎসা আছে, আপনার সহ্য শক্তি বাড়াতে হবে।

▶ মা ঃ বাবু (৫ বৎসর) ঘুম ছাড়া চুপ থাকে না।

▶ মা ঃ বাবু (৭ বৎসর) পড়ার কথা বললে বাথরুমে গিয়ে বসে থাকে।

ডাক্তার ঃ বাথরুমে লাইব্রেরী করেন!

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর) বাথরুমের কমোডে ২টা মোবাইল ভিজাইয়া ঢাইকা রাখে ২/৩ দিন, আর খুব দুষ্টামি করে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ বছর) খুব দুষ্টামি করে, খায় না, পড়াশোনা করতে চায় না।

ডাক্তার ঃ তুমি (বাবুকে) ৩টা জিনিস বেশী করে করবা, (১) বেশী দুষ্টামি, (২) বেশী খাওয়া আর ৩) বেশী পড়াশোনা।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১১ বছর) অনেক ডানপিটে ছেলে।

ডাক্তার ঃ ডানপিটেতো বুঝলাম, বামপিটে কি ?

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (১৩ মাস) খুব দুষ্টু। ওতো ম্যাডামের (ডাঃ নাজনীন) হাতে হয়েছে। দোয়া করবেন ও যেন ম্যাডামের মত শান্ত হয়।

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (৪ বছর) কোমরে ব্যথা হয়। ও খুব কোমর দুলিয়ে নাচে।

বাবু ঃ (মাকে দেখিয়ে) ও বাজে কথা বলে!

▶ মা ঃ বাবু (১১ বৎসর) ভীষণ দুষ্টামি করে, পা কাটছে, হাত কাটছে, বাংলাদেশে কোন খেলা নাই যা খেলে নাই। মার্বেল, তাস, ডাংগুটি, ক্রিকেট, ফুটবল সবই।

ডাক্তার ঃ টেবিল টেনিস, দাবা খেলেছে?

মা ঃ না ওগুলো খেলে নাই।

▶ মা ঃ বাবু (৬ বৎসর) এত দুষ্ট যে দুই পা একত্রে রাখে না।

▶ মা ঃ বাবু (৪ বৎসর) মাত্রা ছাড়া দুষ্টামি করে।

▶ মা ঃ বাবু (৫ বৎসর ৭ মাস) খায় না, স্বাস্থ্য ভাল নাই।

ডাক্তার ঃ দুষ্টামি করে?

মা ঃ পুরো ফ্যামিলি মনে করে ওর শুধু একটা লেজ নাই!

▶ মা ঃ বাবু (৩ বৎসর) খুব দুষ্টামি করে, ঘুমালে শুধু শান্তি। ওর পিছনে ২টা লোক continue রাখতে হয়। Uncle (ডাক্তার) মারবে দুষ্টামি করলে! একটা ইনজেকশন দিয়ে দেন, খুব দুষ্টামি করে।

ডাক্তার ঃ আমরা injection দেইনা, তুমি দুষ্টামি করে যাও। এই নাও উপহার (১টি কলম ও প্যাড)।

মা ঃ স্যার, আপনি তো সর্বনাশ করলেন।

ডাক্তার ঃ আপনার সর্বনাশ আর বাবুর উপযুক্ত প্রাপ্য !

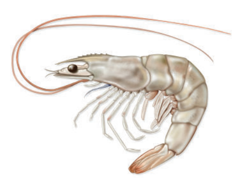

▶ মা ঃ বাবু (৪ বছর) চিংড়ি মাছের মত লাফায় সারা দিন।

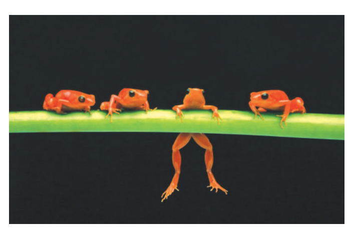

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৪ মাস) ব্যাঙের মত লাফায়, বড় সমস্যা হল ওতো কিছুই খায় না।

▶ মা ঃ বাবুর (৪ বছর) সব সময় জ্বর থাকে, হাত পা চাবায়, কামড়ায়, বেশী দুষ্টামি করে, খালি ডিসিম ডিসিম করে ।

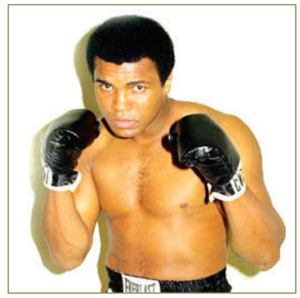

▶ মা ঃ বাবু (২৫ মাস) খুবই দুষ্ট ।

ডাক্তার ঃ বাবাও দুষ্ট ছিল ছোটকালে ।

বাবা ঃ স্যার, আমি ইউনিয়ন এর মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু ছিলাম!

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বৎসর ১০ মাস) খাবার প্রতি অনিহা

ডাক্তার ঃ কিসের প্রতি আগ্রহ?

মা ঃ খেলা আর দুষ্টামি ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) ভীষণ দুষ্টামি করে, দুষ্টামির কি কোন ঔষধ আছে ?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ, আছে আপনাকে মেডিটেশন করে ধৈর্য বাড়াতে হবে, আপনারই চিকিৎসা প্রয়োজন ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৭ বছর) পড়াশোনা করে না, খালি দুষ্টামি করে ।

ডাক্তার ঃ সবাই কি আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে? সাকিব হবে কে? ক্রিকেট খেলবে কে ? টাকা কামাবে কে ? পয়সাতো ক্রিকেটে !

খেলাধুলা ও চঞ্চলতা শিশুদের স্বাভাবিক আচরণ, এতে দোষের কিছু নেই । খেলাধুলা করলে শিশুরা সামাজিক ও প্রাণবন্ত হয়, অন্যথায় তারা আত্মকেন্দ্রিক ও চুপচাপ স্বভাবের হয় । শিশুরা খেলাধূলার সুযোগ না পেলে তারা হতাশায় ভোগে, অনেক সময় অনুযোগ করে যে তার কিছুই ভাল লাগে না!

ঘটনা ঃ স্বপ্নদর্শী শিশু

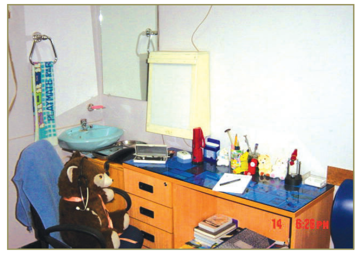

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) বলে, আমার ডাক্তারের মত ডাক্তার হব, কলম দিয়ে শুধু লিখব আর লিখব, অন্য কিছু করবো না!

▶ ডাক্তার ঃ (মেয়েকে, বয়স ৫ বৎসর) পড়াশোনা করবা ?

মেয়ে ঃ না।

ডাক্তার ঃ গান শিখবা ?

মেয়ে ঃ না।

ডাক্তার ঃ খেলাধুলা করবা ?

মেয়ে ঃ না।

ডাক্তার ঃ তাহলে, কি করবা ?

মেয়ে ঃ আমি আপনার মত ডাক্তার হবো!

▶ শিশু ঃ (৩ বৎসর)আমি কবীর স্যার হবো।

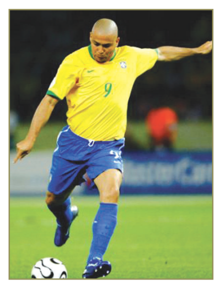

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বৎসর) টাকু হয়েছে রোনাল্ডো হতে চায়, তাই চুল ফেলে দিয়েছে!

▶ বাবু ঃ (৫ বৎসর ৪ মাস) আমি তাড়াতাড়ি বড় হতে চাই।

ডাক্তার ঃ তোমাকে সিনেমায় নামতে হবে, দোলনায় দুলতে দুলতে এক দিনেই বড় হয়ে যাবে!

শিশুদের যা ভাল লাগে এবং মনে রেখাপাত করে বড় হয়ে তাই হতে চায় এবং জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করতে স্বপ্নবিলাসী হয়।

ঘটনা ঃ মেজাজী শিশু

▶ মা ঃ বাচ্চা (৪ বছর) খুব মেজাজ করে ।
সব কিছু ফেলে দেয় ।
ডাক্তার ঃ বাবা/মা কার মেজাজ বেশী?
মা ঃ বাবার মেজাজ বেশী ।
ডাক্তার ঃ বাবার মত হয়েছে, বাবুর কোন দোষ নেই ।

▶ মা ঃ বাবু (৯ মাস) রাগে হাত মুঠ করে শক্ত হয়ে যায় ।
ডাক্তার ঃ মায়ের মত মেজাজ পেয়েছে (মাকে দেখে গুরু গম্ভীর মনে হওয়াতে) ।

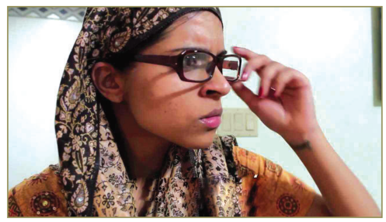

বাবা ঃ বাবুর (৩ বৎসর) খুব মেজাজ ।
ডাক্তার ঃ মায়ের মেজাজ কেমন ?
বাবা ঃ খুব বেশী, এই রকম মহিলা
দুনিয়াতে আর নাই!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর ২ মাস) মেজাজ খুব বেশী
ডাক্তার ঃ কার মত মেজাজ ?
বাবা ঃ মায়ের মত ।
মা ঃ আমাকেও ছাড়িয়ে গেছে !

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বৎসর) রাগ বেশী । কিছু করা যায় নাকি?
ডাক্তার ঃ মা বাবার মধ্যে কার রাগ বেশী? আপনাদেরটা কমাতে হবে ।
বাবা ঃ সব মহিলাদেরই মেজাজ বেশী !

▶ মা ঃ বাবুর (৮ বৎসর) মেজাজ খুব চড়া !
ডাক্তার ঃ কার মত, মা না বাবা?
মা ঃ কারো মত না, খুবই চড়া ।
দাদি ঃ ওর বাপ ছোটকালে এই
রকম ছিল- এইটা সত্য কথা ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৪ মাস) সাহস কম, জিদ বেশী!

শিশুরা অনুকরন প্রিয়, মা-বাবার যদি শান্ত স্বভাব হয় তাহলে তাদের ছেলে-মেয়েরা মেজাজী হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় ।

ঘটনা ঃ মাথা গরম শিশু

▶ মা ঃ ডাক্তার সাহেব আমার বাবুর (৮ মাস) মাথা এত গরম কেন?

ডাক্তার ঃ ও বাঙালি না ? বাঙালিদের মাথা এমনিতেই গরম থাকে (মায়ের হাসি ...)

মা ঃ বাবুর পেট বড়, হাত-পা চিকন এটা আবার কোন বাঙালি ?

ডাক্তার ঃ বাচ্চার বাবা কি কাজ করেন ?

মা ঃ পুলিশ বিভাগে কাজ করে ।

ডাক্তার ঃ তাহলে পেট বড় হওয়ার কারণ পাওয়া গেল ।

মা ঃ না, না, বাবুর বাবা ঘুষ খায় না!

▶ মা ঃ বাবুর (১ বৎসর) মাথাটা ঠান্ডার সময়ও গরম থাকে ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ৩ মাস) ফ্রিজ খুলে মাথা ঢুকিয়ে রাখে, মাথা গরম যে!

ডাক্তার ঃ তুমি (বাবুকে) বালিশ নিয়ে Fridge এ শুয়ে থাকবে ।

বাবু ঃ এ আল্লাহ, ডাক্তার আবার কি বলে!

▶ মা ঃ বাবুর (৩ মাস ১৫ দিন) মাথা খুব গরম, তেল দিলে ১৫ মিনিটে টেনে যায়!

▶ মা ঃ বাবুর (৮ মাস) মাথা প্রচন্ড গরম, হাত দেয়া যায় না ।

ডাক্তার ঃ সাবধান ! হাত দিবেন না ।

▶ মা ঃ বাবুর (৭ মাস) মাথা একটু ধরেই দেখেন, খুব গরম সব সময় ।

▶ মা ঃ বাবুর (৫ মাস) মাথা গরম, পানি দিতে পারবো কি?

ডাক্তার ঃ অনেক বাঙালির মাথা গরম, পানি সবাইকে দিতে হলে দেশে পানি থাকবে না । পানির সংকট দেখা দিবে!

▶ বাবা ঃ বাচ্চার (২ মাস) মাথা গরম ।

ডাক্তার ঃ আপনি কি বাবা? আপনি কি বাঙালি? এই জন্যই বাবুর মাথা গরম ।

বাবা ঃ হোটেলের ব্যবসা করি তো, ৩৫ জন ষ্টাফ । ঝগড়া করে মারামারি করে সব সামলাতে হয়, মাথা তাই গরমই থাকে ।

▶ মা ঃ বাবুর (৪ বছর) মাথা গরম, কাঁথা গায়ে রাখে না, floor এ শুয়ে থাকে

▶ মা ঃ বাবু (৩ বছর ৪ মাস) মাটিতে শুয়ে থাকতে চায়, মশারীর ভিতরে থাকতে চায় না ।

▶ মা ঃ বাবুর (৯ মাস) মাথা গরম, দিনে ৩ বার মাথায় পানি দেই ।

▶ মা ঃ বাবুর (৪ মাস ১০ দিন) মাথা heavy গরম ।

▶ মা ঃ বাবুর (৩ মাস) ২৪ ঘন্টা মাথা গরম ।

▶ মা ঃ বাবুর (৪ মাস) হাত পা ঠান্ডা কিন্তু মাথা গরম ।

▶ মা ঃ বাবুর (৮ মাস) মাথা গরম, এতটুকু উপরে হাত রাখলেও হাতে গরম লাগে, বাতাস দিলে পরে ঠান্ডা হয় ।

শিশুদের প্রথম ২ বছরে মাথা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । জন্মের সময় পূর্নাঙ্গ নবজাতকের মাথার পরিধি থাকে ৩৫ সে. মি । পরবর্তী ১ বছরে ১১ সে. মি. বেড়ে হয় ৪৬ সে. মি. এবং ২য় বৎসরে হয় ৪৮ সে.মি. বাকি সারা জীবনে মাত্র ৬ থেকে ৭ সে. মি. বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মাথার পরিধি হয় ৫৩-৫৪ সি. মি. । এজন্য মাথা গরম থাকে এটা আসলে জ্বর না ।

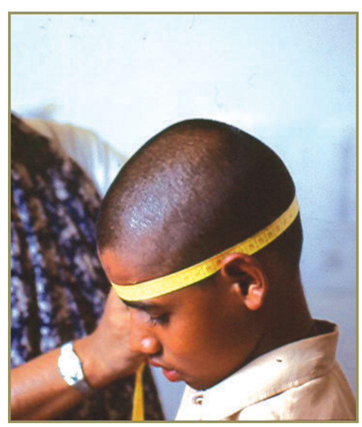

ঘটনা ঃ শরীর গরম শিশু

▶ মা ঃ আমার বাচ্চা (৮ বৎসর) মোরগ যুদ্ধে ফার্স্ট হয়। কিন্তু রাতে জ্বর আসে, কেউ কাছে যাইতে পারে না।

▶ মা ঃ মাঝে মাঝে জ্বর আসে কিন্তু থার্মোমিটারে উঠে না।

▶ মা ঃ জ্বর নাই কিন্তু গাও গরম।

▶ মা ঃ বাবুর শরীর গরম, সব সময় জ্বর থাকে।

ডাক্তার ঃ (থার্মোমিটার মেপে) বাবুর তো কোন জ্বর নাই।

মা ঃ বাবুর পিঠে, বুকে ও মাথায় জ্বর থাকে।

▶ মা ঃ লেপ কাঁথা এবং কোন কাপড় চোপড় গায়ে রাখে না, তাই মোটা কাপড় দিয়া জামা বানাইয়া দিছি।

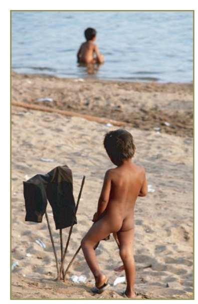

▶ মা ঃ বাবু (২ বৎসর) পায়ে জুতা, গায়ে কাপড় এবং মাথায় কিছু রাখে না।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর ৪ মাস) খুব গরম, ৫০ বার কাপড় খুলে ফেলে, পরালেই বাথরুমে রেখে আসে। কাপড় রাখাই যায় না।

▶ মা ঃ বাবুর (২ বৎসর) গায়ে গায়ে জ্বর থাকে, থার্মোমিটারে উঠে না।

▶ মা ঃ শরীর গরম মনে হয়, থার্মোমিটারে ১০০° এর নিচে থাকে, বাসায় Ace (প্যারাসিটামল) syrup আছে খাওয়াবো নাকি?

▶ মা ঃ বাবুর (৬ বৎসর) শরীর গরম থাকে, থার্মোমিটারে উঠে না,

ডাক্তার ঃ থার্মোমিটার ভাল না।

মা ঃ অন্যদের তো ঠিকই উঠে !

▶ মা ঃ মাঝে মাঝে জ্বর আসে।

ডাক্তার ঃ থার্মোমিটারে কত আসে?

মা ঃ থার্মোমিটারে আসে না।

ডাক্তার ঃ থার্মোমিটার নষ্ট, নুতন বিদেশী একটা কিনেন।

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বৎসর ৬ মাস) দুই'টা থার্মোমিটার দিয়ে দেখছি জ্বর ওঠে না। কিন্তু শরীরে তাপ থাকে।

▶ মা ঃ বাবুর (১২ বছর) শরীর ঠান্ডা, কিন্তু ভিতর থেকে গরম বের হয়।

▶ মা ঃ বাবু (৪১ দিন) ফ্যান (fan) এর দিকে তাকিয়ে হাসে।

ডাক্তার ঃ father এর দিকে তাকিয়ে হাসে না?

▶ মা ঃ বাবু (১০ বছর) AC-র রুমের কাছে গিয়ে দরজা ধাক্কায়। রুমে ঢুকে হা করে AC-র ঠান্ডা বাতাস খায়। বিছানায় শুয়ে হাত পা ছেড়ে খুব খুশীর ভাব দেখায়। ওর মত এত খুশী আমি আর দেখি নাই!

▶ মা ঃ বাবু (২ মাস) বাচ্চাকে কি AC তে রাখা যাবে? কত নাম্বারে সেট করব?

মা ঃ বাবু (৭ মাস) AC এর বাতাসে কি কোন সমস্যা আছে?

ডাক্তার ঃ সমস্যা হলো বিদ্যুৎ বিল বাড়বে, আর কোন সমস্যা নাই।

ঘটনা ঃ ঘর্মসিক্ত শিশু

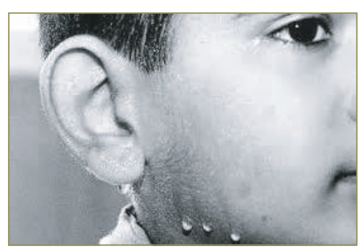

▶ মা ঃ বাবু (৫ মাস) তো খুব ঘামে আমিতো ঘামি না।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ মাস) খুব ঘামে।

▶ মা ঃ বাবু (৩ বৎসর ৬ মাস) অনেক ঘামে।

▶ মা ঃ আমরা স্বাভাবিক থাকি, কিন্তু বাচ্চা শুধু ঘামে। এত ঘামে কেন? ওকি দুর্বল, তাই এত ঘামে?

▶ মা ঃ বাবুর (২ বছর) মাথা খুব ঘামে, রাতে ২/৩ বার বালিশ চেঞ্জ করতে হয়, কি করে ঘাম কমাবো ডাক্তার সাহেব ?

ডাক্তার ঃ বাড়িতে এসি (এয়ার কন্ডিশান) লাগিয়ে দিন, ঘাম কমে যাবে।

▶ মা ঃ বাবু (১১ মাস) খুব ঘামে

ডাক্তার ঃ AC তে রাখবেন।

মা ঃ AC তেও ঘামে।

ডাক্তার ঃ AC কাজ করে না, mechanic দেখান।

▶ মা ঃ বাবু (২ বৎসর ২ মাস) খুব ঘামে, ceiling fan / Table fan / wall fan ও কাজ হয় না। AC বাকী থাকল।

▶ মা ঃ ঘাম কি কোন ভাবেই কমানো যায় না?

ডাক্তার ঃ AC লাগিয়ে দিন আর ঘামবে না ।

▶ মা ঃ বাবু (৫ বৎসর ৪ মাস) খায় না, বাড়ে না কিন্তু kangaroo এর মত সারাদিন লাফায়। খুব ঘামে ceiling fan এ কাজ হয়না, তাই table fan ও দিয়েছি। আর কি করতে পারি?

ডাক্তার ঃ AC লাগিয়ে দিন।

মা ঃ AC কিভাবে কিনব ? আমারতো এতো টাকা নাই।

ডাক্তার ঃ টাকা ধার করে AC কিনবেন !

শিশুরা দিনে দিনে বাড়ে, খুব চঞ্চল হয় এবং সবসময় নড়াচড়া করে। তাদের শরীরে তাপ উৎপাদন বেশী হয় এবং তা তাপ ও ঘাম হিসাবে প্রতিফলিত হয়। শিশুদের প্রতিদিন প্রতি কেজি ওজনে ১২০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে, বড়দের প্রতি কেজি ওজনে ৪০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়।

ঘটনা ঃ শীতে কাবু শিশু

▶ মা ঃ বাবুর (৪ বছর) খুব শীত। দিনে থাকে সোয়েটার গায়ে দিয়া। এমনকি গরমের দিনেও (আগস্ট মাস) রাতে কম্বল গায়ে দিয়ে শোয়। মাঝে মাঝে দিনে জুতাও পরে থাকে।

ঘটনা ঃ সংবেদনশীল শিশু

▶ মা ঃ বাবু (৫ বছর ৫ মাস) মাঝে মাঝে খাওয়া বন্ধ করে দেয় ওর নানু চলে গেলে। আমাদের (বাবা-মা) কাছে ঘুমাতে চায় না, ডাক দিলে কিছু বলে না কিন্তু চোখ দিয়ে পানি পরে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৭ মাস) টিকটিকি মারার পর সারাদিন কিছু খায় নাই। রাতেও বেশ কান্নাকাটি করেছিল।

ঘটনা ঃ ভীতু শিশু

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) খুব ভয় পায়। ছোটকালে ১ বছর বয়সে মুসলমানি করা হয়েছিল।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৬ মাস) ভাত খায় না।
বাবু ঃ ডরাই ! ডরাই !!
ডাক্তার ঃ ও এতো ভয় পায় কেন ? বাবুকে ভয় দেখিয়ে ভাত খাওয়ালে ভীতুই হবে, পরে ভাল কিছু করতে পারবে না!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর ৩ মাস) ও ভীষণ ভয় পায়, বমি হবে বলে।
ডাক্তার ঃ বমি কি হয় ?
মা ঃ না হয় না।
ডাক্তার ঃ ছোটদের বমি বেশি হয়, তুমি (বাবুকে) এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছ, তোমার আর ভয় নাই। তোমার আর বমি হবে না।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৫ মাস) খুব ভয় পায় Joint Family তো বাসায় খুব হৈ হৈ হয়।

▶ মা ঃ বাচ্চা খুব ভয় পায়।

ডাক্তার ঃ বাপের সাহস কেমন ?

▶ মা ঃ আরে বাপরে, আমি ধমক দিলে ২ পা পিছাইয়া যায়। আবার আর্মিতে চাকুরি করে (উপসহকারী প্রকৌশলী), সরকারি বলে চাকুরি করতে পারে, নইলে খবর আছিল!

▶ মা ঃ বাবু (৩ বৎসর ৪ মাস) ঘরের বাইরে যায় না, খুব ভীতু। তিন তলা থেকে নিচে তাকাতে পারে না, দোলনাতে চড়তে পারে না। পানিতে নামতে পারে না।

ডাক্তার ঃ আপনাদের সাহস কেমন?

মা ঃ বাবাও ভয় পায়। ভীতু হিসাবে রেকর্ড আছে!

▶ শিশু ঃ (৪ বৎসর) আম্মু, আমি ভয় পাই!

▶ মা ঃ বাবু (২২ মাস) বিদ্যুৎ চমকানোর পরে হিসু করে দিয়েছিল। এখন খুব ভয় পায়।

শিশুদের মানসিক বিকাশে পরিবারের অবদান অপরিসীম। অনেক মা শিশুদের জুজুর ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করিয়ে নিতে চান (খাওয়াতে চান, শিশুদের অপছন্দের কাজ করতে উৎসাহিত করেন)। এতে শিশুদের মানসিকতা সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় না। শিশুরা ভীতু প্রকৃতির হয়, দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয়। শিশুদের সব সময় ভাল কাজে বাহবা দেওয়া উচিত এবং প্রশংসা করা প্রয়োজন, এতে তারা সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে যা পরবর্তী জীবনে তাকে সফল মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে।

ঘটনা ঃ সাদা পোষাকে ভীত শিশু (White coat syndrome)

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) সাদা পোশাকে কাউকে দেখলেই আমাকে জড়াইয়া ধরে এবং বলে বাবা ঘাই দিবে। (সম্প্রতি শিশুটি টাইফয়েড অসুখের কারণে হাসপাতালে ভর্তি ছিল এবং প্রতিদিন নার্স বা ডাক্তার ইনজেকশন দিত)

ঘটনা ঃ কৌতুহলী শিশু

▶ মা ঃ বাবু (৫ মাস) চোখের পলক সহজে ফেলে না, এক দৃষ্টিতে তাকায় থাকে।

▶ মা ঃ বাবু (৪ বছর) একুরিয়াম দেখে বলে, মাছগুলো কোথায় যায়, টায়ার্ড হয় না?

শিশুদের দৃষ্টিতে যা আসে সবই নতুন, তাই তাদের আগ্রহ সব সময় আমাদের চেয়ে বেশী।

ঘটনা ঃ হতাশ শিশু

▶ মা ঃ আমার মেয়ে ইন্টার এ পড়ে। মনে করে একদম খারাপ ছাত্রী। মা, বাবা ভাল তাই পরীক্ষায় ভাল করে এবং ফার্স্ট হয় কলেজ থেকে। ও মাঝে মাঝে মনে করে মরে যাওয়া উচিত। একবার পোকার ঔষধ খেয়ে ফেলেছিল। এখন কোচিং বাদ দিয়েছে।

শিশুদের সফলতার জন্য প্রতিনিয়ত প্রশংসা ও আরো ভালো করার লক্ষ্যে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, অন্যথায় হতাশায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘটনা ঃ পানি পছন্দ করা

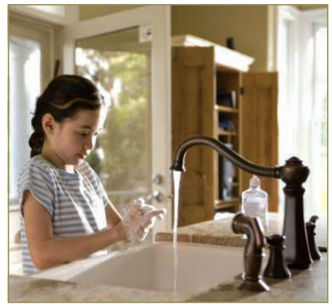

▶ মা ঃ বাবু (৩ বৎসর) বেসিনে পানি ধরা ছাড়া খায় না ।

ডাক্তার ঃ তাহলে তো পানির বিল অনেক হয়, পানির বিলটা কে দেয় ? ওকে দিয়ে পানির বিল দেওয়াবেন ।

▶ মা ঃ বাবু (৪ বৎসর) দাঁত ব্রাশ করতে গিয়ে মুখে পানি দেয়, মাথায় পানি দেয় এবং ঘন্টা লাগাইয়া হাত ধোয় । ওর বাবাও এক ঘন্টা লাগাইয়া হাত ধোয় এবং কাশেও ।

▶ মা ঃ সারাক্ষণ পানি ধরতে চায়, পানি ধরতে পারলে খুব খুশি!

▶ মা ঃ পানিতে হাত দিলে হাত কুচকাইয়া যায় ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর ৩ মাস) পানির কল ছেড়ে বাথরুমে পরে থাকে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ বছর ৯ মাস) খুব পানির নেশা, পানি খায় বেশী, পানি নিয়ে খেলেও ।

পানিতো পছন্দ করবেই, শরীরের ৭০%ই পানি এবং পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ ভাগই পানি ।

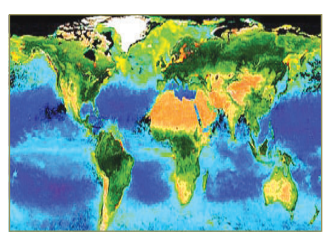

ঘটনা ঃ হালকা ঘুমের শিশু (Light sleeper)

▶ মা ঃ বাবু (১০ মাস) রাতে একদম ঘুমায় না, খুব খেলে

ডাক্তার ঃ ভালইতো, বড় হয়ে ডাক্তার হবে, night duty করবে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ মাস) বয়সের তুলনায় ঘুম কম ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বৎসর ৭ মাস) রাতে ঘুম আসে না, এটা কি কোন সমস্যা?

▶ মা ঃ বাবু (১৩ মাস) ঘুমায় না, সকালে ১০ মিনিট এবং রাতে ১০ মিনিট ঘুমায় ২ মাস যাবৎ, বসে থাকে, ঘুমের ঔষধ দিন, আমি অনেক দিন ঘুমাই না

ডাক্তার ঃ পরে সারা জীবন গল্প করতে হবে না? এটা আপনার গল্পের পুঁজি!

▶ মা ঃ বাবুর (৭ মাস) খুব ঘুম কম ।

ডাক্তার ঃ আপনাদের কারো হয়তো ঘুম কম ।

মা ঃ জ্বি স্যার, আমার ঘুম পাতলা ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) দেরীতে ঘুমায়, দেরীতে উঠে ।

ডাক্তার ঃ বাসা কোথায় ? কাছে হলে তুলে দিয়ে আসতাম!

▶ মা ঃ বাবু (২০ মাস) রাতে ১২টার আগে ঘুমায় না ।

ঘটনা ঃ নিদ্রাতুর শিশু

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বৎসর) খুব ঘুম বেশী, আমাদের বাসায় সবারই খুব ঘুম বেশী ।

ডাক্তার ঃ সুখী মানুষ আপনারা!

শিশুদের ঘুম হালকা অথবা গাঢ় দুই হতে পারে। বৃদ্ধি, বিকাশ ও আচরণ স্বাভাবিক হলে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই ।

ঘটনা ঃ পায়খানা না হওয়া

▶ মা ঃ বাবুর (১ মাস ১৫ দিন) ৪ দিন যাবৎ টয়লেট হয় না। পায়খানা করে না কি জন্য?

ডাক্তার ঃ ওর ইচ্ছা তাই, পায়খানা করেনা, আপনার কি অসুবিধা?

▶ মা ঃ বাবুর (৯ মাস) সব সময় একরকম পায়খানা হয় না।

ডাক্তার ঃ সবদিন এক রকম যায় না।

▶ মা ঃ Toilet clear না toilet regular না।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ মাস) নিয়মিত টয়লেট করে না, জন্মের পরে ৫ দিন নিজের ইচ্ছায় টয়লেট করেছিল, এখন গ্লিসারিন সাপজিটরি দিয়ে করাতে হয়।

ডাক্তার ঃ এখনতো আপনাদের ইচ্ছায় করে। পায়খানাতো কোন না কোনভাবে হচ্ছে।

▶ মা ঃ বাবুর (৯ মাস) পায়খানা করার সময় অনেক কষ্ট হয়। সারা শরীর ঘাইম্যা যায়, মুখ ঠোঁট লাল হইয়া যায়!

ঘটনা ঃ পাতলা পিছলা পায়খানা

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বছর ৬ মাস) mucous মার্কা পায়খানা।

▶ মা ঃ বাবু (১১ মাস) পায়খানা করার পর ধুইতে গেলে হাতে একদম তেল লেগে থাকে।

ডাক্তার ঃ হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বছর ৬ মাস) পায়খানায় রস বেশী হয়, হাগু কম করে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) পায়খানা পাতালা ও পিছলা।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ মাস) পায়খানা পাতলা ও পিছলা। আমাদের কাঁচা কলা খেতে খেতে পায়খানা শক্ত হয়েছে। এখন কি করব?

ডাক্তার ঃ এখন পাকা বেল খেতে থাকুন!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ মাস) পুটকি গলে।

ঘটনা ঃ দুর্গন্ধ যুক্ত পায়খানা

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর ১১ মাস) বাথরুমে গিয়ে টয়লেট করতে পারেনা, গন্ধের জন্য বমি করে দেয়।

ডাক্তার ঃ পারফিউম নিয়ে যেতে হবে।

মা ঃ তাতেও কাজ হয় না।

ডাক্তার ঃ তাহলে বিউটি পার্লারে নিয়ে চেষ্টা করতে পারেন!

▶ মা ঃ বাবু (৩ মাস) ৩/৪দিন পর পর পায়খানা করে, পায়খানাতে খুব দুর্গন্ধ!

▶ মা ঃ বাবু (২ বৎসর ৬ মাস) দাঁড়িয়ে পায়খানা করে, বসলে নাকি গন্ধ করে !

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) বায়ুতে ভীষণ গন্ধ, কাছে থাকা যায় না।

ডাক্তার ঃ কাছে কেন থাকেন, দূরে থাকবেন।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ মাস ১৫ দিন) পায়খানা খুব গন্ধ করে, ঠুস, ঠাস শব্দ করে।

ডাক্তার ঃ নাক বন্ধ করে মুখ দিয়ে দম নিবেন, কানে তুলা দিবেন।

▶ মা ঃ আমার শিশুর (৭ বৎসর) পায়খানা খুব গন্ধ। ২-৩ বালতি পানি ঢাললেও গন্ধ যায় না।

খাবারের ভিন্নতার কারণে শিশুদের মল বড়দের চেয়ে স্বভাবতই বেশী দুর্গন্ধযুক্ত। এটা কোন অসুখের কারণে হয় না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পায়খানার প্রকারভেদ কমে, নিয়মিত হয় এবং দুর্গন্ধ কমে আসে।

ঘটনা ঃ শিশুর প্রস্রাব

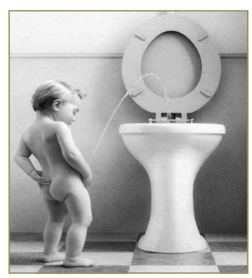

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ মাস) পেশাব করলে আকাশের দিকে যায়।

▶ মা ঃ বাবু (১ বৎসর) শীতকালে- বেশী বেশী পেশাব করে।

▶ মা ঃ প্রস্রাবে খুব গন্ধ করে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ মাস) বাঁকা পেনিস, পেশাবের সময় কান্না করে।

শিশুদের ঘন ঘন এবং দুগর্ন্ধযুক্ত প্রস্রাব করা কোন খারাপ অবস্থা নির্দেশ করে না যদি শিশু জ্বরে আক্রান্ত ও অসুস্থ না হয়। ছেলে শিশুদের penis এর আকৃতি বিভিন্ন হবার কারণে প্রস্রাবের গতি বিচিত্র হতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে penis বড় হবার কারণে প্রস্রাবের গতি সুষ্ঠু হয়ে থাকে।

ঘটনা ঃ মেয়ে শিশুর পছন্দ

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর ৯ মাস) লিপস্টিক, আলতা আর ভেনিটিব্যাগ খুব পছন্দ!

ঘটনা ঃ ছেলে শিশুর পছন্দ

▶ মা ঃ আমার ছেলের (২২ মাস) ১০৬টা বল, দুই রুমের বাসা এক রুমে শুধু বল আর বল!

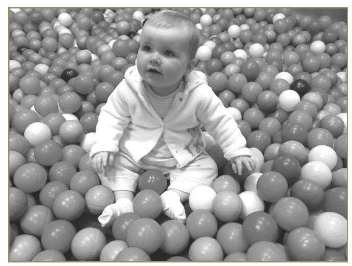

ঘটনা ঃ কোল পছন্দের শিশু

▶ মা ঃ বাবু (৮ মাস) একদম খায় না, কিন্তু খুব হাসি খুশি, সবার কোলে যায়, এমনকি ফকিরের কোলও বাছে না!

ঘটনা ঃ অবুঝ শিশু

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর ১ মাস) মন খুব খারাপ, সারাদিন কেঁদেছে

ডাক্তার ঃ কী হয়েছে ?

মা ঃ আমাদের এ্যালবামে বিয়ের পরে কক্সবাজারের ছবি দেখেছে, তাকে কেন নেওয়া হয় নাই?

ঘটনা ঃ প্রতিযোগী ভাই-বোন

▶ মা ঃ আমার বাবুরা (৭ বছর ও ৫ বছর) খায় না সব হাড্ডি দেখা যায়, খুব দুষ্টামি করে, পারলে একজন আর একজনের মাংস খায়!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর) ছোট মেয়েটা হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পরে। আগে তো অসুস্থ হতোনা। ছোট বাবুকে ধাক্কা দেয় ও মাথায় আঘাত করে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) নাভির কাছে পেট ব্যথা করে।
ডাক্তার ঃ (বাবুকে) তোমার কি সমস্যা ?
বাবু ঃ আমাকে আব্বু আদর করে না, শুধু ছোট বাবুকে (৩ মাস) আদর করে, কোলে কোলে রাখে।

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (৬ বছর ৫ মাস) দুই বছর যাবৎ মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা করে।
ডাক্তার ঃ ওরা কয় ভাই বোন ?
মা ঃ ওর একটি ছোট ভাই আছে, বয়স ৪ বছর ৬ মাস।
ডাক্তার ঃ ছোট ভাইয়ের জন্মের পর থেকে পেট ব্যথা, তখন থেকেই ওর আদর ভাগ হয়ে গিয়েছে। ওদের সমান আদর করবেন।

বাবুকে (১১ মাস) কোলে নিয়ে বসেছে চেম্বারে
▶ বড় বাবু ঃ (২ বছর ৩ মাস) বাবা ওকে ফেলে দাও, ফেলে দাও!

▶ মা ঃ মেয়ের (৮ বছর) মাঝে মাঝে পেট ব্যথা করে। দুই ভাই বোন খুব মারামারি করে (ছোট ছেলের বয়স ৩ বছর)।
ডাক্তার ঃ কে বেশী মার খায় ?
ছেলে ঃ আমি মাইর দেই (আপুকে) মাঝে মাঝে মাইর খাইও।
মেয়ে ঃ বাবা-মা ভাইয়ের পক্ষ নেয় সব সময়ই।

অনেক শিশু আদরের ভাগাভাগি হবার ভয়ে ছোট ভাই / বোনের জন্ম হলে মন খারাপ করে এমনকি আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মকও হতে পারে। মা-বাবার প্রয়োজন বড় শিশুটির প্রতি বিশেষ নজর রাখা এবং আদর বাড়িয়ে দেয়া এবং বুঝিয়ে দেয়া যে তারা দুজনেই সমভাবে প্রিয়।

ঘটনা ঃ অনুকরণ প্রিয় শিশু

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ২ মাস) আমাকে বলে 'বাবা, (ডাক্তার বাবা) একটা টায়ার কিনে দিবা, আগুন দিব হরতাল করব'। রাস্তায় গাড়ি দেখলে ওর কাজিন (৪ বছর) দৌড় দেয় আর বলে 'ঢিল মার, ঢিল মার'। এখন টিভিতে আর খবর দেখি না।

▶ বাবা ঃ আমার বাচ্চার (৪ বছর ৩ মাস) হিন্দি গান সব মুখস্থ, টিভির সামনে শুধু নাচে, বাংলা ছবি দেখে না।

▶ বড়বোন ঃ (৫ বছর ২ মাস) আমি বড় হয়ে পুলিশ হব, আর সবাইকে মারব।

▶ ছোটবোন ঃ (৩ বছর ৮ মাস) আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব, আর সবাইকে ইনজেকশন দিব।

শিশুরা অনুকরণ প্রিয়, তাদেরকে যা দেখানো হয় তারা তাই শিখে। শিশুদের সামনে ভাল উদাহরণ স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনা ঃ শক্ত নুনুর শিশু

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৩৫ দিন) প্রস্রাব করার সময় নুনুমতি টন টন করে একদম দাড়াইয়া থাকে।

▶ মা ঃ বাবুর (২ মাস) নুনুটা সব সময় বড় থাকে পেশাব করার মত।

▶ মা ঃ (লাজুক হাসি দিয়ে) আমার বাবু (৪ বছর ৬ মাস) নুনুতে হাত দেয় আর নুনু দাড়াইয়া থাকে, অনেক সময় ধরা ছাড়াই !

ছেলে শিশুর মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই লিঙ্গোত্থান ঘটে এবং ছোট্ট শিশুদের গড়ে দিনে ৫ বার লিঙ্গোত্থান ঘটে থাকে। সুতরাং ছেলে শিশুদের লিঙ্গোত্থান একটি স্বাভাবিক ঘটনা এতে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

ঘটনা ঃ কম আত্মবিশ্বাসী শিশু

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বছর) নিজের উপর বিশ্বাস কম। বলে বুক ব্যথা করে। আবার বলে ব্যথা করে কিনা বুঝতে পারতেছিনা। সব সময় খুঁত খুঁত স্বভাব। আমি চিমটি কাটি দেখি বুঝতে পারে কি না !

উৎসাহ দিলে ও কাজের প্রশংসা করলে শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হয়।

ঘটনা ঃ মা পুজারি শিশু

▶ মা ঃ আমার বাবু (২০ মাস) সারাক্ষণ কোলে থাকে, আর বেজীর মত ধইরা রাখে । আমি কোন কাজ করতে পারি না। অন্য কারো কোলে যায় না।

ডাক্তার ঃ বাবুতো অন্য কারো দুধ খায় না - একটা কৃতজ্ঞতাবোধ আছে না! বাবু ভালভাবে হাটতে পারলে কোল থেকে নেমে সারা ঘর হাটবে আর আপনাকে গোয়েন্দা হয়ে পিছনে পিছনে থাকতে হবে। আপনাকে আর অন্য কাজ করতে হবে না। বাবুকে সময় দেওয়াই আপনার সর্বোৎকৃষ্ট কাজ!

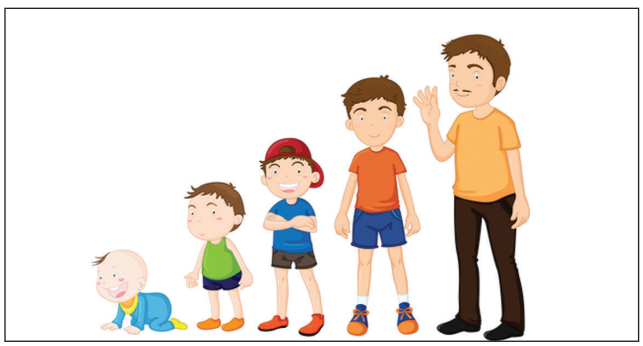

শিশুর বৃদ্ধি

ঘটনা ঃ শিশুর বৃদ্ধি সম্পর্কে পিতা-মাতার সচেতনতা

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর) কিছু খায় না এবং ওর কোন গ্রোথ নাই ।

ডাক্তার ঃ ওর কি জ্বর, কাশি বা অন্য কোন সমস্যা আছে ? খেলাধুলা করে ?

বাবা ঃ না কোন সমস্যা নাই, খুব খেলে ।

ডাক্তার ঃ (শারীরিক পরীক্ষার পর) ওর তো কোন সমস্যা নাই (ওজন ১৪ কেজি, উচ্চতা ৯৫ সে. মি.)

বাবা ঃ আপনি সব পরীক্ষা করেন, আমি নিশ্চিত না ।

ডাক্তার ঃ আপনার জন্য পরীক্ষা (রক্ত ও প্রস্রাব) দিলাম ।

(পরবর্তীতে রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, রক্তের ও প্রস্রাবের রিপোর্ট ভাল) । প্রস্রাবের C/S এ লেখা No Growth ।

বাবা ঃ ডাক্তার সাহেব, আমি বলেছিলাম না বাবুর গ্রোথ নাই (রিপোর্ট দেখিয়ে) এই দেখেন, পেশাবের রিপোর্টে লেখা No Growth!

▶ বাবা ঃ বাচ্চার স্বাস্থ্য হয় না কেন ?

ডাক্তার ঃ আপনার স্বাস্থ্য কেমন ছিল ছোট কালে ?

বাবা ঃ আমরাতো গ্রামে ছিলাম, ওরাতো শহরে থাকে ।

ডাক্তার ঃ শহরটাতো আরো খারাপ, পানি খারাপ, খাবার খারাপ, যাতায়াত খারাপ এবং লোকও খারাপ, গ্রামে চলে যান !

▶ মা ঃ বয়সের তুলনায় বাবু (৩ বৎসর) ঠিক আছে ?

ডাক্তার ঃ (বাবুকে পরীক্ষা করে) বাবুর সবই ঠিক আছে, সময়ের বয়সের সাথে ঃ

- ওজনের বয়স
- উচ্চতার বয়স
- দাঁতের বয়স
- মানসিক বয়স
- হাঁড়ের বয়সও মনে হয় ।

শিশুদের বয়সকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যেমন - বয়সের সাথে যদি ওজন ঠিক থাকে, তবে তার ওজনের বয়স ঠিক আছে, একইভাবে বয়স অনুযায়ী - উচ্চতা ঠিক থাকলে উচ্চতার বয়স, বুদ্ধি ঠিক থাকলে মানসিক বয়স, সময় মত দাঁত উঠলে দাঁতের বয়স ও এক্স-রে পরীক্ষার মাধ্যমে যদি হাঁড়ের সংখ্যা ঠিক থাকে, তাহলে হাঁড়ের বয়স ঠিক আছে বলে মনে করা হয় ।

ঘটনা ঃ বাবা-মার মতে শিশুর শুকিয়ে যাওয়া

▶ বাবা ঃ দেখেন, আমার ছেলের (৬ বৎসর ৭ মাস) বুকের ও পিঠের সব হাড্ডি দেখা যায়।

ডাক্তার ঃ (বাবাকে), ছোটকালে আপনারও হাড় দেখা গিয়েছিল ।

বাবা ঃ আপনি কিভাবে জানলেন? আমি এর চেয়েও শুকনা ছিলাম!

ডাক্তার ঃ চিন্তার কোন কারণ নেই, লেখাপড়া শেষ করে বিয়ের পরে জামাই আদর পেলে বাবুর হাড়গুলো মিলে যাবে।

▶ মা ঃ আমার বাচ্চার (৪ বৎসর ২ মাস) হাড্ডি মাড্ডি সব দেখা যায়। সব সময় গায়ে জ্বর থাকে। দুষ্টামি বেশী করে। কিচ্ছু খাইবার চায় না।

ডাক্তার ঃ মানুষের শরীরে ২০৬টি হাড্ডি আছে, কয়েকটাতো দেখা যাবেই।

▶ মা ঃ বাবু (৪ বৎসর ১০ মাস) একদম খায় না, দিন দিন শুকোতে শুকোতে যাচ্ছে।

ডাক্তার ঃ কোথায় যাচ্ছে ?

মা ঃ আপনার কাছেই তো আসলাম !

▶ বাবা ঃ বাবু (৪ বৎসর) এত শুকনা কেন ?

ডাক্তার ঃ আপনিও শুকনা ছিলেন, বিয়ের পর মোটা হয়েছেন।

বাবা ঃ জ্বি স্যার ঠিক বলেছেন।

ডাক্তার ঃ অধিকাংশ বাবাই ছোটকালে শুকনা থাকে। লেখাপড়া শেষ করে এসি রুমে বসে চাকুরি করে, বিয়ে শাদী করে পরে মোটা হয় এবং অতীত ভুলে যায়!

▶ মা ঃ বাবু (৭ বৎসর ২ মাস) কিছু খায় না, দিন দিন রিকেটি (rickety) হয়ে যাচ্ছে।

▶ মা ঃ আমার বাবু ৮ বছর ৮ মাস, ওজন ১৭ কেজি।

ডাক্তার ঃ ওরতো কোন সমস্যা নাই, ও আপনাদের মতই হয়েছে (বাবা শুকনা)

বাবা ঃ আমার বাবা, মামা, ভাই সবাই শুকনা, মা আমেরিকায় থাকে সেও শুকনা!

চেম্বারে ঢুকের বাবুর (২ বৎসর ৬ মাস) সব কাপড় খুলে ফেলেন বাবা

▶ ডাক্তার ঃ ওর কি লজ্জা শরম নাই ?

বাবা ঃ ওতো বাচ্চা। ওর সব হাড্ডি দেখা যায়, হাড্ডি-ভাইস্যা গেছে, হাতে লাগে।

শিশুর বৃদ্ধি মা-বাবার ছোট্ট সময়ের বৃদ্ধির বা স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। শিশু যদি খেলাধূলা ও দুষ্টামি করে এবং আপাতদৃষ্টিতে কোন সমস্যা না থাকে তবে শিশুটি ভাল আছে বলে মনে করতে হবে।

ঘটনা ঃ শিশুর ওজন

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ মাস) কি ঠিক মত বাড়ছে ?

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করে দেখা গেল গড়ে প্রতিদিন ৪০ গ্রাম করে বাড়ছে)
আপনার বাবুতো বেশী বাড়ছে
(প্রতিদিন ১৮-৩০ গ্রাম এর স্থলে
৪০ গ্রাম করে বাড়ছে)।

মা ঃ বেশী বাড়া কি খারাপ?

ডাক্তার ঃ বেশী টাকা থাকা কি খারাপ?

▶ মা ঃ স্যার, বাবুর (৬ মাস) ওজন বাড়ে না তো !

ডাক্তার ঃ বাবু কি হাসি-খুশি থাকে ?

মা ঃ জ্বি থাকে।

ডাক্তার ঃ না বাড়াই ভাল, কোলে নিয়ে আরাম পাবেন।

▶ মা ঃ বাবু (১৪ মাস) মুখে ঘা হওয়ার কারণে একদম খায় না, চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে।

ডাক্তার ঃ ওর ওজনতো এখন ১০ কেজি আগে কি ওর ওজন ৪০ কেজি ছিল?

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৬ মাস, ওজন ১০ কেজি) দেড় বৎসর যাবৎ এক জায়গায় গিয়া আটকাইয়া আছে।

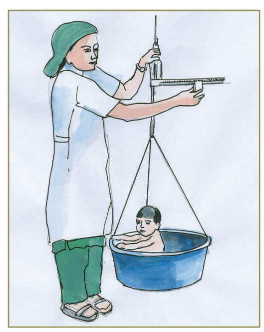

▶ মা ঃ বাবুর (৬ বছর) তো ওজন বাড়ছেনা।

ডাক্তার ঃ পূর্বের প্রেসক্রিপশন পরীক্ষা করে
পাওয়া গেল-
জানুয়ারীতে (৬ বছর) **১৯** কেজি
এপ্রিলে (৬ বছর) **১৯** কেজি
আগষ্টে (৬ বছর) **১৯** কেজি
ওরতো বয়সও বাড়ছেনা বয়স
৬ বছরে আটকে আছে (মা প্রতিবারেই জানায় বয়স ৬ বছর)।
শিশুর সঠিক বয়স অর্থাৎ কত বৎসর কত মাস এবং প্রয়োজনে জন্ম তারিখ জানা উচিত।

▶ মা ঃ বাবুর (১৮ মাস) ওজন কত ডাক্তার সাহেব ?

ডাক্তার ঃ ১০ কেজি।

মা ঃ ১০ কেজিতো ছিল ৬ মাস আগে।

ডাক্তার ঃ ১০ কেজি থাকবে আরো ৬ মাস পর্যন্ত।

▶ মা ঃ বাবুর (২ বছর) ওজন কি ঠিক আছে ?

ডাক্তার ঃ এটা আমি বলতে পারবো না।

মা ঃ কেন পারবেন না, আপনি বাবুদের ডাক্তার না ?

ডাক্তার ঃ বাবুদের ওজন অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে, মায়ের স্বাস্থ্য, গর্ভধারণের পর ওজন বৃদ্ধি, শিশুর জন্মের ওজন, বাবা-মায়ের ছোট্ট সময়ের ওজন ও স্বাস্থ্য, নানা-নানি, দাদা-দাদির ছোট্ট সময়ের স্বাস্থ্য ও ওজন, আমাকে সব বলতে পারলে আমি হিসাব করে বলতে পারবো।

মা ঃ এতকিছু তো আমি বলতে পারব না!

শিশুর ওজন অনেক কিছুর সাথে সম্পর্কিত যেমন ঃ মায়ের ওজন, জন্মের ওজন, বাবা-মায়ের ছোট সময়ের ওজন ইত্যাদি। বয়সের তুলনায় বিকাশ ঠিক মত হলে, হাসি-খুশি থাকলে, খেলাধুলা করলে নূন্যতম ওজন থাকলেও সমস্যা নেই।

ঘটনা ঃ শিশুর উচ্চতা

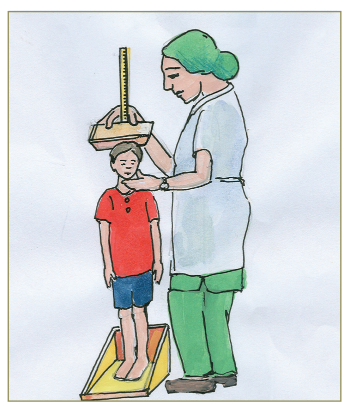

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ মাস) কি বাট্টি হবে?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ মাস) গলা কি খাটো হবে ? অবশ্য আপনার (ডাক্তারের) মত লম্বা হলে (ডাক্তারের উচ্চতা ৫´ x ১০´´) কোন আফসোস নাই।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৬ বছর) হাইটটা একটু দেখেন না।

শিশুর সর্বশেষ প্রাপ্ত উচ্চতা বাবা-মায়ের উচ্চতার সাথে সম্পর্কিত

ঘটনা ঃ শিশুর নরম মাথার তালু

▶ মা ঃ স্যার, বাবুর (৯ মাস) মাথার তালু নরম কেন?

▶ মা ঃ বাবুর (১৪ মাস) মাথার মাঝখানে নরম, সবসময় লাফাইতে থাকে এক মাস থেকে ।

ডাক্তার ঃ মাথার তালু ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত নরম থাকে এবং লাফাতে থাকে। শরীরে পানিশূন্যতা হলে ডেবে যায় এবং মগজের পর্দায় অসুখে মাথার তালু ফুলে যায় যা মারাত্মক রোগের লক্ষণ ।

ঘটনা ঃ শরীরের উচুঁ হাড়

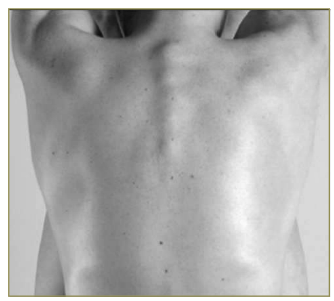

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৭ বছর) পিছনের হাড় উচুঁ কেন ?

ডাক্তার ঃ নামইতো উচুঁ হাড় (Vertebrae prominance)

বাবা ঃ আমারতো নেই ।

ডাক্তার ঃ (বাবা বেশ মোটা) আপনিতো বেশী বেশী খেয়ে স্বাস্থ্যবান হয়েছেন তাই হাড় ঢেকে গেছে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ দিন) বুকের মাঝখানের হাড্ডি দেখা যায় ।

ডাক্তার ঃ বুকের নীচের অংশের মাঝখানের হাড় দেখা যাওয়া স্বাভাবিক - তাই এর নামই হলো prominent xiphisternum । অনেক সময় নিচের দিকের পাজঁরের হাড়ও দেখা যেতে পারে ।

ঘটনা ঃ মেয়েদের বয়ঃসন্ধি (Puberty in female)

▶ মা ঃ আমার মেয়ের ১২ বৎসর, কয়েক মাস হলো শরীর খারাপ হয়েছে।

▶ মা ঃ ওর (১১ বৎসর), পিরিয়ড (মাসিক) হয়ে গেছে। অনেকে বলে পিরিয়ড (period) হয়ে গেলে নাকি আর লম্বা হয় না!

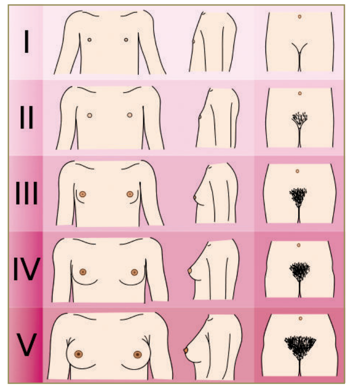

বয়ঃসন্ধি জীবনের স্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তন যা নিম্নোক্ত ধাপে হয়ে থাকেঃ

১। প্রথমে ধীরে ধীরে স্তন বড় হয়।

২। পরে যৌনাঙ্গে ও বগলে লোম গজায় এবং এ সময় মেয়ে দ্রুত লম্বা হতে থাকে।

৩। সবশেষে মাসিক (Menstruation) শুরু হয়। এ মাসিক সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধি শুরু হবার দুই থেকে আড়াই বৎসর পরে হয়ে থাকে। তবে এ কথা ঠিক যে মাসিক শুরু হলে সাধারণত আর বেশী লম্বা হয় না।

ঘটনা ঃ ছেলেদের বয়ঃসন্ধি (Puberty in male)

বয়ঃসন্ধি জীবনের স্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তন যা নিম্নোক্ত ধাপে হয়ে থাকেঃ

১। অন্ডোকাষ বড় হওয়া

২। লিঙ্গের আয়তন বড় হওয়া

৩। দাড়ি, বগল ও যৌনাঙ্গে লোম গজানো

৪। দ্রুত লম্বা হওয়া।

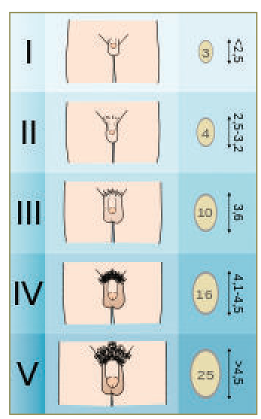

বিভিন্ন বয়সে শিশুর স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও উচ্চতা

বয়স	ছেলে		মেয়ে	
	ওজন (কেজি)	উচ্চতা (সে.মি.)	ওজন (কেজি)	উচ্চতা (সে.মি.)
জন্ম	৩.২	৫০.৫	৩.২	৫০.০
১ মাস	৪.৩	৫৪.৬	৪.৩	৫৪.৬
৩ মাস	৬.০	৬১.১	৬.০	৬১.১
৬ মাস	৭.৮	৬৭.৮	৭.৮	৬৭.৮
৯ মাস	৯.১	৭২.৩	৯.১	৭২.৩
১২ মাস	১০.১	৭৬.১	১০.১	৭৬.১
১৮ মাস	১১.৫	৮২.৪	১১.৫	৮২.৪
২ বছর	১২.৬	৮৭.৬	১২.৬	৮৭.৬
৩ বছর	১৪.৭	৯৬.৫	১৪.৭	৯৬.৫
৪ বছর	১৬.৭	১০২.৯	১৬.০	১০১.৬
৫ বছর	১৮.৭	১০৯.৯	১৭.৭	১০৮.৪
৬ বছর	২০.৭	১১৬.১	১৯.৫	১১৪.৬
৭ বছর	২২.৯	১২১.৭	২১.৮	১২০.৬
৮ বছর	২৫.৩	১২৭.০	২৪.৮	১২৬.৪
৯ বছর	৩০.০	১৩২.০	২৯.০	১৩২.০
১০ বছর	৩২.০	১৩৯.০	৩২.০	১৩৭.০
১১ বছর	৩৫.৫	১৪২.০	৩৭.০	১৪৪.০
১২ বছর	৪২.০	১৫০.০	৪১.০	১৫১.০
১৩ বছর	৪৫.০	১৫৬.০	৪৫.০	১৫৭.০
১৪ বছর	৫০.০	১৬৪.০	৪৯.০	১৬০.০
১৫ বছর	৫৭.০	১৭০.০	৫৩.০	১৬২.০
১৬ বছর	৬১.০	১৭২.০	৫৫.০	১৬২.০
১৭ বছর	৬৩.০	১৭৫.০	৫৬.০	১৬২.৫
১৮ বছর	৬৭.০	১৭৬.০	৫৭.০	১৬৩.০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ শিশুর স্বাভাবিক ওজন ও উচ্চতা স্ট্যান্ডার্ড ওজনের চেয়ে কিছু কম হতে পারে, শিশু অন্যথায় সুস্থ থাকলে এতে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই ।

শিশুর বিকাশ

ঘটনা ঃ শিশুর বিকাশ

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ মাস) হাত মুঠ করে রাখে খোলতেই চায় না ।

ডাক্তার ঃ হাতে টাকা দিবেন নাকি ? ছোট্ট শিশুরা grasp reflex এর কারণে প্রথম ৩ মাস হাত মুঠ করে রাখে ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ মাস) দুধ খায় না কিন্তু হাত ঠিকই খায় । হাত খাওয়া কি সমস্যা, ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার ঃ ও কার হাত খায় ? আপনার হাত তো খায় না । ওর হাত ও খেলে কোন সমস্যা নাই ।

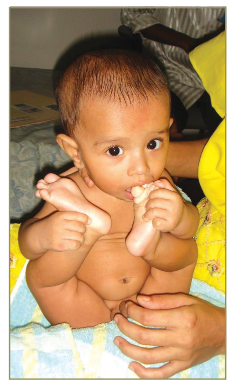

▶ মা ঃ বাবু (৫ মাস) সব সময়ই অস্থির থাকে । সব কিছু মুখে দেয়, পেশাব করেই মুখে দেয়, পায়খানা হাতে নেয়, গন্ধ শুকে আর দেয়না মুখে!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ মাস) কিছুই খায় না, কিন্তু সব কিছুই মুখে দেয়, এমনকি পা ও মুখে দেয়!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ মাস) খাওয়ার আনন্দ কমে গেছে, গৃহসেবিকা চলে যাওয়ার পর থেকে ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৭ মাস ১৫ দিন) কাগজ ধরতে পারলে খুশি, ছিঁড়তে পারলে মহা খুশি!

▶ মা ঃ বাবুর (৮ মাস) ডায়রিয়া হয়েছে ।

ডাক্তার ঃ তবলা বাজায় দেখছি (টেবিলে চাপড় দেয় বারে বারে) তবলা বাজলে তাল ঠিক আছে, গানও গায়, আবার হাসে । যার তাল ঠিক আছে, সে ভাল আছে । ওকে তবলা কিনে দিবেন, আর আপনি হারমোনিয়াম বাজাবেন । আপনারা হবেন শিল্পী পরিবার!

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৮ মাস) আগে জুতা পেলে খাইত, এখন পড়ে উল্টা ।

ঘটনা ঃ শিশুর পরবর্তী ধাপে যাওয়ার ইচ্ছা

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ মাস ১৫ দিন)
কেন শুইয়া থাকতে চায় না?

ডাক্তার ঃ যে শুইতে পারে, সে বসতে চায়
যে বসতে পারে, সে দাঁড়াতে চায়
যে দাঁড়াতে পারে, সে হাঁটতে চায়
যে হাঁটতে পারে, সে দৌড়াতে চায়
যে দৌড়াতে পারে, সে লাফ দিতে চায়
সবাই পরবর্তী ধাপে প্রমোশন চায় !
মানুষের পরবর্তী ধাপে যেতে চাওয়াই স্বাভাবিক, তাই না!

ঘটনা ঃ লিঙ্গ সম্পর্কে সচেতনতা

▶ ডাক্তার ঃ (বাবুকে ৩ বছর) তুমি ছেলে না মেয়ে ?
বাবু ঃ আমি ছেলে ।
ডাক্তার ঃ কে বলেছে তুমি ছেলে ?
বাবু ঃ আম্মু বলেছে!

▶ ডাক্তার ঃ (৫ বছর বয়সী বাবুকে) তুমি ছেলে না মেয়ে ?
মেয়ে ঃ আমি মেয়ে ।
ডাক্তার ঃ তুমি কিভাবে বুঝলে ?
মেয়ে ঃ মেয়েদের গলা সুরেলা !

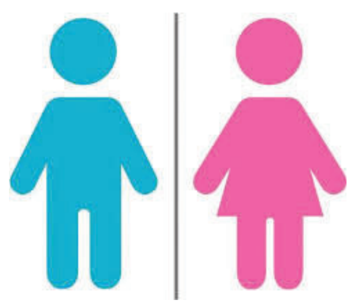

▶ ডাক্তার ঃ (বাবুকে, ৫ বছর)
তুমি ছেলে না মেয়ে ?
বাবু ঃ আমি ছেলে ।
ডাক্তার ঃ কে বলেছে ?
বাবু ঃ আমার চুল ছেলেদের মতো ছোট !

▶ ডাক্তার ঃ তোমার নাম কি ?

বাবু ঃ আমার নাম রাফেদ ।

ডাক্তার ঃ তোমার বয়স কত ?

বাবু ঃ আমার বয়স ৬ বছর ।

ডাক্তার ঃ তুমি ছেলে না মেয়ে ?

বাবু ঃ (বলতে দ্বিধা করছে, মনে হল মন খারাপ হয়েছে)

মা ঃ বলো বাবা, তুমি ছেলে না মেয়ে ?

বাবু ঃ (কিছুক্ষণ পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে) আমি ছেলে ।

ডাক্তার ঃ কে বলেছে তুমি ছেলে ?

বাবু ঃ (এবার মনে হলো বেশ অপমানিত হয়েছে, তারপর পীড়াপীড়িতে প্রমাণ করতে বললো) "আয়নায় দেখছি" !

ঘটনা ঃ শিশুর তীক্ষ্ম বুদ্ধি

▶ মা ঃ আমার মেয়েকে (২ বছর ১০ মাস) একদিন এক ভিক্ষুক এসে বলছে যে, "বাবা আমাকে একটু ভিক্ষা দিবা?" তখন সে রাগত স্বরে ভিক্ষুককে বলে "আমি বাবা না, আমি মা "!

▶ মা ঃ আমরা নরসিংদী থেকে এসেছি, আমার বাবু (৩ বছর ১১ মাস) বলে, ঢাকাতে ঢুকলাম, কিন্তু ঢাকার গেইটতো দেখলাম না !

The Dhaka Gate

বাবুকে নিয়ে চেম্বারে আসার সময় মা রিক্সায় মাথায় ব্যথা পেয়েছিলেন

▶ মা ঃ (বাবুকে, ৫ বছর ৯ মাস) তোরে মাইর দিব, তুই প্রতি মাসে অসুস্থ হস, আর তোরে ডাক্তারের কাছে আনতে হয় ।

বাবু ঃ আমারে মারবা কেন ? আল্লায় আমারে অসুখ দেয়, আল্লারে পারলে মারো ।

তন্নি বড় বোন এবং দিতি ছোট বোন

▶ বাবুর খালাঃ তন্নির মা, তুই বল দিতির (৬ বছর ২ মাস) কি কি সমস্যা ।

দিতি ঃ তন্নির মা কেন ? দিতির মা বল না কেন ?

মা ঃ আমার ছোট বাবু (দিতি) উচিত কথা বলে, আইনের কথা বলে!

▶ ডাক্তার ঃ (বাবুকে, ৪ বছর) তোমার মাথা কোনটা ?

বাবু ঃ মাথা নেড়ে বলে এইটা মাথা ।

ডাক্তার ঃ এইটা তো head ।

বাবু ঃ head-ই তো মাথা, তুমিতো কিছুই জান না !

ঘটনা ঃ জগৎ দর্শনার্থী শিশু

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৮ মাস) কান্না কাটি করে। বাইরে ঘুরতে পারলে খুব খুশী।

ঘটনা ঃ মাকে চিনতে পারা

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ মাস) আমাকে এখন চিনতে পারে এবং হয়েছে বিপদ, মা ছাড়া আর থাকতে পারে না।

▶ মা ঃ আমার মেয়ে (১৯ মাস) মা এর সঙ্গ ছাড়া আর কাউর কাছে থাকবে না। বাথরুমে গেলেও নিয়া যেতে হয়!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ৩ মাস) সারা রাত ঘুমায় না, টেনশন করে, মা (গাইনি ডাক্তার) কখন চলে যায় ?

ঘটনা ঃ দাঁত

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ মাস) দাঁত উঠছে দুইটা কিন্তু হাসির সাইজ ২০ দাঁতের!

ঘটনা ঃ হাসি

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪৩ দিন) আগে আপন মনে হাসতো, এখন মাকে দেখে হাসে।

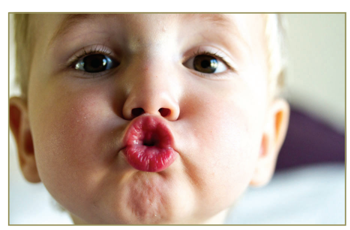

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ মাস) কান্নার চেয়ে হাসি বেশী।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৬ মাস) রাতে খুব হাসে আমরা ঘুমাতে পারি না!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর ৬ মাস) হাসি মুখ থেকে সরে না।

ঘটনা ঃ কথা বলা

▶ মা ঃ খুশির কথা স্যার, আমার বাবু (৭ মাস ১৫ দিন) এখন 'বাবা' ডাকে !

ডাক্তার ঃ সবাইকে ডাকে, নাকি ওর বাবাকে ডাকে ?

(চেম্বারে বাবু 'বাবা' 'বাবা' ডাকা ডাকি শুরু করে দিয়েছে)

বাবু কাকে বাবা ডাকছে ? এখানে তো আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষ নাই !

(মায়ের লাজুক হাসি........)

▶ মা ঃ আমাদের বাবু (১ বছর) এখনও কথা বলে না ।

ডাক্তার ঃ এখনই কথা বলার প্রয়োজন আছে কি ? না বলেইতো সব পায়!

▶ মা ঃ আমার ছেলে (২২ মাস) কথা বলে না, শুধু, আব্বু, আম্মু ও আল্লাহ বলে, ওর সমান ভাই এর মেয়ে সব কথা বলে ।

ডাক্তার ঃ মেয়েরা তো এগিয়ে থাকে, ওদের সাথে তুলনা করেন কেন ?

▶ মা ঃ আমার মেয়ে (২৪ মাস) দুই শব্দের কথা বলে- যেমন 'এটাকি' 'আম্মু 'আস' 'মাম দে' ।

▶ মা ঃ আমার ছেলে (৩৩ মাস) কম কথা বলে । ভাড়াটিয়ার মেয়ে (২৩ মাস) অনেক কথা বলে ।

ডাক্তার ঃ মেয়েরাতো এডভান্সড্, তাই কথা আগে আগে বলে ।

বয়স	কথা বলার ক্রম বিকাশ
নবজাতক	উচ্চ শব্দে চমকে উঠে ।
১ মাস	ঝুনঝুনি বা অন্য কোন শব্দের দিকে মাথা ঘুরায় ।
৩ মাস	প্রথম নিজে থেকে 'আ' 'ও' শব্দ করে (Pronouncing vowels) ।
৭ -১০ মাস	ব্যঞ্জন ধ্বনির শব্দ করে - সবাইকে 'বাবা' 'দাদা' ইত্যাদি বলে । (Pronouncing consonants) ।
১২ মাস	অর্থপূর্ণ শব্দ বলে- বাবাকে বাবা বলে; মা, বল, দুধ ইত্যাদি বলে ।
১৮ মাস	নিজের নাম বলতে পারে ও শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখাতে পারে ।
২৪ মাস	দুই শব্দের বাক্য বলে - 'আম্মু আস', 'ভাত খাব' ।
৩৬ মাস	তিন শব্দের বাক্য বলে, কবিতা বলে ।

বিঃ দ্রঃ শিশু কথা বলতে দেরী করলে দেখতে হবে শিশু কানে শুনে কিনা এবং বুদ্ধি স্বাভাবিক আছে কিনা । স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু শিশু দেরীতে কথা বলে ।

ঘটনা ঃ সঙ্গীত প্রিয় শিশু

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ মাস) মোবাইলের গান খুব পছন্দ করে, এটা কি ক্ষতি করে?

ডাক্তার ঃ ওতো সংস্কৃতিমনা, বড় হলে শিল্পী হবে!

ঘটনা ঃ শিশুর হাঁটা

মেয়ে ও ছেলের মায়ের কথোপকথন

▶ মেয়ের মা ঃ আমার বাবু (১২ মাস) নিজে নিজে হাঁটতে পারে, একবারও পরে না, কথা বলে, আমাকে ডাকে ।

ছেলের মা ঃ (মন খারাপ করে বসে আছে) আমার বাবু (১৪ মাস) এখনও ভাল করে হাঁটতে পারে না, শুধু ধরে ধরে হাঁটে ।

মেয়ের মা ঃ (কৃতিত্বপূর্ণ হাসি) ডাক্তার সাহবেকে বলেন, দেখেন কি বলে!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৪ মাস) শক্তি কম ।

ডাক্তার ঃ কি রকম শক্তি কম?

মা ঃ হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যায় ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৪ মাস) এখনও হাঁটে না । বাড়িতে আর একটা বাবু আছে ওর থেকে ৭ দিনের ছোট, ওতো হাঁটে ।

ডাক্তার ঃ ঐ বাবুতো মেয়ে বাবু, তাই হাঁটে ।

মা ঃ আপনি জানলেন কি ভাবে ?

ডাক্তার ঃ মেয়েরা তো naturally advanced ওদের সব কিছুই তাড়াতাড়ি হয় ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২২ মাস) হাঁটতে শিখছে, রাত ৩টা পর্যন্ত হাঁটে, আমরা ঘুমাতে পারি না ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ বছর ৭ মাস) কিছুই খায় না, কিন্তু বড় বড় টেবিল এক ঘর থেকে অন্য ঘরে টেনে নিয়ে যায় ।

মেয়ে শিশুর বিকাশ ও পরিপক্কতা প্রাকৃতিকভাবেই ছেলে শিশুদের চেয়ে দ্রুততর হয় । এতে 'মেয়ের মায়েদের' তেমন কোন কৃতিত্ব নাই ।

শিশুর বিকাশের মাইল ফলক

বয়স	সুস্থ শিশুর ধাপে ধাপে পরিবর্তন
৪ সপ্তাহ	মা'কে চিনতে পারবে।
৬ সপ্তাহ	মা'র দিকে তাকিয়ে হাসবে।
৬ সপ্তাহ	চক্ষু চলমান বস্তুকে অনুসরণ করবে, দরজার আঘাত বা কলিং বেলে চমকে উঠবে।
৩ মাস	দুই বগলের নিচে ধরে বিছানা থেকে উঠালে ঘাড় সোজা রাখতে পারবে।
৩-৪ মাস	কানের কাছে শব্দ হলে শব্দের দিকে মাথা ঘুরাবে, মায়ের আগমনে জেগে উঠবে।
৫ মাস	হাতের কাছে জিনিস আনলে তা ধরতে চেষ্টা করবে।
৬ মাস	স্বল্প অবলম্বনে বসতে পারবে।
৭ মাস	অবলম্বন ছাড়াই বসতে পারবে, শব্দের উৎস খুঁজবে, 'বা-বা', 'দা-দা' বলতে শুরু করে।
৯ মাস	পেট দিয়ে হামাগুড়ি দেবে।
১০ মাস	নিজে নিজে বিছানা / মেঝে থেকে উঠতে পারবে এবং খাট ইত্যাদি ধরে অল্প অল্প হাঁটতে পারবে।
১২ মাস	অর্থবোধক কয়েকটি শব্দ (বাবাকে বাবা, মাকে মা, দুধু, মাম) বলতে পারবে, টলমলে হাঁটে।
১৩ মাস	অবলম্বন ছাড়া হাঁটতে পারবে।
১৫ মাস	কাপ থেকে নিজে নিজেই খেতে পারবে।
১৮ মাস	নিজের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাতে পারে, টয়লেটের কথা বলতে পারবে।
২ বছর	সাধারণত রাতে বিছানায় প্রস্রাব করা বন্ধ করে। একা টয়লেটে যেতে পারবে, দাঁত ব্রাশ করতে পারবে।
৩ বছর	ছেলে না মেয়ে সেটা বলতে পারবে, কাপড় খুলতে ও পরতে পারবে।
৪ বছর	এক পায়ের উপর লাফ দিতে পারবে, গল্প বলতে পারবে, ভালভাবে দাঁত ব্রাশ করতে পারবে।
৫ বছর	কথা পরিষ্কার করে বলতে পারবে, বন্ধু বানাবে, লাফালাফি করতে পারবে।

আপনার শিশুর বেলার বয়সের সাথে বিকাশ মাইল ফলকের ব্যবধান ৩ মাসের বেশি হলে শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

শিশুর যত্ন

ঘটনা ঃ মায়ের খাবার

▶ মা ঃ বাবু (৬ মাস) বুকের দুধ খায়। আমি প্রতিদিন ৮টা শিং মাছ, ২টা সবরি কলা এবং দুধ খাই।

ডাক্তার ঃ এই সুযোগে খেয়ে নিন। আপনিতো পরবর্তী বংশ সুরক্ষার জন্য খাচ্ছেন, মনে কোন অস্বস্তি রাখবেন না।

ঘটনা ঃ নানির যত্ন

▶ নানি ঃ আমার নানুমনির (৩ বছর) জন্য এত করি পরে তো মনে রাখবে না।

ডাক্তার ঃ দেখানোর জন্য করলে মনে রাখবে না, মন দিয়ে করলে মনে রাখবে।

ঘটনা ঃ আদরের শিশু

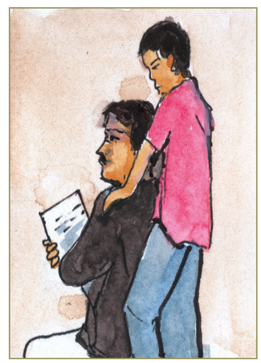

▶ বাবা ঃ আমি খুব আদরের ছিলাম, তাই আমাকে স্কুলে দেয় নাই।

▶ চাচা ঃ বাবু (১৩ বৎসর ৭ মাস) এখনো নিজের হাতে খায় না,পায়খানা প্রস্রাবও করাতে হয়।

ডাক্তার ঃ আসলে মা-বাবা এইসব কাজ করে আনন্দ পায়!

শিশুদের সাবলম্বী করার জন্য পড়াশোনা ও প্রত্যাহিক কাজকর্মে উৎসাহিত করা অবশ্যই প্রয়োজন। সাময়িক পরিতৃপ্তির চেয়ে অফুরন্ত জীবনের সার্থক গঠন বেশী কাম্য।

ঘটনা ঃ শিশুর সাবান

▶ মা ঃ বাচ্চার জন্য বাংলাদেশের কোন সাবান ব্যবহার করি না।

শিশুদের নিউট্রেল (nutral) সাবান দিয়ে গোসল করানো উচিত সেটা যে দেশেরই হোক।

ঘটনা ঃ শিশুর গোসল

▶ বাবা ঃ আমার বাবুকে (৩ দিন) কবে গোসল করাবো, পরে কয়দিন পর পর গোসল করাবো, গরম পানি দিয়ে করাবো না স্বাভাবিক পানি দিয়ে করাবো?

জন্মের ৬ ঘন্টা পরে শরীর মুছে দেওয়া ভালো এবং কমপক্ষে তিন দিন পর গোসল করানো উচিত। জন্মের সময় শরীরে রোগ প্রতিরোধক (vernix caseosa) নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। প্রথম ১-২ সপ্তাহ নরম কাপড় কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে শিশুর মুখ, শরীর, হাত পা'সহ genital area মুছে দেয়া যেতে পারে (sponge bath)। পরবর্তী সময়ে সপ্তাহে ৩ বার বড় গোলাকার পাতে কুসুম গরম পানিতে রেখে গোসল করানো যেতে পারে (tub bath)।

ঘটনা ঃ তৈল মর্দন

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ দিন) গায়ে কি তৈল দিতে পারবো ?

ডাক্তার ঃ কি তৈল আপনি মাখতে চান ?

মা ঃ সরিষার তৈল।

ডাক্তার ঃ তৈল কি খাঁটি ?

মা ঃ দেশ থেকে ঘানি করে আনা খাঁটি সরিষার তৈল!

ডাক্তার ঃ শিশুর শরীরে তৈল মাখলে যদি খুশি হন তাহলে মাখুন।

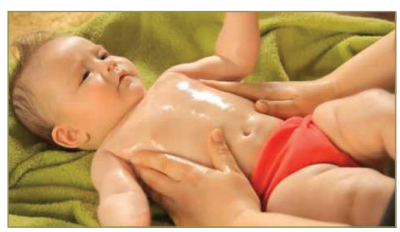

শিশুর শরীরে তৈল মাখিয়ে ম্যাসেজ করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এতে ত্বকে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

ঘটনা ঃ শিশুর চুল ফেলা

▶ মা ঃ বাবুর (৩৫ দিন) চুল ফেলা যাবে? মাথা ন্যাড়া করা যাবে ?

ডাক্তার ঃ যার চুল তাকে জিজ্ঞেস করেন ।

মা ঃ ওতো কথা বলতে পারে না । কথা বলতে পারলে কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম?

ডাক্তার ঃ যখন কথা বলতে পারবে তখন বাবুর অনুমতি নিয়ে চুল ফেলতে পারেন ! শিশুর চুল ফেলে মাথা ন্যাড়া করা জরুরী না । বাবার মাথায় চুল থাকলে মাথা ন্যাড়া না করলেও চুল থাকবে ।

ঘটনা ঃ শিশুর পড়াশোনা

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৮ বছর) পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ নাই, গান বেশী পছন্দ করে ।

ডাক্তার ঃ তোমাকে তো অনেক পড়তে হবে, TV star হয়ে গেলে ইংরেজীতে কথা বলতে হবে, বিদেশ যেতে হবে । তাই না!

ঘটনা ঃ শিশুর মুসলমানি (Circumcision)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৬ মাস) মুসলমানি দেওয়ার পর থেকে ভীতু হয়ে গেছে!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বৎসর) এখনো মুসলমানি করাই নাই, মুসলমানি করালে নাকি লম্বা হয় ?

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ৫ মাস) মুসলমানি করিয়েছি, ঐ জায়গা ধরতে দেয় না, ব্যথা পায় ।

ডাক্তার ঃ ওরটা আপনি ধরবেন কেন?

▶ দাদা ঃ বাবুর (৪ বৎসর) ছুন্নত কাম এখনও হয় নাই !

▶ বাবা ঃ আমার বাবুকে (৫ বছর) মুসলমানি করার পর আর ডাক্তার দেখাতে হয় নাই, এক বছর হয়েছে মুসলমানি করিয়েছি ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর, ওজন ৩৫ কেজি) মুসলমানি করাইছি, শুকাইয়া যাওয়ার জন্য, কিন্তু শুকায়নাই ।

▶ মা ঃ ডাক্তার বলেছে শরীর বাড়ার জন্য বাবুর (৬ বৎসর) মুসলমানি করাতে ।

মুসলমানি করালে লম্বা হয় এমন কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই

ফাইমোসিস হলে মুসলমানি করে নিতে হয়। শিশুর মুসলমানি নবজাতক বয়সেও করা সম্ভব। শিশুরা ঘন ঘন অসুস্থ হয় ৫ বছর বয়স পর্যন্ত। এর পরে অসুস্থ হবার হার বেশ কমে যায়। মুসলমানি করাতে হলে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করা উচিত। নতুবা ব্যথা বা পুরো অপারেশনের ঘটনার কারণে তার মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে, সে ভীতু প্রকৃতির হতে পারে।

ঘটনা ঃ শিশুর টিকা (Immunization)

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৭ বৎসর) বাচ্চার বাবা টিকা দিতে দেয় নাই। বলেছে আমরাতো টিকা দেই নাই, তাতে কি হয়েছে ? আমরাতো ভালই আছি।

মা ঃ মুরুব্বিরা বলে টিকা দিলে নাকি বাচ্চা বড় হয় না ?

ডাক্তার ঃ ঐ সময়তো টিকা ছিল না, মুরুব্বিরা টিকা দেখলো কিভাবে ?

টিকা দিলে শিশু নিরোগ ও সুস্থ থাকে। আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে তার জন্য শিশুদের সফল টিকাদান উল্লেখযোগ্য। শিশুর টিকা কোনটি কখন দিতে হবে ঃ

শিশুর টিকা দানের নির্ধারিত সময়

টিকা	কখন দিতে হবে				
	১ম ডোজ	২য় ডোজ	৩য় ডোজ	৪র্থ ডোজ	
যক্ষ্মা	জন্মের সময়	-	-	-	-
পেন্টা	৬ সপ্তাহ	১০ সপ্তাহ	১৪ সপ্তাহ	-	
পোলিও	জন্মের পরপর OPV-0	৬ সপ্তাহ OPV-1	১০ সপ্তাহ OPV-2	১৪ সপ্তাহ OPV-3	৯ মাস OPV-4
হাম + রুবেলা (MR)	৯ মাস	১৫ মাস শুধু হাম			
টিটেনাস	১৫ বছর TT-1	১ম ডোজের ১ মাস পর TT-2	২য় ডোজের ৬ মাস পর TT-3	৩য় ডোজের ১ বছরপর TT-4	৪র্থ ডোজের ১ বছরপর TT-5
হেস্কা DPT+HB+IPV+HIB	২ মাস	১ম ডোজের ১ মাস পর	২য় ডোজের ১ মাস পর	৩য় ডোজের ৬ মাস পর	
Hepatitis B	যে কোন দিন	১ম ডোজের ১ মাস পর	১ম ডোজের ৬ মাস পর		
	যে কোন দিন	১ম ডোজের ১ মাস পর	২য় ডোজের ১ মাস পর	১ম ডোজের ১২ মাস পর	
Hepatitis A	১২ মাস	১ম ডোজের ৬-১২ মাস পর			
নিউমোনিয়া (pneumona)	৬ সপ্তাহ - ৬ মাস	১ম ডোজের ১ মাস পর	২য় ডোজের ১ মাস পর	৩য় ডোজের ৬ মাস পর	
	৭-১১ মাস	১ম ডোজের ১ মাস পর	২য় ডোজের ২ মাস পর		
	১২-২৩ মাস	১ম ডোজের ২ মাস পর			
	২৪ মাস ৫ বছর				
ডায়রিয়া (রোটা)	৬ সপ্তাহ	১ম ডোজের ৪ সপ্তাহ পর ৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে			
মামস্, হাম, রুবেলা	৯ মাস	১ম ডোজ থেকে ৩ মাস পর ২য় ডোজ			
টাইফয়েড	২ বছর	প্রতি ২ বছর পর পর			
চিকেন পক্স	৯ মাস	১ম ডোজ থেকে ৬ সপ্তাহ পর			
মেনিনজাইটিস	২ বছর	৩ বছর পর পর আবার ও			
ইনফ্লুয়েন্জা	৬ মাস	প্রতি বছর ফ্লু সিজনের পূর্বে আবারও			
ক্যান্সার সারভিক্স	৯ বছর	১ম ডোজের ১ মাস পর	১ম ডোজের ৬ মাস পর		
জলাতঙ্ক (Rabis)	কুকুর / বিড়াল কামড়ের পর পরই	দিন ০, ৩, ৭, ১৪, ২৮, $\pm$ ৯০			

পেন্টা ঃ ৫টি টিকার সমন্বয়ে তৈরী ঃ ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস এবং নিউমোনিয়া ।

শিশুর খাবার

ঘটনা ঃ বুকের দুধ

▶ মা ঃ বাবুকে (৬ দিন) বুকের দুধ কি বোতলে খাওয়াতে পারবো?

ডাক্তার ঃ বুকের দুধ বুক থেকেই খাওয়াতে হবে নইলে ভবিষ্যতে বোতলের সাথে শিশুর সম্পর্ক হবে!

▶ বাবা ঃ বাবুকে (১৫ দিন) distilled water খাওয়াতে পারবো?

ডাক্তার ঃ ৬ মাস জমজমের পানিও খাওয়ানোর প্রয়োজন নাই!

▶ মা ঃ বাবু (২০ দিন) দুধ খেইপ্যা খায় না।

▶ মা ঃ বাবু (২৫ দিন) বুকের দুধ খায় না, দুধের জন্য মেশিন কিন্যা দুধ ফালাইছি।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (২৭ দিন) গোসল করানো যাবে ?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ যাবে ।

মা ঃ তেল মাখানো যাবে ?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ যাবে।

মা ঃ রোদ্রে দেওয়া যাবে?

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ যাবে ।

মা ঃ বাইরের দুধ খাওয়ানো যাবে ?

ডাক্তার ঃ আপনি কি মনে করেন আমি সব কিছুতেই হ্যাঁ বলব ? ৬ মাস / ১৮০ দিন শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, সরকারও এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

জন্মের পর পরই শিশুকে মায়ের শাল দুধ দেয়া প্রয়োজন। যখন খেতে চাবে তখনই শিশুকে বুকের দুধ দিতে হবে। ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এবং পরবর্তীতে পরিবারের খাবারের পাশাপাশি ২ বৎসর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো নিয়ম। দেশ বরেণ্য শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম.কিউ. কে তালুকদার শিশুকে বুকের দুধ ও সঠিক খাদ্যাভাসের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে আজকাল অধিকাংশ মা শিশুদেরকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন।

ঘটনা ঃ বুকের দুধ খাওয়ানোর কেন্দ্রে (Lactation Management Centre - LMC) যাওয়ার পরামর্শ

▶ বাবা ঃ বেয়াদবি মাফ করবেন, বাচ্চাতো (১০ দিন) বুকের দুধ কম পায়...

ডাক্তার ঃ বাইরের দুধ খাওয়াতে চান?

বাবা ঃ (মায়ের দিকে তাকিয়ে) দেখছ, স্যার বুঝে ফেলেছে!

ডাক্তার ঃ দিনে অন্তত ৬ বার পেশাব করলে এবং ওজন ঠিকমত বাড়লে শিশু দুধ ভালই পায়।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২১ দিন) খুব কান্নাকাটি করে। একটা দুধ লিখে দিন।

ডাক্তার ঃ দুধ না কিনে তুলা কিনে কানে দিবেন। আপনাকে দুধ খাওয়ানো পরামর্শ কেন্দ্রে (LMC) যেতে হবে। যাওয়ার সময় আমার নিকট থেকে এর ঠিকানা নিয়ে যাবেন।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ মাস) দুধ পায় না, আমিতো জব (Job) করি

ডাক্তার ঃ আপনার ডেলিভারী কে করিয়েছেন ?

মা ঃ ডাঃ নাজনীন কবীর

ডাক্তার ঃ ডাঃ নাজনীন কবীর, চাকুরি করতেন, বুকের দুধ ব্যতীত মেয়েকে অন্য দুধ দেন নাই।

▶ মা ঃ বাবু (১১ মাস) বুকের দুধ খায় নাই।

ডাক্তার ঃ এটা কি আপনার পালিত বাবু ? বুকের দুধ খাওয়ানোর কথা ছিল আপনার। আপনি বাবুর অধিকার হরণ করেছেন।

বুকের দুধ কম পেলে মা ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো পরামর্শ কেন্দ্রে (LMC) পাঠাতে হবে। বড় বড় হাসপাতালে শিশু/মহিলা বিভাগের সাথে LMC এর কার্যক্রম চালানো হয়। এ কেন্দ্রে যে সব মায়েরা বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না বা পারে না এবং যে সব শিশুরা বুকের খেতে চায় না বা পায় না তাদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য এবং বুকের দুধে অভ্যস্থ করা হয়।

ঘটনা ঃ গরুর দুধ

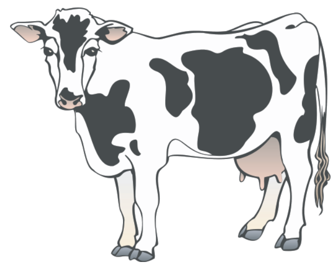

▶ বাবা ঃ আমার বাবুকে (৮ মাস) গরুর দুধ খাওয়াই। দাঁড়াইয়া থাইকা দোয়াইয়া আনি।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৬ মাস) এখনো বুকের দুধ খায়।

ডাক্তার ঃ মা ও বাবুর জেল-হাজত হবে!

মা ঃ তাহলে কি দুধ খাওয়াব ?

ডাক্তার ঃ গরুর দুধ খাওয়ান।

মা ঃ গরুর খাঁটি দুধ কোথায় পাব ?

ডাক্তার ঃ গ্রামে যাবেন ওখান থেকে খাওয়াবেন।

মা ঃ বড় বাবু (৫ বছর) ঢাকাতে স্কুলে পড়ে, ওর কি হবে ?

ডাক্তার ঃ ওকে হোস্টেলে দিবেন।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ৩ মাস) কিছুই খায় না, সারা দিন ২ কেজি দুধ খায়। ঘুমের আগে ১ কেজি দুধ খায়। ঘুমে পায়খানা করে ২-৩ বার, পায়খানা খুব গন্ধ।

▶ মা ঃ আমার বাচ্চাকে (৫ বছর) কি দুধ খাওয়াবো ?

ডাক্তার ঃ আপনি গরুর দুধ / পাস্তুরায়িত তারল দুধ খাওয়ান?

মা ঃ আমার স্বামী দুধ কম্পানিতে কাজ করে। তারা পাউডার মিশাইয়া দুধ বানায়, এত গরু কোথায় পাবে?

শিশুর ১ বছর পূর্ণ হলে পাতলা না করে চিনি না মিশিয়ে গরুর দুধ খাওয়ানো যাবে। গরুর দুধের চর্বি হজম করার জন্য কোন পাচক শিশুর শরীরে না থাকার কারণে শিশুর পায়খানাতে দুর্গন্ধ বেশী হয়।

ঘটনা ঃ পরিপূরক খাবার (Complementary feeding)

▶ মা ঃ বাবুকে কি ভাত খাওয়াতে পারবো ?

ডাক্তার ঃ বাবুর বয়স কত ?

মা ঃ আগামীকাল বাবুর ৬ মাস পূর্ণ হবে ।

ডাক্তার ঃ আজতো শবে বরাত - আজ রাতে কপালে ভাত লেখা হবে এবং আগামীকাল ৬ মাস পূর্ণ হবে তাই কাল থেকে ভাত দিতে পারবেন ।

▶ মা ঃ বাবু (৬ মাস) কি কি খেতে পারবে?

ডাক্তার ঃ আপনারা কি কি খান?

মা ঃ আমরাতো সব খাই ।

ডাক্তার ঃ ওকে সব খাওয়াবেন, পান, বিড়ি সিগারেট বাদ দিয়ে । পান, বিড়ি, সিগারেট তো নেশার খাবার, আসল খাবার না, তাই খাওয়াবেন না ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৭ মাস) কি দুধ ভাত খেতে পারবে ? কি দুধ দিয়ে ভাত খাওয়াব ।

ডাক্তার ঃ বুকের দুধ এবং দুপুরে ডালভাত খাবে, একসাথে দুধ ভাত খাবে না ।

▶ মা ঃ বাবুকে (১০ মাস) মুরগির স্যুপ খাওয়াতে পারবো?

ডাক্তার ঃ দেশী বা ফার্ম এর মুরগি, কোন মুরগি খাওয়াতে চান?

▶ মা ঃ কলা তো ঠান্ডা, কলা খেতে পারবো?

ডাক্তার ঃ কলাতে এলার্জি না হলে খাওয়াতে পারবেন ।

▶ বাবা ঃ মা এর খাবারের কোন নিয়ম আছে কি?

ডাক্তার ঃ (মাকে) সব হালাল খাবেন, হারাম খাবেন না ।

▶ মা ঃ বাবু (১০ বছর) কি কি খাবে?

ডাক্তার ঃ যা হালাল তাই খাবে ।

মা ঃ করলা খেতে পারবে?

ডাক্তার ঃ করলা হালাল কি?

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৯ মাস) কি কি খাওয়াব একটা লিষ্ট করে দিন ।

ডাক্তার ঃ এই নিন আপনার বাবুর খাবারের লিস্ট, এখানে বাবুকে কখন কি কিভাবে খাওয়াবেন এবং কি খাওয়াবেন না সব লিস্ট করা আছে ঃ

১। শিশুকে জন্মের পর পরই শাল দুধ দিতে হবে।

২। ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, এক ফোঁটা পানি খাওয়ানোরও প্রয়োজন নেই।

৩। ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর বুকের দুধের পাশাপাশি পরিবারের খাবার - সবজি, ডাল, মাছ, মাংস ও অন্যান্য খাবার দেয়া যাবে। দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

৪। প্রতিদিন ৩ প্রকারের খাবার শিশুকে খাওয়াতে হবে
(ক) শক্তিদায়ক খাবার যেমন- ভাত, রুটি, চিনি, গুড়, আলু, তৈল, ঘি, ডালডা, মাখন ইত্যাদি (খ) শরীর বৃদ্ধিকারক খাবার যেমন - মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, সিমের বিচি, মটর ইত্যাদি এবং
(গ) রোগ প্রতিরোধমূলক খাবার যেমন- শাক-সবজি ও ফলমূল

৫। শিশুকে বাণিজ্যিক খাবার যথা - বোতল দুধ, সেরেলাক খাওয়ানো সঠিক নয়।

৬। শিশুদের খাবারে ঝাল না দেওয়াই ভাল বরং বেশী করে তৈল দেওয়া উচিত।

৭। শিশুদের জোর করে খাওয়ানো ঠিক না এতে খাবারের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং পরবর্তীতে মায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং ভীতি জন্মে।

৮। শিশুদের বেশী সময় নিয়ে খাওয়ানো অনুচিত এতে করে খাবার নিয়ে অযথা সবার সময় অপচয় হয় এবং শিশু অতিরিক্ত মনোযোগ পাবার কারণে দাম্ভিক ও বেপরোয়া হয়ে যেতে পারে।

৯। শিশুকে ঘুমে খাওয়ানো উচিত না এতে পরিবারের শক্ত খাবার এ অভ্যস্ত করা কঠিন হয় এবং কান পাকা অসুখের প্রবণতা বেড়ে যায়।

ঘটনা ঃ শিশুকে খাওয়ানো

▶ মা ঃ বাচ্চা খায় না, ক্ষিধা লাগলে ল্যাং ল্যাং করে, খেনখেন করে, উতানি পাতানি করে। বাইল বুইল দিয়া, ঘুরাইয়া প্যাচাইয়া, হাইট্টা হুইট্টা খাওয়াইতে হয়!

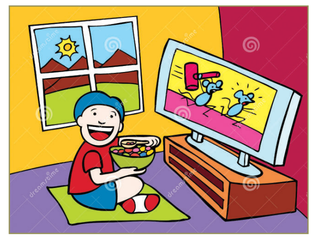

▶ মা ঃ বাবুকে (২ বছর ৩ মাস) রাস্তা-ঘাটে, মাঠে নিয়ে, টিভি দেখিয়ে, কার্টুন দেখিয়ে খাওয়াই।

▶ মা ঃ বাবু (২ বছর) তো কিছুই খেতে চায় না, ডাক্তারের ভয় দেখিয়ে খাওয়াই।

ডাক্তার ঃ একটু বেশী ভাত খাওয়ানোর জন্য সারা জীবনের জন্য ভীতু করে গড়ে তুলছেন, জীবনে ভাতই খাবে, ভাল কিছু ওকে দিয়ে হবে না!

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (১৪ মাস) Lap top, Computer, সিঁড়িতে নিয়ে, ছাদে নিয়ে খাওয়াতে হয়, ৬ তলা থেকে ১০ তলায় নিলে বেশী খায়।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১১ মাস) পেট বড়, খাওয়ালে বমি করে। ওর বাবা বলে বাবু ঠিকই আছে।

ডাক্তার ঃ ওর বাবাই ঠিক। বাবুরও কোন সমস্যা নাই। ওর মায়ের চিকিৎসা লাগবে, সমস্যা মায়ের।

মা ঃ আমিতো আপনাকে দেখাতে আসি নাই। আমার চিকিৎসা করবেন কেন?

▶ মা ঃ বাচ্চাকে (৮ মাস) দেশের থেকে চালের গুড়া এনে খাওয়াই।

ডাক্তার ঃ বাচ্চাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিন। কষ্ট করে শহরে রেখে গ্রামের চালের গুড়া খাওয়াবেন না।

▶ মা ঃ বাবু (১৫ মাস) গ্রামের বাচ্চারা এই বয়সে অনেক কিছু খায়।

ডাক্তার ঃ বাচ্চাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিন।

ঘটনা ঃ শিশুর ঘুমে খাওয়া

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর) দিনে কিছুই খায় না ।

ডাক্তার ঃ (বাবুকে পরীক্ষা করে) ওরতো স্বাস্থ্য ভালই আছে, ওজনও ঠিক আছে । তাহলে বাবু কখন কি খায়?

মা ঃ বাবু শুধু ঘুমে বোতলে দুধ খায় ।

▶ মা ঃ বাবু (১২ মাস) দিনে খায় না । রাতে শুধু পুরো বোতল দুধ খায় ।

▶ মা ঃ বাবু (১৫ মাস) শক্ত খাবার সজাগে খায় না, তাই ঘুমেই খাওয়াই ।

পেট ভরা থাকার কারণে দিনের বেলা খেতে চায় না । শিশুরা শুধু ঘুমে খেলে কান পাকা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ।

ঘটনা ঃ ঘড়ি ধরে খাওয়ানো

▶ মা ঃ বাবুকে (৩ বৎসর, ২৩ কেজি), ঘন্টাতে ঘন্টাতে খাওয়াই ।

ডাক্তার ঃ বাবু খাওয়া চাইলে দিবেন, না চাইলে দেওয়ার দরকার নাই ।

শিশুদের ঘন ঘন এবং ঘড়ি ধরে খাওয়ানো ঠিক না । এতে শিশুর স্বাধীনতা খর্ব হয়, শিশু একরোখা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মোটা হয়ে যায় ।

ঘটনা ঃ সুস্থ হলুদ শিশু

▶ মা ঃ বাচ্চার (১ বৎসর) শরীর হলুদ, জন্ডিস হয়েছে নাকি ?

ডাক্তার ঃ (বাচ্চাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল বাচ্চা সুস্থ, কিন্তু শরীর হলুদ মনে হয়) বাচ্চাকে কি কি খাবার দেন ?

মা ঃ আমি অবশ্য নিয়মিত গাজর খাওয়াই ।

ঘটনা ঃ পছন্দের খাবার

▶ ডাক্তার ঃ তোমার (৮ বৎসরের শিশু) কি খাবার পছন্দ ?

শিশু ঃ পিৎজা (pizza) আমার খুব ফেভ্‌রিট, আমি অবশ্য কোনদিন খাই নাই!

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ বৎসর ১০ মাস) প্রতিদিন সেমাই খেতে পারবে? খুব খেতে চায়!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) কিছুই খায় না আমাদের এত টাকা পয়সা ! আমার বুকটা ফাইট্টা যায় ।

ডাক্তার ঃ আমি যা বলব তা কিন্তু খায় ।

মা ঃ বলেন স্যার ।

ডাক্তার ঃ চকলেট, চিপস্‌, চুইংগাম, চিকেন, চানাচুর, চাটনি, চুষনী, চা ও চুমা । ‘চ’ দিয়ে যা আছে সবই খায় !

মা ঃ ডাক্তার সাহেব, এগুলোতো খায়ই, ভাততো খায় না !

▶ মা ঃ বাবু (৪ বছর) খুব খায়, কিন্তু সবজি খায় না। ১ কেজি আঙ্গুর খেয়ে ফেলে। ২/৩টা কমলা একবারে খেয়ে ফেলে !

▶ মা ঃ বাবু (৭ মাস) ইতালীতে থাকে, ৬ মাসের জন্য দেশে এসেছি। কোন মাসে কি খাবে, সবই ইতালি থেকে নিয়ে এসেছি।

▶ মা ঃ বাবু (৪ বৎসর ৬ মাস) দিনের মধ্যে ২০-২৫ বার পার্ক চকলেট খায়।

▶ মা ঃ বাইরের জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বেশী। ঘরের খাবার খায় না।

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (৫ বছর ৬ মাস) মিষ্টি খুব পছন্দ

ডাক্তার ঃ ভালতো আপনার একটি মিষ্টি মেয়ে আছে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর ১ মাস), চানাচুর খুব প্রিয়, ২০ টাকার চানাচুর একবারে খেয়ে ফেলে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর) ঘরের খাবার খেতে চায় না। বাইরের খাবার খুব খায়। আমি ডিম সিদ্ধ করে বাইরে নিয়ে খাওয়াই!

▶ মা ঃ বাবু (১ বৎসর ১ মাস) প্রতিদিন কয়টা আঙ্গুর খেতে পারবে ডাক্তার সাহেব ?

ডাক্তার ঃ যে কটা খেলে বমি না হয় অথবা পেট খারাপ না করে।

ঘটনা ঃ শিশুর না খাওয়া

▶ মা ঃ ডাক্তার সাহেব আমার মেয়ে কিছুই খায় না।
(১২ বছর, ওজন ৭৩ কেজি, যেখানে ৩৫ কেজিই যথেষ্ট)

ডাক্তার ঃ সকাল থেকে কি কি খেয়েছে ?

মা ঃ সকালে ১ প্লেট ভাত, ২টা ডিম, ১টা মুরগির রান, ২ বোতল দুধ, ১টা বার্গার ও ১ বোতল RC খেয়েছে।

▶ মা ঃ বাবু একদম খায় না, ওর ব্রেইন কেমন করে হবে ?

ডাক্তার ঃ আপনাদের ব্রেইন ভাল হলে বাবুর ব্রেইন ভাল হবে। আপনাদের ব্রেইন কেমন ?

বাবা ঃ (মাকে) এই শোন, ব্রেইনের ব্যাপারে স্যারকে আর কিছু বলো না!

▶ মা ঃ বাবুর (১৩ মাস) একটুও মুখে রুচি নাই, খাবার মুখে নেয় আর খায় না। মুখে নিয়ে দেখে মজা না হলে খায় না, ভদ্র দেখে ফেলেও দেয় না।

▶ মা ঃ বাবু (১৪ মাস) একদম খেতে চায় না। অমনোযোগী করে খাওয়াতে হয় TV তে advertise দেখিয়ে।

▶ মা ঃ বাবুতো (৩ বছর) কিছুই খায় না।
কি করবো ডাক্তার সাহেব ?

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করে দেখা গেল বাবুর ওজন, উচ্চতা ও স্বাস্থ্য ঠিক আছে) বাবু না খেলে জোর করে খাওয়াবেন না, টাকা পয়সা ব্যাংকে জমা রাখবেন। ওতো হাওয়া খেয়ে ভাল আছে!

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর) কিছুই খায় না। কিন্তু গোসলের সময় পানি খেয়ে ফেলে।

ডাক্তার ঃ দুধ দিয়ে গোসল করাবেন, তবে আর খাওয়ার চিন্তা করতে হবে না!

▶ মা ঃ বাবু (৩ বৎসর) খালি বোতল খায় (বোতলের দুধ), আর কিছু খায় না।

ডাক্তার ঃ ভবিষ্যৎ খারাপ!

▶ মা ঃ বাবু (১ বৎসর) খেতেই চায় না, খাওয়াতে অনেক সময় লাগে। ১০০ টা খাবার দেখালে ১টা খায়।

▶ মা ঃ দুনিয়াতে এমন কিছু নাই যেটা বাবু (৪ বৎসর) খেতে চায়!

▶ মা ঃ বাবু (৪ বৎসর) নিজের খাবার ছাড়া অন্য কোন খাবার খেতে পারে না, শুধু খিচুড়ি খায়।

▶ মা ঃ বাবুর (১৭ মাস) কোন সমস্যা নেই, ওর খাবারের প্রতি কোন অনুভূতি নাই।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৯ মাস) সারাদিন খায় না।
ডাক্তার ঃ না চাইলে সাতদিন খাবার দিবেন না, কেউ না খেয়ে অসুস্থ হয় না। বেশী খেলেই মোটা হয়, ডায়াবেটিস হয় এবং প্রেসার বাড়ে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৭ বছর) সারা দিন কিছু খায় না।
ডাক্তার ঃ যত দিন না খায় খাওয়াবেন না।
মা ঃ না খাওয়ালেতো মইরা যাইব।
ডাক্তার ঃ মইরা গেলে আমারে ধরবেন।
মা ঃ মইরা গেলে ধইরা কি লাভ?

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৪ মাস) প্রতিবার খাবার মুখে দেয়, মাঝে মাঝে মনের ভুলে গিলে পানি দিলে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) খায় না। বুকের, পিঠের সব হাড্ডি দেখা যায়।
ডাক্তার ঃ বাবার স্বাস্থ্য কেমন?
মা ঃ বাবা ব্যাংকে চাকরি করে, এসির মধ্যে বসে বসে কাজ করে, তাই স্বাস্থ্য ভাল।
ডাক্তার ঃ বিয়ের আগে কেমন ছিল
মা ঃ বিয়ের আগেতো শুকনা ছিল।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৩ বছর) না খেলে ইনজেকশন দিবেন না?
ডাক্তার ঃ না দিব না । মিথ্যা কথা বলবেন না, একটু খাওয়ানোর জন্য মিথ্যাবাদী হলে ওর মনটা ছোট হবে। জীবনে কিছু করতে পারবে না।

মা-বাবারা শিশুর খাবার নিয়ে অহেতুক চিন্তা করে কষ্ট পান। বয়সের তুলনায় মা বাবার সাথে সম্পর্ক রেখে ওজন ও উচ্চতা ঠিক থাকলে এবং শিশুটি প্রাণ চঞ্চল হলে, খেলাধুলা করলে খাবার নিয়ে চিন্তা করা বিলাসিতা।

ঘটনা ঃ শিশুর ভাত না খাওয়া

▶ মা ঃ বাবু (২ বছর ৯ মাস) শুধু তরল খাবার খায়, ফাইভ স্টার চকলেট দিলেও ভাত খায় না।

▶ মা ঃ ভাত খেতে বললে বলে পেট ব্যথা করে।

▶ মা ঃ ভাত খায় না, কিছুই খায় না, লম্বা হয় না, বাড়ে না, ওজন বাড়ে না।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বৎসর) ভাত খায় না, খিচুড়ি খায় না. চকলেট খায়, চিপস খায়, গলায় সমস্যা আছে নাকি?

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর ৪ মাস) ভাত খেতে চায় না।

ডাক্তার ঃ যারা বেশী ভাত খায় তাদের অনেকের ডায়াবেটিকসহ অন্যান্য রোগ হতে পারে, তাই ভাত না খেলে কোন অসুবিধা নাই।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর ৬ মাস) ভাত তরকারি কিছুই খেতে চায় না।

সঠিক সময়ে পরিবারের খাবার দেয়া অভ্যাস করলে শিশুর খাবারের সঠিক অভ্যাস গড়ে উঠে। শিশুর খাবারে পর্যাপ্ত পরিমান ক্যালরি থাকা প্রয়োজন।

ঘটনা ঃ শিশুর হলুদ খাবার না খাওয়া

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বৎসর) কোন হলুদ খাবার খায়না, হাগুর রং যে হলুদ!

ঘটনা ঃ শিশুর কলা না খাওয়া

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বৎসর) কলা দিলে কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দেয়, কলা দেখতে নাকি হাগুর মতো !

ঘটনা ঃ মুখে রুচি না থাকা

▶ মা ঃ বাবুর (১ বৎসর ৪ মাস) মুখে রুচি আসার জন্য এবং পেটে ক্ষিধে লাগার জন্য ঔষধ দিন ।

ডাক্তার ঃ আপনার রান্না মজা হয় না ।

মা ঃ আপনাকে বাসায় নিয়ে খাওয়াব !

ডাক্তার ঃ তাহলেতো ভালই হয়!

▶ মা ঃ মনে কিছু না করলে বাবুকে (২ বৎসর) রুচির ঔষধ দিবেন?

▶ মা ঃ (সিলেটি মা) খানির কোন রুচি নাই, দিন দিন খালি শুকায় ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) শুধু বাইরের (দোকানের) খাবার খেতে চায় ।

ডাক্তার ঃ আপনার রান্নাতো মজা হয় না ।

বাবা ঃ না, ডাক্তার সাহেব রান্নাতো ভালই হয় ।

ডাক্তার ঃ বাসায় মেহমানদের খাওয়ানোর পরে বড়রা বলবে, ভাবী রান্না খুব ভাল হয়েছে (অন্ততঃ চক্ষু লজ্জার খাতিরে) কিন্তু শিশুরা চরম সত্যবাদী, তারা কোন মিথ্যার আশ্রয় নিতে জানে না । কাজেই আপনি ভাল রান্না করা শিখেন ।

মা ঃ ভাল রান্না কোথায় শিখব ?

ডাক্তার ঃ আপনি সিদ্দিকা কবীরের রান্নার বই পড়বেন । উনি বেঁচে থাকলে উনার কাছেই যেতে বলতাম!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর) কিচ্ছু খায় না

ডাক্তার ঃ আপনার রান্না মজা হয় না ।

মা ঃ আপনার দাওয়াত থাকল বাসায় । ওর (স্বামীকে দেখিয়ে) ওজন ৫১ কেজি ছিল বিয়ের সময়, এখন ৬৮ কেজি!

ডাক্তার ঃ আমরা অনেকে জিহ্বার জন্য খাই, জ্ঞানীরা জীবনের জন্য খায় । ছোট্ট কাল থেকে আমাদের সঠিক স্বাস্থ্যকর খাওয়ানোর অভ্যাস করলে পরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাস স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গড়ে উঠে ।

ঘটনা ঃ খেতে না দেওয়া

▶ শিশু ঃ মা আমাকে বিকালে কিছু খেতে দেয় না।
(শিশুর বয়স ১২ বৎসর ৪ মাস, ওজন ৬৫ কেজি, যেখানে ৩৫ কেজি ওজন যথেষ্ট)

ঘটনা ঃ শিশুর ঝাল না খাওয়া

▶ মা ঃ আমার মেয়ে (৯ বৎসর) তরকারি মুখে দিতে চায় না ।
ডাক্তার ঃ (মেয়েকে) তরকারিতে কি ঝাল বেশী হয় ?
মেয়ে ঃ মা খুব ঝাল দেয় ।
ডাক্তার ঃ ঝাল বেশী খাওয়ার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নাই।

ঘটনা ঃ শিশুর বাণিজ্যিক খাবার

▶ মা ঃ গরীবের বাচ্চা থালা ভরে ভাত খায়, আমার বাচ্চা দামী দুধ খাবে না, সেরেলাক খাবে না, এটা কি সহ্য করা যায় ?
ডাক্তার ঃ গরীবের বাবুরা থাকে মাঠে ছোটা ছুটি ও রাস্তায় খেলাধুলা করার কারণে পেটে ক্ষুধা লাগে এবং যা পায় তাই খায়। আপনি থাকেন ফ্ল্যাটে আর বাচ্চা থাকে কোলে, তাই ক্ষুধা কম লাগে।

▶ মা ঃ কমপ্লেইন বা হরলিক্স খাওয়ালে ক্ষতি হবে?
ডাক্তার ঃ দোকানদারদের লাভ হবে।
▶ মা ঃ আমার বাবুকে (১ বৎসর) সেরেলাক খাওয়াতে পারবো ?
ডাক্তার ঃ পারবেন দুটি শর্তপূরণ করলে ঃ
(১) বাবু যদি বড় হয়ে সেরেলাক খায় এবং
(২) আপনারা (মা-বাবা) যদি নিয়মিত সেরেলাক খান!

▶ ডাক্তার ঃ আপনার বাবুকে (৭ মাস) কি খাওয়ান ?
মা ঃ সেরেলাজ (cerelac)।
ডাক্তার ঃ সেরেলাজ কি? এর নাম তো কোনদিন শুনি নাই!
মা ঃ স্যারই শুনে নাই, তাহলে আমরা কি খাওয়াই !

ছয় মাস পূর্ণ হলে শিশুদের পরিবারের খাবার দেওয়া উচিত।
বাণিজ্যিক খাবার যথা- টিনের দুধ, সেরেলাক ইত্যাদি খাওয়ানো ঠিক না।

ঘটনা ঃ শিশুর চিবিয়ে না খাওয়া

▶ মা ঃ বাবু (৩ বৎসর ৬ মাস) কোন খাবার চাবাইয়া খায় না ।

▶ মা ঃ বাবু (৩ বৎসর) খালি বমি করে, blender করে ছেলেকে খাওয়াতে হয়, তারপরও বমি করে যদি একটি চাকা থাকে, Joint family তো তাই আরও অসুবিধা ।

শিশুদের স্বাবলম্বী করার জন্য নিজেদের খাবার চিবিয়ে খাবার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন ।

ঘটনা ঃ শিশুকে খাবার না দিতে অযথা উপদেশ দেওয়া

▶ মা ঃ বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম । বাচ্চার (৮ মাস) ডায়রিয়া হয়েছে । ননদ বলেছে গরুর দুধ খাওয়ার জন্য । বাচ্চাকে বুকের দুধ খেতে দেয় নাই । বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় বুকে দুধ খাওয়ানোর পর বাচ্চা হাত পা নাড়া শুরু করে । আগে হাত পা নাড়ে নাই !

▶ মা ঃ বাবুর (৮ বছর) চিকেনপক্স হয়েছে । শ্বাশুড়ি বলেছেন মাছ খেতে পারবে না । শ্বাশুড়ির বাসায় থাকিতো তাই উনি যা বলবেন তাই খেতে দিতে হয় ।

▶ মা ঃ বাবু (২০ মাস) সবাই বলে শীতের সবজি, ফল না দিতে ।

ডাক্তার ঃ যারা বলে তারা কি খায়? তাদের হয়তো কম পড়বে!

▶ মা ঃ বাবুর (১৮ মাস) অনেকে বলে, বাচ্চাদের দুই বৎসর পর্যন্ত চিনি দিতে নাই ।

▶ বাবা ঃ শাক কপালে জোটে না, শাক রান্না করা কঠিন, তাই বাসায় শাক রান্না হয় না । (মা নিশ্চুপ!)

শিশু অসুস্থ হলে কোন অবস্থাতেই বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা ঠিক না । শিশুদের সবধরনের খাবার সব সময়ই দিতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন ।

ঘটনা ঃ মায়ের জ্বর হলে বাবুকে বুকের দুধ না দেওয়া

▶ মা ঃ আমার জ্বর, বাবু (১৫ মাস)
বুকের দুধ খেতে পারবে কি?
অনেকে বাবুকে বুকের দুধ
দিতে নিষেধ করে।

মায়ের জ্বর হলে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা ঠিক না। বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর শরীরে জ্বরের প্রতিষেধক প্রবেশ করে এবং শিশুকে অনেকটা protection দেয়। শিশু অসুস্থ হলেও অসুখ বেশী মাত্রায় হয় না।

ঘটনা ঃ জোর করে খাওয়ানো

▶ মা ঃ বাবু (৪ বছর) কিছুই খায় না।
ডাক্তার ঃ (বাবাকে) মা বাচ্চাকে কিভাবে খাওয়ায় বলেনতো ?
বাবা ঃ ডাক্তার সাহেব, বিশ্বাস করবেন না, রিমান্ডে নেয়ার মত করে কাজের মেয়ে দিয়ে হাত পা ধরে খাওয়ায় !
মা ঃ তুমি (বাবাকে) তো বাসায় থাক না, সবতো আমাকেই সামলাতে হয়।

▶ মা ঃ জোর করে খাওয়াই, হাত পা ধইরা, নাক টিপ্পা খাওয়াই একদম খায়না, আজকে মাইরা ঠোঁট ফাটাইয়া ফেলাইছি, না খাইলে কি ভালো লাগে, আমি আর বাঁচি না! আল্লাহ যদি ওরে একটু রুচি দিতো।

ডাক্তার ঃ আপনি কি করেন ?
মা ঃ আমি পুলিশের কনস্টেবল।
ডাক্তার ঃ ওর বাবা কি করে ?
মা ঃ ওর বাবাও পুলিশ এসআই।
ডাক্তার ঃ তাহলেতো ওর তো রিমান্ড ছাড়া কোন উপায় নাই!

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (১৩ মাস) খাওয়াইতে গেলেই হাপুর পাইরা অন্য দিকে চইলা যায়। আমি ওর হাত-পা ধরে জোর করে খাওয়াই!

▶ মা ঃ বাচ্চাকে (১ বৎসর ১০ মাস) রান্না ঘরের খুনতি সামনে নিয়ে খাওয়াতে হয়।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (১ বছর ৮ মাস) জোর করে খাওয়াই।
ডাক্তার ঃ আপনি ভাল মা, কাজের মেয়ে দিয়ে হাত-পা ধরে খাওয়ান না !

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (১৫ মাস) পায়ের চিপায় ফালাইয়া, দুই হাত পা ধইরা খাওয়াই।

▶ মা ঃ বাবু (১০ মাস) খেতে চায় না, তেলাপোকা মেরে সামনে রেখে খাওয়াই।

▶ মা ঃ বাবুকে (২ বছর) বাইন্দা খাওয়াই, তেলাপোকা দিয়ে ভয় দেখিয়ে খাওয়াই।

▶ মা ঃ বাবু (১ বছর ৭ মাস) খেতে চায় না, টিকটিকি মেরে সামনে ঝুলিয়ে রেখে খাওয়াতে হয়।

▶ মা ঃ আমাদের বাবু (১৮ মাস) কোন কিছুই খায় না।
ডাক্তার ঃ (বাবাকে) বলেনতো বাবুকে কিভাবে খাওয়ান?
বাবা ঃ আমরা জোর করে খাওয়াই।
ডাক্তার ঃ (বাবাকে) আপনিও ধরেন ? ওর পক্ষেতো কেউ রইল না।

▶ বাবা ঃ জোর করে খাওয়ানোর সময় মা বাবুর সাথে যুদ্ধ করে, আমি সহ্য করতে না পেরে অন্য ঘরে চলে যাই।

▶ মা : খাবার নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়

ডাক্তার : আপনার তো সৈনিক হবার প্রয়োজন ছিল।

▶ মা : বাবু (১৮ মাস) খাবে না, খেলবে।
খাবার দেখলে ভয় পায়, হাত পা ধরে খাওয়াই, ওকি সুস্থ?

▶ মা : বাবুকে (৩ বৎসর) জোর করে না খাওয়ালে আমার মানসিক টর্চার হয়।

ডাক্তার : আপনি তো ওর উপর মানসিক এবং শারীরিক 'দুই টর্চারই' করছেন।

▶ মা : জোর করে খাওয়ালে কি সমস্যা?

ডাক্তার : মাকে ভয় পাবে।

মা : মাকে ভয় পেলে কি সমস্যা?

ডাক্তার : বড় হলে মাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিয়ে থাকবে।

▶ ডাক্তার : বাবুকে (১ বছর) জোর করে খাওয়াবেন না, এই লিখেও দিলাম।

মা : স্যার, দিলেনতো সর্বনাশ করে! আমার স্বামী দেখলে আমার অসুবিধা হবে। ও এমনিতেই বলে আমি নাকি জোর করে খাওয়াই!

▶ মা : আমার বাবুকে (৮ মাস) শোওয়াইয়া খিচুড়ি খাওয়াই, পরে দাঁড় করাই, এরপর সে গিলে। অনেক কারুকাজ করে খিচুড়ি খাওয়াতে হয়, ডাক্তার সাহেব!

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৪ মাস) খেতে চায় না আগে কান্না করলে মুখে খাবার ঢুকিয়ে দিতাম, এখন মুখ বন্ধ করে কান্না করে।

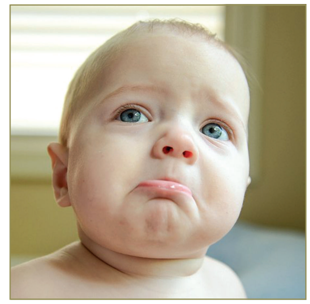

▶ মা ঃ আমার ২ বাচ্চার একই সমস্যা, খাওয়া অপছন্দ, স্বাস্থ্য খারাপ, পেটে ব্যথা। জোর করে না খাওয়ালে কিছুই খেতে চায় না।

ডাক্তার ঃ ২ বাচ্চারই একই মা, এখানেই সমস্যা।

▶ মা ঃ বাবুতো (২ বৎসর) খায় না, তাই পিটিয়ে খাওয়াই, কোন সমস্যা আছে?

ডাক্তার ঃ বুড়া হলে আপনাকে প্রবীণ নিবাসে থাকতে হবে।

▶ মা ঃ বাবুকে (২৩ মাস) মাইর দিয়া মাড় খাওয়াই।

▶ মা ঃ ঈশ্বরদী থেকে এসেছি। আমার বাবু (৩ বছর) একদম খায় না। কিন্তু চোখের পলকে দুষ্টামি করে।

ডাক্তার ঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বাবুর কোন সমস্যা নাই। চিকিৎসাতো বাবুর মাকে করতে হবে। বাবুকে জোর করে খাওয়াবেন না।

মা ঃ স্যার, শ্বাশুড়ি জানলে বকা দিবে, উনি বলছিলেন ওর কোন সমস্যা নাই।

▶ মা ঃ বাবুকে (৪ বছর) জোর করে খাওয়ালে স্বাস্থ্য ভাল হয় কিন্তু মন খারাপ হয়ে যায়।

▶ মা ঃ (বাবুর গলা দেখার সময় প্রচন্ড ভাবে বাঁধা দিচ্ছে) ডাক্তার সাহেব, বাবু মনে করছে আপনি ওকে খাওয়াবেন। তাই সে এমন করছে।

শিশুকে জোর করে খাওয়ানো, খাবারের জন্য গালমন্দ করা, মারধর করা সঠিক নয়। মোটা ও নাদুস নুদুস শিশুর চেয়ে প্রাণবন্ত, উচ্ছল ও চঞ্চল শিশুই বেশী কাম্য।

ঘটনা ঃ শিশুকে জোর করে খাওয়ানো ও বমি

▶ মা ঃ বাবু (২০ মাস) কিচ্ছু খায় না, বুকটা ফাইট্টা যায়, ঘরে ৪/৫ জন কামাই করে, একটা মাত্র মাইয়া জোর করে খাওয়াই আর ঠেলা দিয়া বমি করে ।

▶ বাবা ঃ বাবুকে (১৪ মাস) ওর মা খুব জোর করে খাওয়ায় এবং বমি করলে বমিও খাওয়ানো হয় ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ বৎসর ৫ মাস) খুব বমি করে ।
ডাক্তার ঃ সব সময় করে?
মা ঃ একটু বেশী খাওয়ালে করে ।
ডাক্তার ঃ ওকে একটু কম খাওয়াবেন ।

▶ মা ঃ বাবু (১৬ মাস) খাওয়া দেখলে অক্ করে, পলাইয়া থাকে ও ঘুমের ভান করে ।

▶ মা ঃ বাচ্চা শুধু বমি করে
ডাক্তার ঃ জোর করে খাওয়ান?
মা ঃ ওতো কোন কিছু নিজে থেকে খায় না ।
ডাক্তার ঃ আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি ।
মা ঃ হ্যাঁ, জোর করে খাওয়াই ।

▶ মা ঃ খাবার দেখলে বমি করে, জোর করে, যুদ্ধ করে খাওয়াতে হয় ।
ডাক্তার ঃ বাচ্চার সাথে অসম যুদ্ধ করেন কেন? বাবার সাথেই যুদ্ধ চালাবেন!

▶ মা ঃ বাবু (১৬ মাস, ১২.৫ কেজি) খাওয়া হলেই বমি করে, বাটি চামচ দেখলেই বমি করে, ডাক্তার বদলাইলাম, কিন্তু কাজ হয় নাই ।
ডাক্তার ঃ মা বদলাতে হবে!

▶ মা ঃ বাবু (১০ মাস) খাইলে বমি করে ।
ডাক্তার ঃ কথাটা ঠিক না । খাইলে করে না, (আপনি) খাওয়ালে বমি করে ।
মা ঃ জ্বি স্যার !

▶ মা ঃ বাবুকে (১০ মাস) বেশী খাইলেই 'অক্' করে বমি করে ।
ডাক্তার ঃ বেশী খাবে কেন? কম খাওয়াতো সুন্নত ।
মা ঃ চামচ দিয়ে মুখ কেটে গেছে, কেউ হাত ধরে, কেউ পা ধরে, আমি নাক ধরে খাওয়ায় ।

▶ মা ঃ বাবু (২ বছর ৪ মাস) কিচ্ছু খায় না, কাউকে খাইতে দেখলেও অক্ করে ।

▶ মা ঃ বাবুকে (৯ বছর) সকালে খেতে পারে না, জোর করে খাওয়ালে বমি করে ।

▶ মা ঃ বাবু (১ বৎসর ৩ মাস) খাবার সামনে নিলেই বমি করে
ডাক্তার ঃ খাবার পিছনে রেখে খাওয়াবেন ।

ঘটনা ঃ শিশুর খাওয়া ও নাভির নিকট পেট ব্যথা

▶ মা ঃ বাবুর (২২ মাস) পেট ব্যথা করে, জোর করে খাওয়ানো হয়, খাওয়াতে গেলেই বলে পেট ব্যথা ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ বছর) সকালে পেট ব্যথা হয় । কিছু খাওয়াতে গেলেই বমি হয় । সকালে না খেয়েই স্কুলে যায় ।

যে সব শিশুদের নাভির কাছে পেট ব্যথা হয় তাদের শতকরা ৯০ ভাগ শিশুর বেলায়ই কোন সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না । শিশুর মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, পরিবারের অশান্তি পেট ব্যথার কারণ হতে পারে । শিশু খেতে না চাইলে তাকে খাওয়ানোর জন্য চাপ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, যতক্ষন পর্যন্ত শিশুটি খেলাধুলাসহ অন্যান্য স্বাভাবিক আচরন প্রদর্শন করে ।

ঘটনা ঃ চিবিয়ে না খাওয়া

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) দাঁত আছে গাল ভরা, কিন্তু পেট থাকে খালি, কোন কিছু চাবাইয়া খায় না ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) ভাত চিবাইয়া খায় না । এতে কোন অসুবিধা হবে?

ডাক্তার ঃ শ্বশুর বাড়ি গেলে অসুবিধা হবে, বলবে জামাই এমন ক্যান ?

ঘটনা ঃ বেশী সময় নিয়ে খাওয়ানো

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বৎসর) খেতে চায় না, ওকে খাওয়াতে আমার ৩ ঘন্টা সময় লাগে, আমি অন্য কোন কাজ করতে পারি না ।

ডাক্তার ঃ আপনার হাতে প্রচুর সময় আছে মনে হয়, তাই আপনি এত সময় নিয়ে খাওয়ান । আপনাকে একটি চাকুরি দিয়ে দিব তাহলে আর এত সময় নিয়ে খাওয়াতে পারবেন না ।

▶ মা ঃ বাবু (৩ বৎসর ৪ মাস) ছোট কাল থেকেই ভাত চিবিয়ে খায় না । ৫ ঘন্টা লাগতো খাওয়াতে । সংসার করতে গেলে কি এভাবে খাওয়ানো যায়?

▶ মা ঃ বাবুকে (৩ বৎসর ৬ মাস) বাইরে নিয়া খাওয়াই, খাওয়াতে খাওয়াতে হাত শুকাইয়া যায় তবুও খাওয়া শেষ হয় না, খুব দুষ্টামি করে । এক বেলা খাওয়ানো শুরু করলে আরেক বেলার খাওয়ার সময় হয়ে যায় ।

আমরা সবাই অন্যের মনোযোগ পছন্দ করি । স্ত্রী স্বামীর, স্বামী স্ত্রীর, সন্তান মা-বাবার । শিশুরা অতিরিক্ত মনোযোগ পেলে আরো পাওয়ার আশায় দীর্ঘ সময় নিয়ে খায় । এতে শিশুরা মেজাজী ও একরোখা হয় । শিশুদের একটু সময় বেশী দিয়ে খাবার সরিয়ে ফেলা উচিত । শিশুর পেটে ক্ষিধা থাকলে সে আপনা থেকেই খাবে । অনির্দিষ্টকাল ধরে খাওয়ানো ঠিক না ।

থামুন !
আমাকে আর
জোর করে
খাওয়াবে না।

শিশুর সাধারণ সমস্যা

ঘটনা ঃ শিশুর বারে বারে অসুস্থ হওয়া

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৭ মাস) তো প্রতি মাসেই আপনাকে দেখাতে হয়। আপনি কি চিকিৎসা করেন ?

ডাক্তার ঃ আপনারা আসবেন, এজন্যই আমরাও আসি। এজন্যই তো প্রতিদিন বসি।

▶ মা ঃ আমার ছেলের (১৪ মাস) শরীর একটু ফিরা উঠলেই আবার জ্বর আসে।

▶ মা ঃ আমার মেয়ে (১ বছর) প্রায়ই অসুস্থ হয়। খেলাধুলা খাওয়া দাওয়া ঠিকই আছে। আমার আরও দুটি ছেলে আছে। ওরাও ছোট কালে অসুস্থ হতো এখন ভাল আছে।

ডাক্তার ঃ আপনার অন্য বাচ্চাগুলির বয়স কত ?

মা ঃ একজন ৬ বছর, অন্য জন ১৫ বছর। আমার গর্ভে বাচ্চা না আসা পর্যন্ত আগের বাচ্চাটি সুস্থ হতো না (অর্থাৎ ৪/৫ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত)

ডাক্তার ঃ ৫ বছর পর পর আপনার বাবুরা গর্ভে এসেছে তাই না !

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ৮ মাস) ঘন ঘন জ্বর হয়, অবশ্য ৫ বছর ওভারটেক করলে ভাল হয়ে যাবে। বড়টারও তাই হয়েছে।

আমরা টিকা কেন দেই ? টিকা দিলে শরীরে আক্রান্তকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ (এন্টিবডি) তৈরী হয় যা পরবর্তীতে রোগের জীবাণুকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং শিশুকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। আমরা সর্বোচ্চ ১৫-২০টি রোগের প্রতিষেধক (টিকা) দিতে পারি। ঘন ঘন জ্বর হলে শরীরে প্রতিবারেই কিছু না কিছু এন্টিবডি তৈরী হয় যা পরবর্তীতে শিশুকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে - এগুলো 'আল্লাহর টিকা'। কারণ শিশুকে ৬০-৭০ বছর ভাল থাকতে হবে। পরর্বতীতে বয়োবৃদ্ধ হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং মানুষ আবার ঘন ঘন অসুস্থ হয়।

ঘটনা ঃ ছেলে বাবুর বেশী অসুস্থতা

▶ মা ঃ আমার ছেলে (৩ বছর) প্রতি মাসে ২ বার জ্বর আসে, ৫-৬ মাস বয়স থেকে।

ডাক্তার ঃ আপনার বাবু কয় জন ?

মা ঃ ৫ জন, ৩ মেয়ে ২ ছেলে। মেয়েরা তেমন অসুস্থ হয় নাই। ছেলেরা বারে বারে অসুস্থ হয়।

▶ মা ঃ ৪ মেয়ের পর একটা ছেলে (২ বছর), ভালই থাকে না।

জ্বীনগত ভাবে ছেলে শিশুরা মেয়ে শিশুর চেয়ে বেশী অসুস্থ হয়। মেয়েরা 'শারীরিকভাবে শক্ত' হলেও মানসিক কষ্ট পাবার অনেক কারণ ঘটে থাকে।

ঘটনা ঃ শিশুর কান্না

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ মাস) খুব কান্না করে ।

ডাক্তার ঃ বাবার মেজাজ কেমন ?

মা ঃ বাবা বরিশাইল্যা, রাগলে খবর আছে !

কান্না ছোট্ট শিশুদের একটি সহজাত ভাষা এবং অনেক কারণের দ্রুত বহিঃপ্রকাশ । শিশুর জ্বর, ব্যথা বা অন্য কোন শারীরিক সমস্যা না থাকলে এবং বৃদ্ধি বিকাশ 'পারিবারিক ভাবে' সঠিক থাকলে চিন্তার কোন কারণ নেই ।

ঘটনা ঃ শিশুর কান্না ও গলা ভাঙ্গা

মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর ৭ মাস) জোর করে কান্না করলে গলা ভেঙ্গে যায় ।

ডাক্তার ঃ ওতো রাজনীতি করতে পারবে না, ওর গলায় স্লোগান চলবে না, সবাইকে দিয়ে সব কিছু হয় না । বেশী কান্না বা চিৎকার করলে স্বাভাবিকভাবেই গলা বসে যেতে পারে ।

ঘটনা ঃ শিশুর মাথা ব্যথা (Headache)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বৎসর) পড়ার পূর্বে মাথা ব্যথা করে । খেলার সময়, TV দেখার সময়, mobile নিয়ে খেলা করার সময় ব্যথা হয় না ।

মাথা ব্যথা একটি সাধারণ সমস্যা । বিভিন্ন মানসিক চাপের কারণে মাথা ব্যথা (tension headache) হতে পারে । পারিবারিক ভাবে মাথাব্যথা থাকলে মাথা ব্যথা (migraine) হতে পারে । তবে মাথা ব্যথার সাথে বমি বা চোখে দেখতে অসুবিধা হলে দ্রুত বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে ।

ঘটনা ঃ শিশুর হাত পা কাঁপা

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ মাস) পা থর থর করে কাঁপে, মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে ।

ডাক্তার ঃ ভয় পাবেন না এতে বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়বে না ।

▶ মা ঃ আমার শিশুর (২ মাস) হাত পা কাঁপে কেন ?

ডাক্তার ঃ ব্রেইন (Brain) পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত হাত পা কাঁপতে পারে, এটা তেমন কোন সমস্যা নয় ।

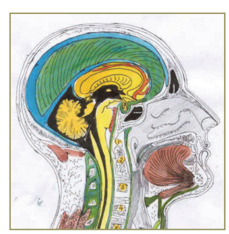

ব্রেইন এর অপরিপক্কতার কারণে শিশুর পা 'দুটো' প্রথম কয়েক মাস কাঁপতে পারে যা পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যায় ।

ঘটনা ঃ শিশুর চোখ চুলকানো

▶ মা ঃ বাবুর (৭ বছর) চোখ খুব চুলকায়। মনে হয়েছে চুল যেতে পারে তাই চুল বেঁধে রাখতে বলেছিলাম কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি।

শিশুর চোখে এলার্জি হলে চোখ চুলকাতে পারে, লাল হয় এবং চোখে পানি আসে।

ঘটনা ঃ কানে খইল (Ear wax)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) ডান কানে ব্যথা।

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করে কানে wax পাওয়া গেল) আপনারা থাকেন কোথায় ?

মা ঃ আমরা মান্ডায় থাকি ।

ডাক্তার ঃ মান্ডার ময়লা কানে জমেছে!

শিশুর কানে খইল হলে সোডিবাইকার্বনেট সলিউশন চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমে দেয়া যেতে পারে।

ঘটনা ঃ ছোট শিশুর নাকের আওয়াজ (Noisy respiration)

▶ মা ঃ বাবু (৭ মাস) নিঃশ্বাসে খুব আওয়াজ করে।

ডাক্তার ঃ ভালইতো, বাচ্চা যে আশেপাশে আছে তা বুঝতে পারছেন। হাতে পায়ে আর ঘুংঙুর লাগাতে হবে না।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ মাস) নাকে আওয়াজ হয়, যদি নিউমোনিয়া হয় সেই ভয়ে নিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতে নিউমোনিয়া হবে না তো?

ডাক্তার ঃ বাবুতো ভালই আছে, এ মুহূর্তে কোন সমস্যা নাই, ভবিষ্যতেতো অনেক কিছুই হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমরা সারা জীবন শুনে এসেছি এ দেশ অনেক উন্নত হবে কিন্তু এখনো হয় নাই !

ছোট শিশুর নাকের ছিদ্র অপেক্ষাকৃত ছোট হবার কারণে নিঃশ্বাসের সময় নাকে আওয়াজ হতে পারে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছিদ্র বড় হওয়াতে তা কমে যায়।

ঘটনা ঃ মুখ দিয়ে লালা পড়া (Drooling of saliva)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ মাস) মুখ দিয়ে খেজুরের রসের মত সব সময় লালা পড়ে। গলার উপরের কাপড় ভিইজ্জা যায়।

অনেক সুস্থ শিশুদের মুখ দিয়ে লালা পরতে পাড়ে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে (২ বছর) লালা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে শিশুটির বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা সেরিব্রাল পল্সি (cerebral palsy) থাকলে মুখ দিয়ে সব সময় লালা পড়তে পারে।

ঘটনা ঃ শিশুর নাকের পানি পড়া (Rhinitis)

▶ মা ঃ আমার ছেলের (১ বৎসর) নাক দিয়ে পানি পড়তেছে, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আগেতো এই ভাবে শুরু হয়ে নিউমোনিয়া হয়েছিল এবং ইনজেকশন দিতে হয়েছিল। নাক দিয়ে পানি বন্ধ করবো কিভাবে?

ডাক্তার ঃ পানি auto বন্ধ হবে চিকিৎসা করলে ৭ দিন, না করলে ১ সপ্তাহ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ মাস) ঠান্ডা লেগেছে, নাকে আওয়াজ হয় এবং রাতে বাড়ে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৪ মাস) ঠান্ডা লাগে কেন?

ডাক্তার ঃ ওতো বাচ্চা তাই ঠান্ডা লাগে।

মা ঃ অনেকে বলে ডাক্তার change করো।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১১ মাস) এত ঠান্ডা লাগে কেন?

ডাক্তার ঃ ওর নাকের মেজাজ বেশী।

এটি ছোট্ট শিশুদের অতি সাধারণ সমস্যা। যে কোন সময় হিসাব করলে দেখা যাবে যে শতকরা ৫০ ভাগ ৫ বছরের কম বয়সে র শিশুর নাক দিয়ে পানি পড়ছে। Nasal bulb syringe দিয়ে নাক পরিস্কার করে দিলে সমস্যা দূর হয়।

ঘটনা ঃ শিশুর সর্দি-কাশি

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ মাস) সমস্যা

ডাক্তার ঃ কি অসুবিধা?

মা ঃ ঠান্ডা লেগেছে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১১ মাস) এত সর্দি-কাশি কেন হয় ?

ডাক্তার ঃ বাচ্চাদের সাধারণ সর্দি-কাশি হবেই, নাকের পানি না খেয়ে কেউ বড় হয় নাই!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বৎসর) শুধু নাকে পানি পড়ে, নাকে পানি পড়া কি একেবারে বন্ধ করা যায় না ?

ডাক্তার ঃ পানিই জীবন, পানি বন্ধ করলে বাঁচবেন কিভাবে?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৩ মাস) নাক দিয়ে ডিমের পানি পড়ে ।

সর্দি কাশি ছোট্ট শিশুদের অতি সাধারণ সমস্যা। শিশুরা শুধু নাক দিয়েই দম নিতে চায় বলেই বিরক্ত হয়। নাক দিয়ে পানি পড়ার সাথে কাশি একটি সহজাত আনুষঙ্গিক। চিকিৎসা করালে ১ সপ্তাহ লাগে, না করলে ৭ দিনে ভাল হয়।

ঘটনা ঃ নাকের ভিতরে টারবিনেট (Inferior turbinate)

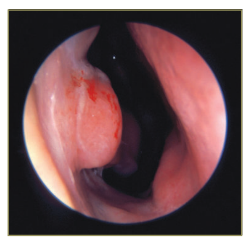

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ বছর) নাকের ভিতর দুই পাশে লাল হয়ে ফুলে আছে এটা কি পলিপাস ? বাবুর অন্য কোন সমস্যা নাই।

ডাক্তার ঃ এটাতো সবারই আছে, কেউ সারা জীবনও দেখেনা, আপনি দেখে ফেলেছেন, এই যা। এটা পলিপ না। এটা কোন সমস্যা না।

নাকের ভিতরের পাশের দেয়ালের নির্মিতি (structure) কে turbinate বলে। অনেক সময় এই নির্মিতি খালি চোখেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই নির্মিতি বড় হয়ে গেলে নিঃশ্বাসে সমস্যা হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন।

ঘটনা ঃ নাক দিয়ে রক্ত পড়া (Epistaxis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। গতকাল দুপুরে ঘুমের সময় পড়েছিল, বালিশ ভিজে গিয়েছিল। খেলার সময়ও পড়েছিল।

নাকের মাঝখানের দেয়ালের সামনের অংশে অনেক রক্তনালীর সংযোগস্থল থেকে এ রক্তপাতের উৎপত্তি হয়। কোন কারণ ছাড়াই এ রক্তপাত হয় এবং নাকে খোঁচা দেওয়ার অভ্যাস (Nose picking) থাকলেও হতে পারে। নাক দিয়ে রক্তপড়া একটি সাময়িক ও মামুলি সমস্যা। নাক দিয়ে রক্ত পড়ার সময় নাক ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে হবে।

ঘটনা ঃ শিশুর বমি

▶ মা ঃ বাবু (৪৮ দিন) বমি করে কিন্তু পেটের ভিতর থেকে আসে না।

▶ মা ঃ বাবু (২ মাস) খুব বমি করে, একবারে নাক মুখ দিয়ে বমি আসে।

▶ মা ঃ বাবুর (৩ মাস) দুধ পেটেই থাকে না, বমি করে সব বের করে দেয়।

ছোট্ট বাবুর খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর সংযোগস্থল ঢিলা হবার কারণে দুধ উপরে উঠে আসে 'বমি' হিসাবে। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ বয়স অনুপাতে হলে কোন ঔষধের প্রয়োজন নেই। খাবার পর মাথা উঁচু করে কাঁধে রাখলেই বমি কম হয়। শিশুরা ৬ মাস থেকে দুই বৎসর পর্যন্ত বমি করতে পারে।

ঘটনা ঃ শিশুর ঘাড়ে গুটি (Cervical lymphadenopathy)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ মাস) ঘাড়ের পিছনের উপরের অংশে গুটি হয়েছে এটা টিবি (যক্ষা), নাকি টিউমার ?

ডাক্তার ঃ এটা সাধারণ কারণে ফুলেছে (Sub occipital lymphadenopathy) কিছুদিন পর আপনা আপনি ভাল হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই, কোন ঔষধ লাগবে না।

মা ঃ এই প্রথম কোন ঔষধ ছাড়া ডাক্তারের কাছ থেকে গেলাম।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৯ মাস) ঘাড়ে গুটি হয়েছে।

ডাক্তার ঃ এটা কোন সমস্যা না, এটা টিবি না, টিউমারও না (reactive lymphadenopathy)। আস্তে আস্তে কমে যাবে, অনেক দিন থাকতে পারে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৯ বছর) ঘাড়ে এবং axilla তে lymph nodes enlarged হয়ে আছে। আমি (ডাক্তার) তো cancer hospital এ কাজ করি, তাই ভয়ে আমার মাথা একদম শেষ!

ডাক্তার ঃ ভয় পাওয়া ভাল, বেশী করে দোয়া করবেন, আমাদের জন্যও একটু করবেন।

লজ্জাবতী পাতাকে টোকা দিলেই চুপসে যায় তদ্রুপ শরীরের লিম্ফ গ্লান্ডগুলো সাধারণ কোন অসুখে ফুলে যায় যা ছোট হতে অনেক সময় নেয়।

ঘটনা ঃ বুকের মাঝখানে ডেবে যাওয়া (Pectus excavatum)
কবুতরের বুকের মত উচু হয়ে যাওয়া (Pectus carinatum)

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বছর) বুকটা চিপা, মাঝখানে নৌকার মত।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) বুকটা পাখির বুকের মত উচু হয়ে গেছে।

বুকের মাঝখানে গর্ত হয়ে যাওয়াকে বলে pectus excavatum। যা কোন কারণ ছাড়াই হতে পারে এবং বুকে দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা যা জন্মগত (laryngomalacia) কারণেও হতে পারে। তদ্রুপ দীর্ঘ মেয়াদী বুকের সমস্যা বা কোন কারণ ছাড়া বুক উঁচু হয়ে যেতে পারে যাকে বলে (Pectus carinatum)।

ঘটনা ঃ মাঝে মাঝে কান্নার পর দম বন্ধ হয়ে যাওয়া (Breath holding spell)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৪ মাস) কান্নার পর দম বন্ধ হয়ে যায়। আর ফিরে না। মাঝে মাঝে নীল হয়ে যায়, একবার খিঁচুনি হয়েছিল।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৯ মাস) কান্না করতে করতে মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে নীল হয়ে যায়।

শিশুর স্নায়ু দুর্বলতার জন্য ব্যথা, ক্রোধ ও হতাশার কারণে কান্নার পরে দম ফিরাতে পারে না। অনেক সময় শিশুটি নীলাভ হয়ে যেতে পারে এমনকি খিঁচুনিও হতে পারে। এটি একটি মামুলি সমস্যার মারাত্মক লক্ষণ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর প্রকোপ কমে যায়। ২ বয়সের পরে সাধারণত আর হয় না।

ঘটনা ঃ বুক ধড়ফড় করা (Palpitation)

▶ মা ঃ বাবুর (৮ বছর) যেখানে জান সেখানে ধড়ফড় করে।

হৃদস্পন্দন অনুভব করাকে palpitation বলে। সাধারণত কোন কারণ ছাড়াই এটা হতে পারে। যেসব শিশুরা নার্ভাস প্রকৃতির তাদের বেশী হয়। তবে রক্তস্বল্পতা, হৃদস্পন্দনের তারতম্যের কারণে বা হার্টে জন্মগত বা অন্য কোন কারণেও হতে পারে। একজন চিকিৎসক প্রয়োজন মনে করলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে পারেন।

ঘটনা ঃ বুকে ব্যথা (Chest pain)

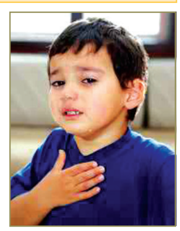

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বছর) মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা করে, ওর কোন কাঁশি বা শ্বাস কষ্ট নাই। ওর কি হার্টের সমস্যা, ডাক্তার সাহেব?

শিশুদের বুকে ব্যথা একটি সচরাচর সমস্যা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন কারণ পাওয়া যায় না। খাঁচার উপরিভাগের মাংস বা হাড়ের কারণে হতে পারে অথবা খাদ্যনালীতে পাকস্থলী থেকে খাবার উপরে উঠার কারণেও (GERD) কিছু কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে। এটি একটি অবিপদজ্জনক অবস্থা। হার্টের কোন সমস্যা মনে না হলে কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। খুব কম ক্ষেত্রেই (১%) হার্টের সমস্যার কারণে বুকে ব্যথা হয়।

ঘটনা ঃ ছোট্ট শিশুর পেটে ব্যথা (Infantile colic)

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ মাস) সারা রাত চিৎকার করে, পেশাবের সময় চিৎকার করে, মনাটা ভিতরে ঢুইক্কা যায়, কালো হয়ে যায়। ৫ টা থেকে ১২-১ টা পর্যন্ত চিৎকার করে, হেভি কোতে, মুসলমানি পর্যন্ত করাইছি, কিন্তু চিৎকার কমে নাই!

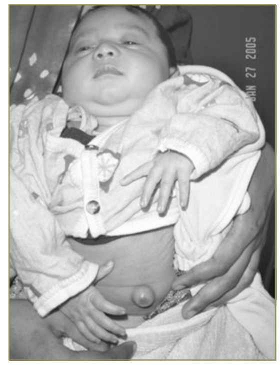

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩৫ দিন) খালি কেচর মেচর করে।

▶ মা ঃ বাচ্চা (৪০ দিন) খুব মোচড়ায়। বাইন মাছের মত করে। আমিতো বাইন মাছ খাই না।

ডাক্তার ঃ দাদি-নানি কোন সময় খেতো হয়তো।

▶ মা ঃ বাবু (১ মাস ১৫ দিন) PT / Parade করে।

ডাক্তার ঃ বাবা কি করেন?

মা ঃ পুলিশে চাকরি করে।

ডাক্তার ঃ তাহলে ঠিকই আছে।

▶ মা ঃ বাবু (২ মাস) খুব মোড়ামুড়ি করে, নাভিতে সেক দিব নাকি ? মুরুব্বিরা বলে সেক দেওয়া ভাল।

ডাক্তার ঃ আর এক মাস পরেতো (৩ মাস হলে) এমনিই ভাল হবে, সেক দিলে মুরুব্বিদের নাম হবে।

মা ঃ না, না, আমরা আপনার কথাই বলবো।

▶ মা ঃ বাবুর (৫৩ দিন) জন্য বাসার কেউ ঘুমাতে পারে না, সারাক্ষণ কি চিক্কুর পারে! খালি পেট মোচড়ায়।

▶ মা ঃ বাচ্চার (৩ মাস) রাগ বেশী। বড় হুজুরের কাছ থেকে তাবিজ আনার পরও কান্না থামেনা। এই পর্যন্ত চোখে তালা লাগাইতে পারি নাই।

▶ মা ঃ বাবুর (১ মাস) নাভি যখন ব্যথা করে, সে সময় কালো হয়ে যায় । এবং ধনুকের মত শরীর বাঁকা করে ফেলে ।

▶ মা ঃ বাবু (২৯ দিন) মোচড় পারে, কান্দে আর পায়খানা করে ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩৮ দিন) বাথরুম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, মহা চেষ্টা করে । **১** মাস পর্যন্ত ভাল ছিল, **৩১** দিন থেকে এইরকম করে ।

▶ মা ঃ বাবু (২ মাস) খুব কাঁদে, মোড়ামুড়ি করে ।

ডাক্তার ঃ বাবুকে কাঁধে রাখবেন হেঁটে হেঁটে বেড়াবেন ।

মা ঃ কাঁধে রাখলে ঘাড় ছোট হবে না **?** বুকে ব্যথা পাবে না **?**

▶ মা ঃ আমার বাচ্চা (২ মাস) খুব কান্না কাটি করে কিন্তু বুকের দুধ ভালই খায় ।

ডাক্তার ঃ যার যা ধর্ম -

নবজাতক কান্না করে
বাচ্চা শিশু দুষ্টামি করে
বড় শিশু খেলা করে
আমি আপনি চাকরি করি
বুড়া বুড়ি ধর্ম করে

- *নবজাতকের অজ্ঞাত কারণে পেটে কামড় এক ধরণের সমস্যা । শিশুটি বিকালের দিকে হাত পা ছুড়ে ভীষণ কান্না করে যা ৩/৪ ঘন্টা স্থায়ী হয় । সপ্তাহে ৩ দিন করে এবং এই সমস্যা তিন মাস (১০০ দিন) স্থায়ী হয় পরে আপনা আপনি কমে যায় । শিশুটি মধ্যবর্তী সময়ে স্বাভাবিক ভাবে খাওয়া দাওয়া করে । শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সঠিক ভাবে হতে থাকে ।*

- *শিশুকে কাঁধে রাখলে পেটে চাপ পড়ে এবং শিশু আরাম বোধ করে, ঘাড় ছোট ও বুকে ব্যথা পাবার সম্ভাবনা নেই ।*

ঘটনা ঃ নাভির হার্নিয়া (Umbilical hernia)

▶ নানি ঃ বাবুর (৫ মাস) নাভিতে হাওয়া ঢুকছে। কেমন যেন আওয়াজ হয়। নাভি মিইশ্যা গেছিল, বাইন মাছের মত মোচড়াইয়া ফুলাইছে।

▶ মা ঃ বাবুর (৪ মাস) নাভি ফুইল্ল্যা গেছে, স্থানীয় ডাক্তার কইছে ফাইট্টা যাবার সম্ভাবনা আছে, ঢাকা যাইতে হবে।

ডাক্তার ঃ বাবুর নাভিসহ ছবি তুলে রাখবেন, পরে (বড় হলে) বলবেন তোরে চিকিৎসা করে সুস্থ করেছিলাম। বাবাকে (বিদেশ থাকে) এখন ছবি পাঠাবেন, পরে ভাল হলে আবার পাঠাবেন এবং বিল করে টাকা দাবী করবেন, বিদেশ থাকার মজাটা টের পাবে !

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪০ দিন) মোড়ামুড়ি কইরা নাভি ফুলাইয়া ফেলাইছিল।

ডাক্তার ঃ মোড়ামুড়ি করে নাভি ফুলাইতে পারছে ! তাহলেতো সার্থক।

▶ মা ঃ আপনার বই পড়ে মনের জোর পাইছিলাম, নাভি অনেক ফুলছিল। খুব মোড়াইতো। ৩ মাস পরে (৮ মাস বয়সে) ভাল হয়ে গিয়েছিল।

শিশুদের নাভির হার্নিয়া একটি সাধারণ সমস্যা। প্রথম দিকে ধীরে ধীরে বড় হলেও আস্তে আস্তে এমনিতেই (সাধারণত ১ বৎসরের মধ্যে) মিলে যায়, এর জন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

ঘটনা ঃ শিশুর মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা (Recurrent abdominal pain)

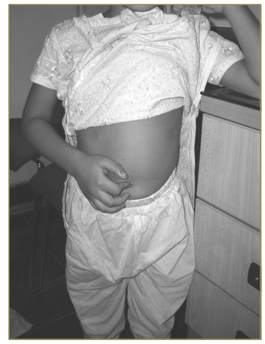

▶ মা ঃ বাচ্চার (৭ বৎসর ৩ মাস) মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা করে।

ডাক্তার ঃ বাবুর ব্যথা কোথায় হয়, কতক্ষণ থাকে? সাথে জ্বর বা বমি আছে কি ?

মা ঃ ব্যথা নাভির ঠিক উপরে, অল্প সময় থাকে, জ্বর, বমি কিছুই থাকেনা। ব্যথার মাঝে খেলাধুলাও করে থাকে। ব্যথা অন্য কোথাও যায় না।

▶ মা ঃ বাবুর (১০ বছর) পেটে ব্যথা, নাভির কাছে।

ডাক্তার ঃ ব্যথা কি নড়ে, অন্য কোনদিকে যায় ?

মা ঃ ব্যথা এক জায়গায়ই থাকে, বাবু খুব নড়া চড়া করে।

ডাক্তার ঃ ব্যথা না নড়লে, বাবু নড়াচড়া করলে এবং খেলাধুলা করলে ভাল। এতে ভয়ের কিছু নাই।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বছর ১ মাস) নাভি সোজা পেট ব্যথা।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বছর) মাঝে মাঝে নাভির কাছে পেট ব্যথা হয় স্কুলে যাওয়ার সময় এবং আমার কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতির সময়।

ডাক্তার ঃ এখন থেকে আপনি স্কুলে যাবেন আর বাবুকে কলেজে পাঠাবেন দেখেন অবস্থার উন্নতি হয় কিনা !

মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা অনেক শিশুর হয়ে থাকে কোন শারীরিক কারণ ছাড়াই- 'নাভির কাছে ব্যথা হয় যে অযথা'। শিশুর ব্যথা থাকে ক্ষণিক সময়। শিশুর স্বাভাবিক কাজকর্ম, খেলাধুলা, খাওয়া দাওয়ার কোন পরিবর্তন থাকে না। অনেক পরীক্ষা করেও কোন কারণ (clue) *পাওয়া যায় না। তবে মায়ের সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদের* (separation anxiety) *কারণেও হতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যথা কমে যায়।*

ঘটনা ঃ ফাইমোসিস (Phimosis)

▶ মা ঃ পেশাবের সময় নুনুর মাথা (লিঙ্গের মাথা) গোলাপের কলির মত ফোটে ।

▶ মা ঃ আমার ছেলের (৭ মাস) ময়না পাখির মাথা পেশাব করার সময় ফুলে যায় ।

পুরুষ লিঙ্গের অগ্রত্বক (foreskin) লিঙ্গের অগ্রভাগের (glans penis) সাথে লেগে থাকে এবং পিছন দিকে সরানো যায় না । এই অবস্থায় প্রস্রাবের ইনফেকশনের সম্ভাবনা বেড়ে যায় । মুসলমানি করানো গেলে পরবর্তীতে প্রস্রাবে ইনফেকশনের সম্ভাবনা কমে যায় ।

ঘটনা ঃ বিছানায় প্রস্রাব করা (Enuresis)

▶ মা ঃ আমার বাচ্চা (৮ বছর) বিছানায় প্রস্রাব করে ।

ডাক্তার ঃ কার বিছানায় পেশাব করে ?

মা ঃ ওর নিজের বিছানায় ।

ডাক্তার ঃ ওর বিছানায় পেশাব করলে আপনার কি অসুবিধা?

শিশুদের ঘুমের সমস্যার মধ্যে- বিছানায় প্রস্রাব করা, ঘুমে দাঁত কাটা (পৃষ্ঠা ১৩৬), দুস্বপ্ন দেখা (night mare) ও ঘুম আতংকে আক্রান্ত (night terror) হওয়া, ঘুমে হাঁটা ইত্যাদি । শিশুরা সাধারণত ২ / ৩ বৎসর থেকে বিছানায় প্রস্রাব করা বন্ধ করে দেয় । তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুরা বেশী বয়স পর্যন্ত বিছানায় প্রস্রাব করতে পারে । প্রস্রাব করার নিয়ন্ত্রনে পূর্ণতা লাভ করতে ১৩/১৪ বৎসর পর্যন্তও সময় লেগে যেতে পারে, এতে আশঙ্কার কিছু নেই ।

ঘটনা ঃ মোটা শিশুর ছোট্ট নুনু

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১২ বছর) নুনু খুব ছোট, অনেক সময় দেখা যায় না, সমান হয়ে থাকে, শুধু নাক ফুলের মত মনে হয় ।

ডাক্তার ঃ (বাবুর ওজন নিয়ে দেখা গেল, ওজন ৫৫ কেজি), ওর ওজন বেশী হবার কারণে নুনুর সাইজ কম (buried penis) বলে মনে হচ্ছে । ওর ওজন কমাতে পারলে নুনু বড় দেখাবে!

ঘটনা ঃ শিশুর নরম নুনু

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ বছর ৬ মাস) আগে পেশাব করার সময় নুনুটা দাঁড়াইতো, এখন মনে হয় তেমন দাঁড়ায় না ।

ঘটনা ঃ যোনিপথে প্রদাহ (Vaginosis)

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (৩ বৎসর) জরায়ু থেকে গন্ধ আসে ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) লিউকোরিয়া রোগে শুকাইয়া যাইতাছে । গাইনী ডাক্তার কে ভাল ?

সাধারণত যোনিপথে 'ভাল' এবং 'খারাপ' জীবাণুর ভারসাম্যহীনতার কারণে এই সমস্যা দেখা দেয় । অনেকাংশেই কিছু করার প্রয়োজনীয়তা নেই । তবে যদি যোনিপথে ব্যথা, চুলকানি ও দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হয় তবে এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে ।

ঘটনা ঃ প্রস্রাবে ফসফেট নির্গত হওয়া (Phosphaturia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর ৬ মাস) পেশাব করার পর জমে বালু বালু হয়ে যায় ।

প্রস্রাবে বেশী পরিমান 'ফসফেট' নির্গত হলে প্রস্রাব ঘোলা হয় এবং জমে যায় । এটি একটি অবিপদজ্জনক অবস্থা (benign condition) । প্রস্রাব ক্ষারীয় (alkaline) হলে ফসফেট জমে যায় । সাধারণত প্রস্রাব অম্লীয় (acidic) হয়ে থাকে যাতে ফসফেট দ্রবীভূত হয়ে থাকে । বেশী করে দুধ এবং বীজ জাতীয় খাবার (মটর, সীম) খেলে প্রস্রাব জমে (phosphaturia) যায় ।

ঘটনা ঃ কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ মাস) পায়খানা করার সময় মাথাটা উপরের দিকে উঠে যায়, ৯ দিন বয়স থেকে এরকম হচ্ছে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ মাস) গত ৬ দিনেও পায়খানা হচ্ছে না ।

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করে) বাবুর পেট ফুলে নাই, কোন বমিও করে না রীতিমত দুধও খায় । বাবুরতো কোন অসুবিধা নাই ।

▶ মা ঃ বাবুর (১ বৎসর) পায়খানা খুবই কষা, চাপ দিলে চোখে পানি আইসা পড়ে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৮ মাস) পায়খানা খুবই শক্ত, মনে হয় পাথর বের হয় । ২/৩ ঘন্টা আগে থেকে প্রস্তুতি নেয় পায়খানা করার জন্য ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) হাগু হওয়াটা পরিবারে একটা উৎসব! পায়খানা শক্ত বিছানায় লাগে না ।

ছোট শিশুদের মলত্যাগের অভ্যাস পূর্ণতা পেতে কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে এবং এই সময়ের মধ্যে বারে বারে অল্প অল্প মল ত্যাগ বা কোষ্ঠকাঠিন্য সবই হতে পারে । এতে অসুবিধা নেই ।

ঘটনা ঃ আঙ্গুল চোষা (Thumb sucking)

▶ মা ঃ বাবু (১৭ মাস) খালি আঙ্গুল চোষে । ডাক্তার সাহেব বলেন মুখে আঙ্গুল দিলে ইনজেকশন দিবেন ।

ডাক্তার ঃ তোমাকে আমি ইনজেকশন দিব না বরং আঙ্গুলে চিনি লাগিয়ে দিব ।

▶ মা ঃ বাবু (২ বছর ৪ মাস) কিচ্ছু খায় না, কাউকে খাইতে দেখলেও অক করে ।

▶ মা ঃ আবার মেয়ে (২ বছর ১১ মাস) শুধু বুড়ো আঙ্গুল চুষে, দাঁত উঁচু হয়ে যাবে না তো ?

ডাক্তার ঃ দাঁত উঁচু ছেলে খুঁজে বের করবেন, কেউ কাউকে কিছু বলতে পারবেনা!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৮ বছর) বুড়ো আঙ্গুল চোষে, চোষা বন্ধ করলে খাওয়া বন্ধ করে এবং জ্বর আসে ।

চুষে খাওয়া নবজাতকের জন্মগত প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex) । আঙ্গুল চোষার মাধ্যমে অশান্ত শিশু নিজে নিজে শান্ত ও নিরাপদ থাকে । তবে বেশীদিন আঙ্গুল চুষতে থাকার অভ্যাস হলে ধীরে ধীরে কমানোর জন্য পরামর্শ দিতে হবে ।

ঘটনা ঃ শিশুর নখ খাওয়া (Nail biting)

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর) খুব নখ খায়।

এটি একটি মুখের পীড়নকর অভ্যাস (oral compulsive habit) এ কারণে নখে ইনফেকশন হতে পারে। শিশুকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে তিতা বা nail polish লাগিয়ে দিতে হবে যাতে শিশুটি আর উৎসাহিত না হয়।

ঘটনা ঃ ছোট শিশুর বাঁকা পা (Physiological bowing)

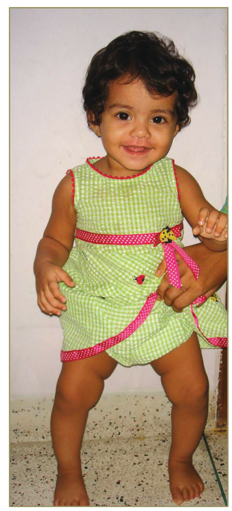

▶ মা ঃ বাবুর (৫ মাস ১৫ দিন) পা গুলো বাঁকা মনে হয়, এগুলো কি ঠিক আছে ?

- *শিশুদের হাঁটতে শিখার শুরুতে ১/২ বৎসর পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা (physiological bowing) মনে হতে পারে যা পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যায়।*
- *ভিটামিন ডি অথবা ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে রিকেটস হয়ে থাকে। হাত পা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যায়, বা দুই হাঁটু লেগে থাকে, বুকের পাঁজরের হাড় ভেসে উঠে এবং মাথা বড় মনে হয়।*

ঘটনা ঃ শিশুর হাতে পায়ে ব্যথা (Growing pain)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর ১০ মাস) পা ব্যথা করে। ডাক্তার বলেছে ওর নাকি 'ভাতজ্বর' হয়েছে। ওর 'ভাতজ্বর' হবে কেন ? ওতো ফিডার খায়!

▶ ডাক্তার ঃ তোমার (৪ বৎসর ৭ মাসের ছেলে) কি অসুবিধা ?

ছেলে ঃ সব ব্যথা ।

▶ মা ঃ বাবুর (৪ বৎসর ১০ মাস) কি রিমুটি আছে নাকি ? গিড়াঁয় গিড়াঁয় ব্যথা করে যে, এ এস ও (ASO titre) ৪০০ হয়েছে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) হাতে পায়ে ব্যথা করে । রাতে চাপ দিয়ে শুতে বলে । পায়ের রক্ত চলাচল বন্ধ হয় গেলে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় আর ঘুমিয়ে পড়ে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) পা ব্যথা করে ।

ডাক্তার ঃ (বাবুকে) কি করলে আরাম লাগে ?

বাবু ঃ পা টিপলে আরাম লাগে ।

ডাক্তার ঃ কে টিপলে বেশী আরাম?

বাবু ঃ মা-মনি টিপলে !

মা ঃ ওর হাত পা টিপতে টিপতে আমারই হাত ব্যথা করে ।

▶ মা ঃ বাবুর (৬ বৎসর ৩ মাস) রাতে হাত পা চাবায় ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বছর) হাত-পা কামড়ায় । অনেকে ভয় দেখায়, পা কামড়ালে 'রিমুটি ফিভার' হতে পারে ।

ডাক্তার ঃ যারা বলে তারা কি ডাক্তার ?

মা ঃ তারা সবাই আত্মীয় স্বজন, ডাক্তার কেউ না ।

- *শিশুরা ধীরে ধীরে বড় হয় । অনেক সময় হাড়ের বৃদ্ধি আশেপাশের অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশী হলে হাতে পায়ে ব্যথা হতে পারে যা growing pain হিসাবে পরিচিত । এই সমস্যায় গিঁড়া ফুলেনা, এটা বাতজ্বর (Rheumatic Fever) নয় । শিশুরা বড় হবার সাথে সাথে এই ব্যথা কমে যায় । অনেক ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা (ASO titre) করে বাতজ্বর হয়েছে বলে অযথা দীর্ঘদিন পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ (মুখে অথবা মাংসে) দিয়ে থাকেন এবং মা-বাবাকে শঙ্কিত করেন ।*
- *হাড়ে ব্যথা ছোটদের হয় হাড় বেশী বাড়ার কারণে । বড়দের হাড়ে ব্যথা হয় হাড় ক্ষয় হয়ে যাবার ফলে । কারও মুক্তি নাই!*

ঘটনা ঃ হিমানজিওমা (Hemangioma)

▶ মা ঃ বাবুর (৭ মাস) বাম চোখের নিচে কি যেন হয়েছে, প্রথমে মশার কামড় মনে করেছিলাম। এখন দেখি লাল হয়ে বাড়ছে এবং ফুলছে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ বছর) হাত লাল হয়ে টিউমারের মত ফুলে গেছে

ডাক্তার ঃ এটাকে হিমানজিওমা (hemangioma) বলে। বয়স বাড়লে আস্তে আস্তে কমে যাবে, কোন কিছু করার প্রয়োজন নাই।

মা ঃ কোন অসুবিধা নাই ? তাহলেতো শুধু শুধু দেখালাম ! আমার টাকা ফেরত দেন !

ডাক্তার ঃ টাকা তো ফেরত নিবেন বাবুর কাছ থেকে!

হিমানজিওমা (hemangioma) রক্ত নালীর অতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে হয়ে থাকে। প্রথমদিকে শিশুর বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়লেও পরবর্তীতে আপনা আপনি মিলে যায়।

ঘটনা ঃ বংশগতভাবে বেঁটে (Familal short stature)

▶ মা ঃ আমার ছেলে (১৪ বছর) লম্বা হচ্ছে না।

ডাক্তার ঃ (বাবুর উচ্চতা ১৪২ সে. মি. <3 centile, ওজন ৪৫ কেজি, বাবার উচ্চতা ১৬৩ সে. মি. মায়ের উচ্চতা ১৫৫ সে. মি.)
আপনাদের সম্মানার্থে বাবু লম্বা হচ্ছে না, আপনার বাবু বংশগতভাবে বেঁটে।

মা ঃ আমার ছেলে বলে ফুটবলার মেসি চিকিৎসার পর লম্বা হয়েছে, তাকেও চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের নিকট নিতে হবে।

বংশগতভাবে বেঁটে (মা-বাবা দুজনেই বেঁটে) হলে তেমন চিকিৎসা নেই। কিন্তু অন্য কোন কারণে বেঁটে হলে যেমন গ্রোথ হরমোনের ঘাটতির কারণে শিশু বেঁটে হলে গ্রোথ হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করলে শিশু লম্বা হতে পারে যা লিওনেল মেসির বেলায় ঘটেছিল।

ঘটনা ঃ লেবিয়াল এডহেসন (Labial adhesion)

▶ মা ঃ বাবুর (১৩ মাস) প্রস্রাবের রাস্তা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

▶ মা ঃ বাবুর (২ বছর) পেশাবের রাস্তা নাই।

ছোট মেয়েদের যোনিপথের (labia minora) *অগ্রভাগ পরস্পরের সাথে লেগে যেতে পারে।* Oestrogen *ক্রীম দিয়ে চিকিৎসা করলেই ভাল হয়ে যায়।*

ঘটনা ঃ ঘুমে দাঁত কাটা (Burxism)

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর) ঘুমে দাঁত কাটে। মাঝে মাঝে দিনে সজাগেও কাটে।

ঘুমে দাঁত কাটা একটি সাধারণ এবং সচরাচর সমস্যা। শিশুরা সাধারণত ঘুমে দাঁত কাটে এবং অনেক সময় সজাগেও দাঁত কাটতে পারে। স্বাভাবিক শিশুরা কোন কারণ ছাড়াই দাঁত কেটে থাকে, তবে সেসব শিশুদের মানসিক প্রতিবন্ধিতা থাকে তাদেরও একাংশ দাঁত কাটে এ সমস্যার কোন চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা নেই যদি না burxism *এর জন্য দাঁতের বিন্যাসে সমস্যা না থাকে।*

ঘটনা ঃ জিহ্বা বন্ধন (Tongue tie)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ বছর) জিহ্বা বাইর করতে পারে না, এটা পর্দার সাথে নিচে লাইগা আছে। ওকি ঠিক মত কথা বলতে পারবে ?

Tongue tie *একটি জন্মগত সমস্যা যেখানে জিহ্বা একটি পর্দার সাহায্যে মুখগহ্বরের সাথে লেগে থাকে। বেশীরভাগ সময়েই তেমন কোন অসুবিধা হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে খেতে, কথা বলতে ও মুখের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে অসুবিধা হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে শিশু সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে।*

শিশুর সাধারণ রোগ

ঘটনা ঃ জ্বর-খিঁচুনি (Febrile seizure)

▶ মা ঃ শিশুর (৯ মাস) জ্বর উঠলে খিচ্ ওঠে, কই মাছের মত ফাল্ পাড়ে।

▶ মা ঃ আমার বাচ্চার (১ বৎসর ৬ মাস) মাঝে মাঝে জ্বর হয়। একবার জ্বর মাথায় উঠে গিয়েছিল এবং খিঁচুনি হয়েছিল।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বছর ৫ মাস) কেইস হিষ্ট্রি আছে, ছোট সময়ে খিচুঁনি হতো।

ডাক্তার ঃ জ্বরের সাথে হতো?

মা ঃ জ্বি, জ্বরের সাথে হতো

ডাক্তার ঃ এটা কোন কেইস হিষ্ট্রি না!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) 'ঝাঁকি জ্বর' আছে, জ্বর হলে কলিজায় চিপা মারে, যে ভয় পাইছি, হাত-পা শক্ত হয়ে চোখ উল্টাইয়া গেছিল ১০ মাস বয়সের সময়। তখন থেকেই জ্বর হলে এইস সিরাপ, সেডিল ট্যাবলেট খাওয়াই।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর) জ্বর হলে লোম খাড়া হয়ে উঠে।

ডাক্তার ঃ জ্বর হলে লোম খাড়া হতে পারে, কাঁপুনি হতে পারে, এমনকি খিঁচুনিও হতে পারে। অন্য সমস্যা না থাকলে শুধু জ্বরের জন্য ভয়ের কিছু নেই।

জ্বর খিঁচুনি শিশুদের সাধারণ অসুখের মারাত্মক লক্ষণ, এতে ব্রেইনের কোন ক্ষতি হয় না এবং ঘাবড়িয়ে যাবার কিছু নেই। ব্রেইনের খিঁচুনি হওয়া এবং না হওয়ার উপাদানের ভারসাম্যের তারতম্যের জন্য জ্বর হয়ে থাকে। এই অসুখের গতিপথ ঝুঁকিপূর্ণ নয়। খিঁচুনির পরে শিশুর কোন সমস্যা হয় না। তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে। ভবিষ্যতে লেখাপড়া করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবই হতে পারে। জ্বর খিঁচুনিতে আক্রান্ত শিশুদের বাড়িতে প্যারাসিটামল সিরাপ, ঘুমের ঔষুধ ডায়াজিপাম ট্যাবলেট রাখতে হবে এবং জ্বরের শুরুতে দিতে হবে খিঁচুনি না হবার জন্য। শিশুদের বয়স ৫/৬ বছর হয়ে গেলেই সাধারণত জ্বর খিঁচুনি আর হয় না।

ঘটনা ঃ কান পাকা (Otitis media)

▶ মা ঃ শিশুর (৫ মাস) কান পাকছে মনে হয়, কারণ কানে পেশাব যাইতে পারে। ও মাথার উপর দিয়ে পেশাব করে।

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বৎসর ৩ মাস) ঠান্ডা লাগলেই কান পেকে যায়।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১১ মাস) ঠান্ডা লাগলে কান পাকে, ২ টাই।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ মাস) রবিবার সারা রাত কাঁদছিল, সোমবারে জ্বর আসার পর কানে দিয়ে পুঁজ আসছে।

জীবাণুজনিত কারণে মধ্যকর্ণে প্রদাহ। ছোট্ট শিশুরা ভীষণ কান্নাকাটি করে, জ্বর হয় ও কানের পর্দা ফেটে কান দিয়ে পানি জাতীয় পদার্থ বের হয়। সুচিকিৎসায় শিশু দ্রুত সুস্থ হয়।

ঘটনা ঃ এলার্জির কারণে চোখ ফুলে যাওয়া (Angioedema)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ বছর) চোখ ফুলে গেছে।

ডাক্তার ঃ প্রস্রাব কেমন ?

মা ঃ প্রস্রাবে কোন অসুবিধা নাই। সবাই টেনশন করে কিডনী নাকি নষ্ট হয়ে গেছে।

ডাক্তার ঃ কিডনী ভাল আছে। সবাইকে জানানোর জন্য পত্রিকায় দিয়ে দিবেন। এটা এলার্জির কারণে হয়ে থাকে।

এলার্জির কারণে চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (mucous membrane) প্রতিক্রিয়া। সাধারণত চোখ এবং ঠোঁট ক্ষণিকের জন্য ফুলে যায়। বেশী মাত্রার প্রতিক্রিয়া হলে শ্বাসনালী ও অন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে।

ঘটনা ঃ এলার্জি সর্দি (Allergic rhinitis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর অনেকগুলো হাঁচি দেয়, টিসু উড়ে দূরে যায়। অনেক পানি আসে নাক থেকে, ঘুম থেকে উঠার পর বেশী হয়।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ মাস ১৫ দিন) নাক দিয়ে পানি পড়ে এবং মায়ের শরীরে ঘষে।

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (১০ বছর) সারা বৎসর সর্দি লেগে থাকে, ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে, ঠান্ডা খেলে, একটু ধুলা উড়ে গেলেই নাক দিয়ে পানি চলে আসে।

ঠান্ডা লাগা ছাড়াই যাদের নাক দিয়ে পানি আসে, নাক চুলকায়, নাক বন্ধ থাকে এবং হাঁচি আসে তাদের এলার্জি সর্দি আছে। এটি এলার্জির কারণে হয়ে থাকে।

ঘটনা ঃ নাকে ফরেন বডি (Foreign body in nose)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) নাকে একটা মুড়ি পাইছি, একদিন ভাতও পাইছি।

শরীরের সকল বর্হিমুখে বিভিন্ন জিনিস প্রবেশ করানোর ব্যাপারে শিশুদের কুখ্যাতি আছে। সবচেয়ে মারাত্মক হলো শ্বাসনালীতে কোন কিছু প্রবেশ করলে যাতে হঠাৎ কাশি এবং শ্বাসরুদ্ধতা হয়। এটি একটি মারাত্মক অবস্থা।

ঘটনা ঃ টনসিল-এ ইনফেকশন (Tonsilitis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ বছর) জ্বর হয়েছে, গিলতে গেলে গলায় ব্যথা হয়, ওর মুখ দিয়ে শুধু লালা পড়ে।

ডাক্তার ঃ ওর টনসিলে প্রদাহ হয়েছে।

গলার টনসিলে জীবাণুজনিত ইনফেকশন। চিকিৎসাতে পুরোপুরি ভাল হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ এডিনয়েড গ্রন্থি বড় হওয়া (Enlarged adenoid)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বৎসর ৬ মাস) ঘুমের সময় মুখ হা করে দম নেয়, গরু জবাই করলে যেমন আওয়াজ করে তেমন আওয়াজ করে, ঘুমে ছট ফট করে, এবং রাতে ৭/৮ বার ঘুম থেকে উঠে পড়ে, উঠে পানি খায়, গলা শুকিয়ে যায়।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ বৎসর ৯ মাস) রাতে ঘুমালে দম নিতে পারে না খুব আওয়াজ হয়।

▶ মা ঃ আমার বড় ছেলে (৬ বছর) আপনার কথা মত এডিনয়েড অপারেশন করে খুব ভাল আছে। এখন ভাল ঘুমায়, আমরাও ঘুমাই।

গলার ভিতরে নাকের পিছনে একটি গ্লান্ড-এ (adenoid) প্রদাহ হয়ে বড় হয়ে যায়, ফলশ্রুতিতে নাক দিয়ে পানি পড়ে, মুখ হা করে দম নেয়, নিঃশ্বাস ফেলার সময় খুব আওয়াজ হয় এবং বিছানায় ঘুমে ছটফট করে।

ঘটনা ঃ গলায় গ্রন্থিতে যক্ষ্মা (TB cervical lymphadenitis)

▶ মা ঃ বাবুর (৪ বছর) দুই মাস যাবৎ জ্বর আসে, খেলে না আর ডান কানের নিচে গলা ফুইল্লা গেছে এবং ফুলা জায়গা দিয়ে পানির মত বের হয়। বাড়িতে ওর চাচা যক্ষ্মার ঔষধ খায়।

(শিশুটির MT পজেটিভ, FNAC তে যক্ষ্মার লক্ষণ আছে) শিশুর গলার গ্রন্থিতে যক্ষ্মা হয়েছে। এটা দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসাতে সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ মুখে মানচিত্রের মত ঘা (Geographic tongue)

▶ মা ঃ বাবুর (১৪ মাস) বারে বারে জিহ্বায় ঘা হয় আর খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

Geographic tongue জিহ্বার উপরের কিছু অংশ সাময়িক ক্ষয় (atrophy) হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। এটি একটি অবিপদজনক (benign) অবস্থা।

ঘটনা ঃ ফেসিয়াল পলসি (Facial palsy)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ বছর) গত ৫ দিন যাবৎ ডান দিকে মুখ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এবং বাম চোখ দিয়ে পানি পড়ে। রাতে ঘুমালে বাম চোখ বন্ধ হয় না।

আমাদের ব্রেইনর দুই দিকে থেকে ১২ জোড়া নার্ভ বের হয়ে মাথার বিভিন্ন অংশে কাজ করে। ফেসিয়াল নার্ভ (৭ নং নার্ভ) একটি লম্বা ও প্যাচানো নার্ভ। বিভিন্ন কারণে এ নার্ভের সমস্যা হতে পারে। সচরাচর কারণটি অজ্ঞাত। এ নার্ভ কর্মক্ষমতা হারালে মুখের এক দিকে অংশ দুর্বল হয়ে যায় ফলে সুস্থ দিকে মুখ বাঁকা হয়, খাবারের স্বাদ পাওয়া যায় না, লালা পড়ে, কানে বেশী শোনে এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে। বেশীর ভাগ রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় (৮৫%) কিছু কিছু ক্ষেত্রে (১০%) সামান্য মুখ বাঁকা থেকে যায় এবং খুব কম ক্ষেত্রে (৫%) মুখ বাঁকা থেকে যায়।

ঘটনা ঃ মুখে ফাঙ্গাস জনিত ঘা (Oral thrush)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) মুখে সাদা সাদা আস্তর পড়েছে, কিছুই খায় না।

ফাঙ্গাস জনিত জিহ্বায় ঘা এবং জিহ্বা সাদা হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ মুখে ভাইরাস জনিত ঘা (Herpetic gingivo stomatitis)

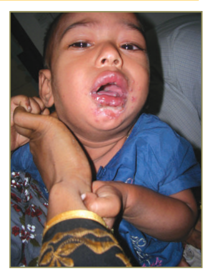

▶ মা ঃ বাবুর (৫ বছর) জিহ্বা ও মাড়িতে ঘা হয়েছে, সাথে খুব জ্বর। কিছুই খাইতে পারে না। পেশাব হয় না ১০ ঘন্টা হইয়া গেছে।

ভাইরাস জনিত কারণে জ্বরের সাথে ঠোঁট ও জিহ্বার উপরে ব্যথাযুক্ত ফুসকুড়ি হয়, মুখ ফুলে যায় এবং শিশু কিছুই খেতে পারে না।

ঘটনা ঃ ল্যারিঙ্গোম্যালাশিয়া (Laryngomalacia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ মাস) গলার আওয়াজ হয় জন্মের কয়েক দিন পর থেকেই এবং বুক ডাইব্বা যায়।

স্বাভাবিক স্বরনালী

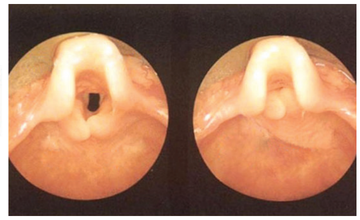

ল্যারিঙ্গোম্যালাশিয়া

জন্মগত ভাবে গলার স্বরনালী (voal cord) নরম হবার কারণে নিঃশ্বাস নেবার সময় সরু হয়ে যায় এবং আওয়াজ হয়। গলার স্বরনালী ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে শক্ত হতে থাকে। শিশুটি যখন হাঁটতে শিখে (১২-১৪ মাস) বা দৌড়াতে পারে (১৮ মাস) তখন পুরোপুরি ভাল হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ বাকযন্ত্রের প্রদাহ (Laryngitis)

▶ শিশু (১১ বছর) ঃ আমি কাশি দিলে ক্লাসে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

▶ মা ঃ বাবু (২ বৎসর) কাশি দিলে ঢোলের মত আওয়াজ হয়।

▶ মা ঃ বাবুর (১৭ মাস) কাশির ডিজাইন ভাল না।

▶ মা ঃ বাবু (২২ মাস) কাশি দেয় মুরুব্বি স্টাইলে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ বছর ৬ মাস) গলায় শব্দ হয় ব্যাঙ যেভাবে ডাকে সে ভাবে আওয়াজ হয়।

বাক যন্ত্রের প্রদাহ হলে গলা-ভাঙ্গা কাশি হয়। এটি একটি অবিপদজ্জনক অবস্থা। অধিকতর মারাত্মক অবস্থা হল ভাইরাল ক্রুপ (Viral croup) যার লক্ষণ হল (১) গলা-ভাঙ্গা কাশি, (২) শ্বাস কষ্ট, (৩) নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় কাক ডাকার মত আওয়াজ (stridor) (৪) গলার স্বর বসে যাওয়া। ভাইরাল ক্রুপ হলে অতিদ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

Viral croup

ঘটনা ঃ নিউমোনিয়া (Pneumonia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৪ মাস) খুব জ্বর, কাশি আছে, ঘন ঘন শ্বাস নেয় এবং শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। ৭ দিন যাবৎ কোন কিছু খেতে পারে না।

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করে এক্স-রে -তে ফুসফুসের একদিকের কিছু অংশে সাদা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে) আপনার বাবুর নিউমোনিয়া হয়েছে, সঠিক চিকিৎসাতে দ্রুত সুস্থ হবে বলে আশা করি।

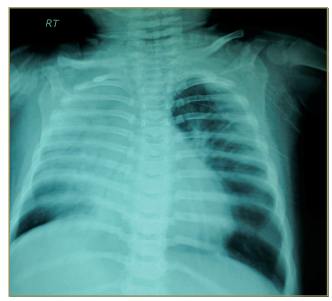

▶ মা ঃ আমার ছেলের (৮ বৎসর ৪ মাস) ৩ দিন যাবৎ জ্বর, কাশি, শ্বাস কষ্ট ও ডান দিকের বুকে ব্যথা হচ্ছে।

ফুসফুস একটি উল্টানো গাছের মত যা আমাদের বুকে অবস্থিত। গাছের শাখা প্রশাখা শেষ হয় পাতার মত অংশে (alveoli)। ফুসফুসের কাজ হলো আমাদের শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করা এবং শরীর থেকে কার্বনডাই অক্সাইড বের করে দেওয়া। জীবাণুজনিত কারণে পাতার অংশে প্রদাহ হলে বলে নিউমোনিয়া। জ্বর, কাশি, দ্রুতশ্বাস ও শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়ার লক্ষণ। দ্রুত এবং কার্যকরী চিকিৎসাতে নিউমোনিয়া পুরোপুরি সুস্থ হয়।

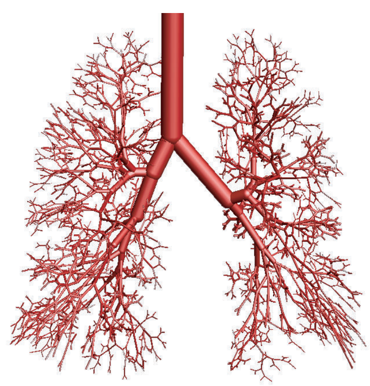

ঘটনা ঃ ব্রংকিউলাইটিস (Bronchiolitis)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ মাস) রাত্রে ভাল ছিল, হালকা কাশি ছিল, নাক দিয়ে একটু পানি পড়ছে, সকাল থেকে হঠাৎ করে খুব শ্বাসকষ্ট ।

ডাক্তার ঃ জ্বর ছিল?

মা ঃ মাথা সব সময় গরম থাকে, শরীরে জ্বর নাই ।

ডাক্তার ঃ (বুকের এক্স-রে তে দেখা গেল বুক বেশী কালো এবং বড়) আপনার বাবুর ব্রংকিউলাইটিস হয়েছে । চিকিৎসা করলে ৩/৪ দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবে ।

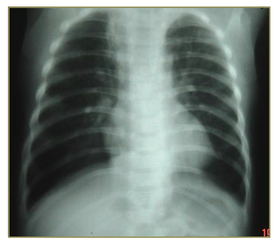

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ মাস) খেলাইতাছে, খাইতাছে, হাসতাছে দুষ্টামি করতাছে আবার শ্বাসও টানতাছে ।

ডাক্তার ঃ মুখে হাসি, গলায় বাঁশি এবং বুকে কাশি এটাই ব্রংকিউলাইটিস ।

▶ মা ঃ আমার বাচ্চার (১১ মাস) দুই মাস আগে খুব ঠান্ডা লাগছিল । গ্যাস ট্যাস দেওয়া লাগছিল ।

▶ বাবা ঃ বাবুর (২ মাস) খুব শ্বাস কষ্ট হয়েছিল, শিশু হাসপাতালে নিয়ে ছিলাম, গ্যাস (নেবুলাইজেশান) ভরে দিয়েছিল ।

▶ বাবা ঃ স্যার বাবুর (৩ মাস) বুকটা কফে হাউসফুল ।

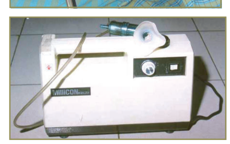

▶ ডাক্তার ঃ ৩ মাস বয়সে ওর কি অসুখ হয়েছিল ?

মা ঃ একদিন সারাদিন ও সারারাত্রি কান্নাকাটি করেছিল, হাসপাতালে ভর্তি ছিল, হালকা জ্বর ছিল । ডাক্তাররা ইনজেকশন দিয়েছিল, ৪ দিন পরে ভাল হয়ে গিয়েছিল ।

▶ মা ঃ আমার শিশুর (১৩ মাস) বুকে কাশ জমে গেছে, বুক ঘড় ঘড় করে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৭ মাস) বুকে বারে বারে শ্বাস টান হয়। টারজন (Trizon) সুঁই দিয়েছে ৭ টা। একটার দাম ২২০ টাকা, একবার দশটা, আবারও ৭টা দিয়েছি।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৮ মাস) দিবা নিশি শ্বাস টানে আর বুকে ঢেউ ঢেউ করে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২১ মাস) ছোট বেলায় Pneumonia হয় নাই, ব্রঙ্কিওলাইটিস হয়েছিল। (মা চাকুরি করে পল্লী বিদ্যুতে)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৩ মাস) রাতে মনে হয়েছিল রাত আর কাটে কিনা। এত শ্বাস কষ্ট হয়েছিল, মনে হয় শ্বাস বের হয়ে যাবে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ মাস) শ্বাসকষ্ট হয়েছিল নাকে লতা (অক্সিজেন) দিছিল আর গ্যাস দিছিল আর আঙ্গুলে মেশিন (pulse oxymeter) লাগাইয়া রক্ত (অক্সিজেন) মাফছিল।

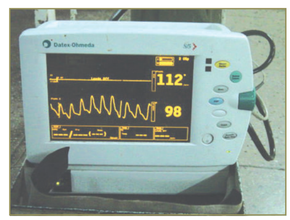

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ মাস) বুকে খুব জাম আছে।
ডাক্তার ঃ বুকে কি গাড়ি ঘোড়া আছে যে, জাম থাকবে ?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ বৎসর ৮ মাস) ঘন ঘন শ্বাস কষ্ট হয়। ইনজেকশন দিয়ে মামা শেষ কইরা ফেলাইছে !

▶ মা ঃ বাবুর (৭ মাস) কাশি কমছেনা, তাই মুরুব্বিরা বলে একটু তেল (সরিষার তেল) খাওয়াতে, খাওয়ানোর পরে বমি করে দেয়।

*ফুসফুস একটি উল্টানো গাছ (পৃষ্ঠা ১৪৪) যা আমাদের বুকে অবস্থিত। গাছের শাখা প্রশাখায় শেষ হয় পাতার মত অংশে। ফুসফুসের কাজ হলো আমাদের শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করা এবং কার্বনডাই অক্সাইড বের করে দেওয়া। পাতার ডোগায় ভাইরাস জনিত প্রদাহ হলে বলে ব্রংকিউলাইটিস। ছোট্ট (২ বছর পর্যন্ত) শিশুদের নাক দিয়ে পানি পড়ার পর কাশি, দ্রুত শ্বাস ও শ্বাসকষ্ট হয়। জ্বরের মাত্রা বেশী থাকে না। শিশু দ্রুত সুস্থ হয় এবং হাসতে থাকে। তাই **হাসি, কাশি ও বুকের বাঁশিই ব্রংকিউলাইটিস**। ব্রংকিউলাইটিস বারে বারে হতে পারে এবং পরবর্তীতে শিশু হাঁপানি রোগেও আক্রান্ত হতে পারে।*

ঘটনা ঃ ব্রঙ্ককিউলাইটিস এবং হাঁপানি (Bronchiolitis and asthma/ Reactive airway disease - RAD)

▶ মা ঃ শিশুর (৩ বৎসর ৬ মাস) অসুখ এক মাস বয়স থেকে শুরু হয়েছে। কাশ উঠলে থামেনা। টান উঠে যায়। কোন ঔষধে ধরে না। বার বার ডাক্তার দেখাই এক বস্তা কাগজ আছে বাসায়। এখন পর্যন্ত ৫০,০০০/- টাকা খরচ হয়ে গেছে। ছোটকালে ইনজেকশন দিয়েছিল টানের জন্য। প্রতিটি ইনজেকশনের দাম ২০০-২৫০/- টাকা।

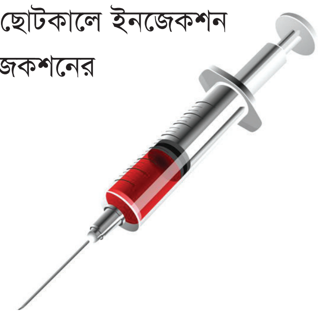

▶ মা ঃ বাবুর (১৬ মাস) বারে বারে কাশি ও শ্বাস কষ্টের জন্য যশোরে অনেক ইনজেকশন দিয়েছে তাই আতঙ্ক হয়ে গেছে।

▶ মা ঃ বাবুর (১ বৎসর ৩ মাস) মাঝে মাঝে টান উঠে, গলায় ঘেড় ঘেড় করে, পন পন আওয়াজ করে। ৩ মাস বয়স থেকে শুরু। ব্রডিল, প্রজমা, ভেনটোলিন, ফাইমক্সিল খাওয়াতে হয়। সামান্য ঠান্ডার পরে শুরু হয়। নাক দিয়ে পানি পড়ে। ও আবার অনেক বার বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ওর কি ডেইলি (প্রতিদিন) 'নিউমোনিয়া' হয় ?

▶ মা ঃ ৩ মাস বয়স থেকে বাবুর (১৪ মাস) এই সমস্যা, জ্বর হয় কাশি হয় তার পর 'নিউমোনিয়া' হয়। বুকে আওয়াজ হয় কাশতে কাশতে ঘুম ভাঙ্গে, চোখ-মুখ ফুলে যায়।

ব্রঙ্কিউলাইটিস অসুখের পর শিশু পরবর্তীতে বারে বারে কাশি ও শ্বাস কষ্টে (হাঁপানি) অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। যার অর্থ এই নয় যে শিশুটি বারে বারে নিউমোনিয়া অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে। দামী এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করার প্রয়োজন নেই।

ঘটনা ঃ হাঁপানি (Asthma)

▶ মা ঃ আমার ছেলের (৮ বৎসর ৪ মাস) ৪ মাস বয়সে 'নিউমোনিয়া' হয়েছিল, তারপর থেকে শ্বাসকষ্ট হয়। ১-২ মাস পর পর হতো, ঔষধের উপরে থাকতো। ডাক্তার ইনহেলারও দিয়েছিল।

ডাক্তার ঃ আপনার শিশুর হাঁপানি হয়েছে ।

মা ঃ আমার বাচ্চার হাঁপানি হবে কেন ? ওতো বুকে ব্যথাও পায়নি, বিছানা থেকে পড়েও যায়নি। মুরুব্বিরা বলে বাচ্চা পড়ে গিয়ে বুকে ব্যথা পেলে বাচ্চার হাঁপানি হয়।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বৎসর ৫ মাস) সামনের ড্রেনে পানি জমলেই কাশি হয়। বেশী গরমে ঘামতে ঘামতে কাশি হয়। কাশতে কাশতে ঘুম থেকে উঠে যায়। বড় বাচ্চারও এরকম হতো ৬ বৎসর হবার পর ভাল হয়ে যায়, এখন ১১ বৎসর।

▶ মা ঃ ডাক্তার সাহেব আপনার রোগী চিকিৎসাতে ভাল থাকে, ভাল যে হয় না !

▶ মা ঃ পা থেকে জুতা খুললেই ঠান্ডা লাগে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর ৬ মাস) বুকে ইঞ্জিনের মত আওয়াজ হয়।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) বুকে পাখির ডাক শোনা যায়।

ডাক্তার ঃ কোন পাখি ?

মা ঃ চড়ুই পাখি

▶ মা ঃ বাচ্চার (৩ বছর) বুকে মাইর আছে (সিলেটবাসী মা)

▶ মা ঃ বাবু (৬ বৎসর ৪ মাস), এসি (AC) তে থাকতে পারে না, কাশি হয়।
ডাক্তার ঃ তাহলে বড় হলে বড় চাকুরি কিভাবে করবে ?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বৎসর ৬ মাস) গরুর মাংস এবং ইলিশ মাছ খাইলে কাশ ও টান উঠে।

▶ মা ঃ বাবুর (৪ বৎসর ৯ মাস) কাশ কাটেনা, জন্ম থেকেই কাশি।

▶ মা ঃ আমার ছেলে (১১ বৎসর) ঠান্ডা / ফান্টা বেশী খায় এবং কাশি ও শ্বাস কষ্ট হয়।

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বৎসর ১ মাস) বের হবার মত কাশি হয় না।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২৭ মাস) লাগাতার ঠান্ডা এবং false cough, কাশি বের হয় না।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) কাশ কমছে না, পড়েও না

▶ মা ঃ বাবু (১০ বৎসর) রাতে ৩ বালিশ নিয়ে শোয়। ১ বালিশে শুতে পারে না, কাত হয়ে শোয়, নইলে কাশি হয়।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (২ বৎসর) এক বদনা পানি দিয়ে গোসল করাই, বেশী দিলেই কাশি হয়।

▶ মা ঃ বাবুর তো (৩ বৎসর) হাঁপানি, কর্পুর দিয়ে তেল মালিশ করলেই ভাল হয়ে যায়।

▶ মা ঃ বাবুর (৫ বৎসর) ঠান্ডা লাগলেই 'নিউমোনিয়া' হয়ে যায়।

▶ মা ঃ বাচ্চার (৩ বৎসর ১০ মাস) একটু আকাশ মেঘলা হলেই হাঁচি, কাশি শুরু হয়ে যায়, পানিতে হাত দিতে পারে না, ঠান্ডা লেগে যায়।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর ৬ মাস) কান্না করতে পারে না, কাশি উঠে যায়।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৭ বছর) কলার মধ্যে দিয়ে ব্যাঙের কলিজা খাওয়াইয়া দিছি, তারপরেও ভাল হয় না ।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৬ বছর) তেলাপোকা চুবাইয়া চা খাওয়াইছি তারপরেও শ্বাসকষ্ট ভাল হয় নাই ।

▶ মা ঃ আমার ছেলে (১০ বছর) মাদ্রাসায় পড়ে, সারাদিন অজু করতে হয়, মাটিতে বসে পড়ে । হাঁপানি ভাল হয় না । পরবর্তীতে মাদ্রাসা থেকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৩ বছর) ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট হয় ও মাঝে মাঝে নাক দিয়ে পানি পড়ে

ডাক্তার ঃ বংশে হাঁপানি আছে?

বাবা ঃ পিতৃকুলে নাই, মাতৃকুলে আছে

ডাক্তার ঃ মাতৃকুল বংশ না?

▶ ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর (৪ বছর ৬ মাস) হাঁপানি হয়েছে, ওকে ইনহেলার দিতে হবে

মা ঃ কত টাকা লাগবে?

ডাক্তার ঃ বাবা কি করে?

মা ঃ বাবুর বাবার ঔষধের ফার্মেসি আছে ।

ডাক্তার ঃ তা হলে তো চিকিৎসা ফ্রি । আপনি খুব লাকি!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) অনেক দিন যাবৎ কাশি, অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক ঔষধ খাইয়েছি কিন্তু কাশি ভাল হয় না । সবাই বলে ভাল হয়ে যাবে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বৎসর) হাঁপানি। আমার বড় বাবুরও (৭ বৎসর) ছোট বয়সে ছিল, বুঝার পর ভাল হয়ে গেছে।

ডাক্তার ঃ বুঝতে শুরু করলে আপনার এই বাবুও ভাল হয়ে যাবে।

বাবা ঃ আমার মা (দাদি) বলেছে আমি সাঁতার ও ডুব দিতে পাড়ার সময় (৭ বছর) ভাল হয়ে গিয়েছিলাম।

শিশুর হাঁপানি অসুখ বুঝার উপায় -

১। বারে বারে কাশি ও শ্বাস কষ্ট হওয়া

৩। রাতে কাশি হওয়া এবং কাশতে কাশতে ঘুম থেকে উঠে যাওয়া।

৪। এলার্জির কারণে হাঁপানি শুরু হওয়া (ঠান্ডা খাওয়া, পানি নিয়ে খেলা করা, আকাশ মেঘলা হওয়া, এলার্জি খাবার (গরুর মাংস, ইলিশ মাছ) ইত্যাদি খাওয়া।

৫। হাঁপানির সাথে নাকের, চোখের ও চামড়ার এলার্জি (একজিমা) থাকতে পারে।

৪। ৭-১০ বৎসর বয়সে, শিশু-হাঁপানির প্রকোপ কম হয় (যে বয়সে শিশু পুকুরে ডুব দিতে শিখে)

৫। হাঁপানি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সারা জীবন থেকে যেতে পারে। ডায়াবেটিস এবং উচ্চরক্তচাপ অসুখগুলোর মত। তবে চিকিৎসার মাধ্যমে অসুখগুলো নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব।

ফুসফুস একটি উল্টানো গাছ (পৃষ্ঠা ১৪৪) যা আমাদের বুকে অবস্থিত। গাছের শাখা প্রশাখা শেষ হয় পাতার মত অংশে (alveoli)। গাছের কাজ হলো শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করা এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেওয়া। হাঁপানীতে গাছের শাখা প্রশাখার অংশ সংবেদনশীল হয় এবং সংকুচিত হয় ফলে এলার্জি জনিত কারণে শিশুরা কাশি, বুকে বাঁশির মত আওয়াজ ও শ্বাসকষ্টতে আক্রান্ত হয়। হাঁপানির চিকিৎসা ২ রকম ঃ (১) উপশমকারী (২) রোগ প্রতিরোধকারী।

ঘটনা ঃ ফুসফুসে যক্ষ্মা (Pulmonary TB)

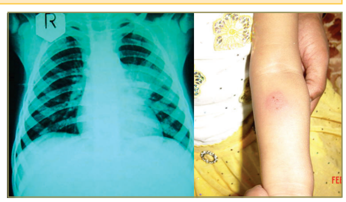

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (২৩ মাস) দুই মাস যাবৎ জ্বর, ক্ষুদা মন্দা ও ওজন কমে যাচ্ছে। বাড়িতে ওর দাদা যক্ষ্মার ঔষধ খায় ৩ মাস যাবৎ।

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করে - MT ও বুকের x-ray)
আপনার মেয়ের বুকে যক্ষ্মা হয়েছে। বিনা মূল্যে সব ঔষধ পাবেন (DOTS থেকে) পূর্ণ ৬ মাস চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে।

যক্ষ্মা জীবাণুজনিত অসুখ। এই অসুখে জ্বর হয়, খাওয়া কমে যায়, ওজন কমে যায়, শিশু খেলাধুলা করে না। যক্ষ্মার জীবাণু অন্য জীবাণু থেকে আলাদা- কয়েকটি ঔষধ একসাথে কয়েক মাস নিয়মিত খেলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ ফুসফুসে পানি জমা (Pleural effusion)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ বৎসর) এক মাস যাবৎ জ্বর, কাশি ও ৩ দিন যাবৎ শ্বাস কষ্ট এবং বুকের বা দিকে ব্যথা।

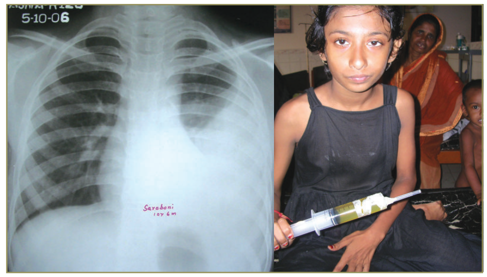

জীবাণুজনিত কারণে ফুসফুসের আবরণের নিচে পানি জমে। আমাদের দেশে ফুসফুসের যক্ষ্মা এই অসুখের অন্যতম কারণ।

ঘটনা ঃ দীর্ঘ মেয়াদী কাশি (Pertussis)

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (৬ বছর) ঠান্ডা কাশি কমেই না। ১ মাস যাবৎ ঔষধ খাওয়াই। জ্বর তেমন নাই, চোখ লাল হয়ে গেছে, কাশতে কাশতে উপরের দিকে একটা টান দেয়। টিবি-র ডাক্তার দেখাইছি। কফের রিপোর্ট ভাল, বুকের এক্স-রে ভাল, চোখের ডাক্তারও দেখাইছি।

এটি শ্বাসতন্ত্রের জীবাণুজনিত মেয়াদী কাশি। একবারে অনেক কাশির পর দম নেয়ার সময় 'হুপ' এর মত আওয়াজ হয়। এই কাশি ১০০ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে এবং পরে ভাল হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ গ্যাস্ট্রিক (Peptic ulcer disease)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বৎসর) গলা দিয়ে ঝাল পানি আসে, বমি ভাব, পেট ব্যথা।
ডাক্তার ঃ কত দিন যাবৎ সমস্যা ?
মা ঃ ১ মাস ১৫দিন যাবৎ সমস্যা।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) গলা দিয়ে ঝোল ঢেকুর উঠে।

খাদ্যনালী পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (Mucosa) প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কতগুলো আগ্রাসী উপাদানের (acid ও pepsin) ভারসাম্যহীনতার কারণে পেটে ঘা হয়ে থাকে। এই ভারসাম্যহীনতার ঝুঁকিপূর্ণ কারণ (risk factor) হলো ব্যথা নাশক ঔষধ সেবন, এইচ পাইলরী (H. pylori) জীবাণু প্রদাহ, বংশগত সম্ভাবনা ও ধুমপান ইতাদি।

ঘটনা ঃ ভাইরাল হেপাটাইটিস (Viral hepatitis)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৯ বৎসর ৬ মাস) খায় না কিন্তু পেটে অনেক খাবার। মনে হয় জন্ডিস আছে। বমি বমি ভাব হয়।

ডাক্তার ঃ বাবুর (৪ বৎসর) জন্ডিস হয়েছে। কয়েক দিন পরে এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে।

মা ঃ কিভাবে বুঝবো যে ভাল হয়ে গেছে ?

ডাক্তার ঃ দুষ্টামি বেশী করলেই বুঝবেন ভাল হয়ে গেছে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বৎসর) বমি হয়, পেটে ব্যথা এবং প্রস্রাব হলুদ হয়।

পেটের ডান দিকে অবস্থিত বড় গ্রন্থি (লিভার) যা পিত্ত তৈরী করে এবং বিপাক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। লিভারে ভাইরাসজনিত কারণে প্রদাহ হলে, জন্ডিস ও বমি হয় এবং পেটের ডান দিকে ব্যথা হয়। চিকিৎসাতে ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ নেফ্রোটিক সিনড্রোম (Nephrotic syndrome)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) শরীর ফুলে গেছে ও পেশাব কমে গেছে।

▶ মা ঃ প্রস্রাব জাল দিলে বসে পড়ে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৬ মাস) পেশাব করলে কাপড় শুকাইয়া শক্ত হইয়া যাইতো, এখন হয় না।

পেটের ভিতরে দুইটি ছাঁকনি বা কিডনি আছে, যা শরীরের রক্ত পরিস্কার করে ও প্রস্রাব তৈরি করে। কিডনিতে সমস্যার কারণে একটি উপাদান (এলবুমিন) শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই উপাদানটি রক্তনালীর মধ্যে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলশ্রুতিতে পানি শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, শিশুর মুখ ফুলে যায়, পেট ও হাতে পায়ে পানি চলে আসে। সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল হলেও এই অসুখ বারে বারে হতে পারে ১০/১২ বৎসর পর্যন্ত। তবে ভাল খবর হলো এ অসুখে কিডনির কোন ক্ষতি হয় না। শিশুটি পরবর্তী জীবনে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

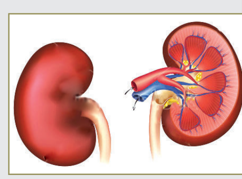

ঘটনা ঃ গ্লোমারিউলোনেফ্রাইটিস (Glomerulonephritis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বৎসর) চোখ ফুলে গেছে, শরীরে পানি চলে আইছে এবং পেশাব কম ও লাল হয় ।

পেটের ভিতরে দুটি কিডনি বা ছাঁকনি আছে যা আমাদের রক্ত পরিস্কার করে প্রস্রাব তৈরী করে । এই কিডনিতে সমস্যার কারণে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পানি বের হতে পারে না । অধিকন্তু প্রস্রাবে লোহিত কণিকা বের হয়ে যায়, প্রস্রাব কমে যায় এবং লাল বর্ণের হয় । শরীরে পানি আটকে যাবার কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয় । ব্রেইন ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, হার্টের ক্ষতি হলে হার্ট ফেইলিউর হতে পারে এবং কিডনির ক্ষতি হলে কিডনি তার কর্মক্ষমতা হারাতে পারে । তবে সঠিক চিকিৎসায় অধিকাংশ শিশু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায় ।

ঘটনা ঃ পেটে কৃমি (Helminthiasis)

▶ মা ঃ বাবুর (৩ বছর) খুব কৃমি হয়েছে, পায়খানার রাস্তা পিল পিলায় । কটনবাড দিয়ে কৃমি বাইর করতে হয় ।

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (২ বৎসর) প্রস্রাবের রাস্তা পিলপিলায়, টর্চ (torch) দিয়ে দেখি একটা কৃমি, ১ ইঞ্চি লম্বা হবে ।

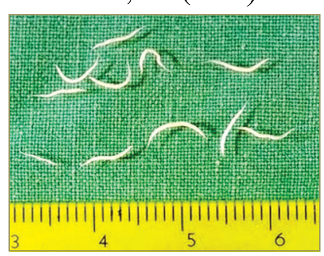

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ বছর) পেটে কৃমি হয়েছে । গুড়া কৃমি, যা গতকাল দেখে খুব ভয় হয়েছে ।

ডাক্তার ঃ বড়টা দেখলে কি হবে?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বৎসর ৮ মাস) পেটে কি কৃমি হয়েছে? ওর পেট বড় কেন ?

ডাক্তার ঃ বাংলাদেশে কৃমি ছাড়া কোন পেট নাই, আমাদের নেতা নেত্রীসহ....

মা ঃ ওদের আরও বেশী আছে, তাই এত কথা বলে!

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ বৎসর ২ মাস) পরিশ্রম করে পায়খানা করে এবং পায়খানার জায়গা ফাঁক করলে কৃমি চলে আসে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ বছর, ৮ মাস) পায়খানার পর আমার আঙ্গুল মলদ্বারে ঢুকাইয়া রাখে, উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে ।

▶ মা ঃ আমার মেয়ে বাবু (৩ বছর ১৫ দিন) পিছনে চুলকায়, এখন সামনেও চুলকায়।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর ৬ মাস) ১ বছর যাবৎ কৃমিতে ভুগছে। কৃমির আসল ঔষধ কি ?

ডাক্তার ঃ কৃমির ঔষধ নিয়মিত খেতে হবে, খাওয়ার আগে ও পরে এবং টয়লেট থেকে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, হাতের নখ ছোট রাখতে হবে ও পরিবারের সবাইকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৮ মাস) পাছা উল্টা করে ঘুমায়, খুব ছটফট করে।

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (২ বছর ৬ মাস) পায়খানার রাস্তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ কৃমি বের হয়!

▶ মা ঃ পায়খানার রাস্তা দিয়ে ছোট ছোট সাপ বের হয়!

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৮ মাস) এখনও কৃমির ঔষধ দেই নাই।

ডাক্তার ঃ বিয়ের জন্য পাত্রী দেখা শুরু করেছেন ?

মা ঃ বিয়ের সময় হয়েছে নাকি ?

ডাক্তার ঃ কৃমির ঔষধ খাওয়ার সময়ও হয় নাই। এক বছর হলে পরে দিতে হবে।

কৃমি একটি সাধারণ এবং দেশব্যাপী সমস্যা, এ অসুখ নির্ণয় করার জন্য পায়খানা পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। প্রতি ৩/৪ মাস অন্তর অন্তর কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে - ১ বছর বয়স থেকে।

ঘটনা ঃ ডায়রিয়া (Diarrhoea)

▶ মা ঃ বাবুর (১ বৎসর) ডায়ারিয়া হয়েছিল - যেদিন শুরু হয়েছে, সেদিনই শেষ হয়েছে। (সোমবারে শুরু হয়ে পরবর্তী সোমবারে ভাল হয়।)

▶ মা ঃ বাবুর (১১ মাস) চোখের পানির মত পায়খানা হয়।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ মাস) পায়খানা বন্ধ করার ঔষধ নাই?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ মাস ১৫ দিন) ডায়রিয়া হয়েছে, মহাখালির কলেরা হাসপাতালে গিয়েছিলাম, মনে হয় পৃথিবীর সবাই অসুস্থ, সবারই ডায়রিয়া!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ বছর) ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া ছিঁড়া, ছিঁড়া পায়খানা হয়।

শিশুদের অনেক অসুখ আপনা আপনি ভাল হয়ে যায়, এবং অসুখের সময় লক্ষণগুলোর চিকিৎসা করলেই চলে। ডায়রিয়ার চিকিৎসা হলো স্যালাইন, মুখে খাওয়ানো অথবা অথবা শিরায় দেয়া হয় যদি অবস্থা গুরুতর হয়। তবে বেশীর ভাগ শিশুই মুখে খাবার স্যালাইনে ভাল হয়ে যায়, সাথে জিঙ্কও দেয়া যেতে পারে।

1.423 in

ঘটনা ঃ খাওয়ার পর পরই পায়খানা হওয়া (Dumping syndrome)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৮ বছর ১০ মাস) খাওয়ার পর পরই পায়খানাতে গিয়ে বসে থাকে। যতবার বার খায় ততবারই টয়লেটে যায়।

আমাশার কারণে অনেক শিশু খাওয়ার পর পর পায়খানায় যেতে পারে।

ঘটনা ঃ রক্ত আমাশা (Invasive diarrhoea)

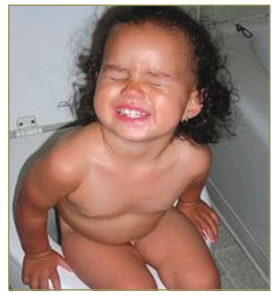

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) পায়খানার সাথে রক্ত যায়। ওর খুব জ্বর। পায়খানা করার সময় খুব কোত দেয়।

▶ মা ঃ আমার মেয়ে (৮ বছর) মাঝে মাঝে পেট ব্যথা করে। বারে বারে পায়খানাতে যায়। কোন কিছু খাবার পর হয়। চিপস্ ও ঝালমুড়ি খেলে বেশী হয়।

জীবাণুজনিত পেটের পীড়া, এতে পেটে কামড় দিয়ে রক্তযুক্ত পায়খানা হয়।

ঘটনা ঃ পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া (Rectal polyp)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বৎসর) পায়খানার সাথে রক্ত পরে, তাবিজ দেওয়ার পর ১ বৎসর বন্ধ ছিল, এখন তাবিজেও কাজ হয় না।

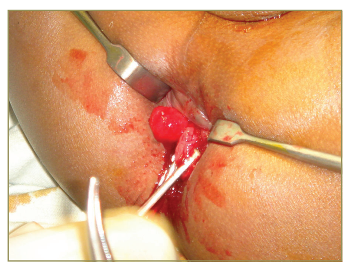

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ বছর) ১ মাস পর পর পায়খানার সাথে রক্ত পড়ে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ১১ মাস) পায়খানাতে রক্ত যাওয়ার কালচার আছে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) পায়খানার সাথে কাঁচা রক্ত যায়, পায়খানা কিন্তু নরম না।

মলদ্বার বা বৃহদন্ত্রের দেয়াল থেকে একটি বা একাধিক উপবৃদ্ধি হওয়ার অংশ থেকে রক্তপাত হয়। এটি একটি অবিপদজ্জনক (benign) অবস্থা। অনেক সময় এই উপবৃদ্ধি আপনা আপনি ঝরে যায় অথবা শিশু সার্জনেরা ছোট অপারেশনের মাধ্যমে মূল উৎপাটন করতে পারেন যার ফলে পায়খানার সাথে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ মলদ্বারে চিঁড় (Anal fissure)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বৎসর) পায়খানা করতে চায় না, পায়খানার চাপ হলে দুই পা চিপে টেবিলের কোনে দাঁড়িয়ে থাকে, মাঝে মাঝে পায়খানার সাথে রক্ত যায়।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর ৬ মাস) পায়খানা করতে চায় না, আটকাইয়া রাখে। সমস্ত শক্তি দিয়া পায়খানা চিপে ধরে। শাক সবজি কম খায়, মাংস বেশী পছন্দ করে। Avolac খেলে পায়খানা হয়।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ৪ মাস) পায়খানা করতে চায় না, পায়খানার সময় হলে কোলে উঠে।

মলদ্বারে চিঁড় ৬-২৪ মাস বয়সের শিশুদের একটি সাধারণ রোগ। শক্ত মল বের হওয়ার সময় মলাশয় সম্প্রসারিত হয়ে মলদ্বার ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে শিশুর মলত্যাগের সময় ভীষণ ব্যথা অনুভব করে ও মলত্যাগের উপাখ্যান থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট হয়।

ঘটনা ঃ প্রস্রাবে ইনফেকশন (Urinary tract infection)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) প্রস্রাব করার সময় কান্না করে, ঘন ঘন প্রস্রাব করে আর ওর জ্বরও আছে।

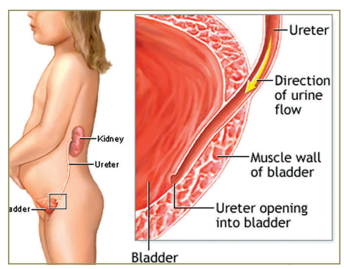

৬ বছর ৬ মাসের মেয়ে বারে বারে প্রস্রাবে ইনফেকশন হয়

▶ ডাক্তার ঃ বাবু কি পানি কম খায়?

মা ঃ জ্বি, পানি খেতেই চায় না। স্কুলের টয়লেট ভাল না, খুবই নোংরা। বাসা ছাড়া কোথায়ও টয়লেট করে না।

ডাক্তার ঃ সব মহিলাদের একই সমস্যা। পানি বেশী করে খেতে হবে প্রয়োজন হলে টয়লেট করতে হবে। (সম্ভব হলে potty নিয়ে স্কুলে যেতে হবে)

জীবাণুজনিত প্রস্রাবের রাস্তায় ইনফেকশন। চিকিৎসাতে পুরোপুরি ভাল হয়ে যায়। প্রস্রাবের চাপ হলে প্রস্রাব না করে আটকিয়ে রাখলে প্রস্রাবে বেশী ইনফেকশন হয়।

ঘটনা ঃ লিঙ্গের অগ্রভাগ ও ত্বকে প্রদাহ (Balanoposthitis)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ বছর ১০ মাস) প্যান্ট খুলে পেনিস ধরে টানে, খুব জোর করে টানে।
ডাক্তার ঃ তালা-চাবিওয়ালা প্যান্ট পরাতে হবে।

▶ মামা ঃ বাবুর (২ বছর ১১ মাস) একটা সমস্যা। সব সময় নুনুতে হাত দেয়। রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ধরে রাখে। মুসলমানি হয় নাই।

ছেলেদের লিঙ্গের অগ্রভাগে (balanitis) ও অগ্রত্বকের (posthitis) প্রদাহে শিশুটির চুলকানি হয় ফলে শিশুটি লিঙ্গ ধরে টানাটানি করে এবং মাঝে মাঝে অগ্রত্বকের নীচে নিঃসরণ জমতে দেখা যায়।

ঘটনা ঃ টাইফয়েড (Enteric fever)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ বৎসর) জ্বর, মাথা ব্যথা, পেটে ব্যথা ৪ দিন যাবৎ। খুবই অসুস্থ এবং একদম খায় না।

জীবাণুজনিত পেটের এবং রক্তের ইনফেকশন যাতে শিশুরা জ্বর, পেটে ব্যথা এবং অন্যান্য উপসর্গে ভোগে। খোলা এবং কাঁচা খাবারের মাধ্যমে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। চিকিৎসাতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ হাম (Measles)

▶ মা ঃ বাবুর (১২ মাস) নাক দিয়ে পানি পড়ে, কাশে, খুব জ্বর আছে এবং সারা শরীরে লাল-দানার দাগ হয়েছে। ওর কি হাম হয়েছে? আমিতো বাবুকে হামের টিকা দিয়েছিলাম।

ভাইরাসজনিত কারণে বেশী জ্বরের সাথে সারা শরীরে লাল-দানার মত দাগ হয়। সঠিক চিকিৎসা না করালে অনেক জটিলতা হয়ে থাকে। টিকা নিলে হাম হওয়া থেকে সাধারণত রক্ষা পাওয়া যায়।

ঘটনা ঃ রুবেলা (Rubella)

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (৮ বৎসর) জ্বরের সাথে শরীরে দানার মত হয়েছে। হাতের আঙ্গুলে ব্যথা করে এবং মাথার পিছনে গুটির মত হয়েছ।

ভাইরাসজনিত কারণে বেশী জ্বরের সাথে সারা শরীরে লাল-দানার মত দাগ হয়। এটি একটি অবিপদজ্জনক অবস্থা (রুবেলা), এটা এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আপনার মেয়ের পেটে সন্তান আসলে এ অসুখে বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে রুবেলার টিকা দিলে এ অসুখ আর হয় না।

ঘটনা ঃ শিশুহাম (Roseola infantum)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ মাস) তিন দিন জ্বরের পরে সারা শরীরে লাল লাল দাগ দেখা দিয়েছে এবং বাবু খাওয়া-দাওয়া ও খেলা করা শুরু করেছে। ওর কি হাম হয়েছে ডাক্তার সাহেব ?

ডাক্তার ঃ শরীরের দাগ হলেই, হাম হয় না
ঘাড়ে গুঁটি হলেই, টিউমার হয় না
শ্বাসকষ্ট হলেই, নিউমোনিয়া হয় না
পেট ব্যথা হলেই, এপেনডিসাইটিস হয় না
বারে বারে পায়খানা করলেই, ডায়রিয়া হয় না
পা ব্যথা হলেই, বাত জ্বর হয় না
চক চক করলেই, সোনা হয় না !

৬ মাস থেকে ২৪ মাস বয়সের শিশুদের মৃদু ভাইরাস জ্বর যা ৩ দিনের মাথায় শরীরে লাল লাল দানা আর্বিভূত হবার আগেই চলে যায়। অন্য নাম হল- baby meales, three day fever, ertythma subitum. কোন ঔষধের প্রয়োজন নেই, শরীরে কোন দাগ থেকে যায় না।

ঘটনা ঃ জলবসন্ত (Varicella)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৯ বৎসর) শরীরে, মুখে ফুসকুড়ি হয়েছে, জ্বর তেমন নাই ।

ভাইরাস জনিত কারণে জ্বরের সাথে পানির মত ফুসকুড়ি হয় । পুরোপুরি সুস্থ হয় এবং শরীরের দাগ মিশে যায় ।

ঘটনা ঃ ম্যালেরিয়া (Malaria)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, শীত শীত লাগে । কোন সর্দি কাশি নাই ।

মশাবাহিত জীবাণু জনিত অসুখ । এই অসুখে রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর হয় এবং রক্ত শূন্যতা হয় । রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয় করা হয় ।

ঘটনা ঃ ডেঙ্গুজ্বর (Dengue Fever)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ বছর) ৫ দিন যাবৎ জ্বর, শরীরে ভীষণ ব্যথা কিন্তু সর্দি কাশি নেই । আজ সকাল থেকে শরীরে ছোট ছোট লাল দাগ এসেছে এবং জ্বরের প্রকোপও কমে গেছে ।

Aedes aegypti mosquito

মশাবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ । কয়েকদিন উঁচুমাত্রার জ্বরের পরে শরীরে বিন্দু বিন্দু বা ছোট ছোট লাল দাগ হয়ে থাকে এবং রোগী দুর্বল হয়ে যেতে পারে । রক্তনালী থেকে রস বের হয়ে রক্ত চাপ কমে যেতে পারে এবং রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যাও কমে যেতে পারে ।

ঘটনা ঃ মাম্‌স (Mumps)

▶ বাবু ঃ আমার বাবুর (৭ বছর) গাল ফুলে গেছে।

ডাক্তার ঃ গিলতে গেলে ব্যথা হয়, না চিবাইতে গেলে ব্যথা পায়?

মা ঃ চিবাইতে গেলে ব্যথা পায়।

ডাক্তার ঃ বাবুর মাম্‌স হয়েছে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বৎসর ৩ মাস) ওর মাম্‌স টা বড় হয়েছে নাকি?

ভাইরাসের কারণে মুখের হাড়ের (mandible) কোনের গ্লান্ডে (parotid) প্রদাহ। এই প্রদাহ অন্যান্য salivary gland এর মধ্যেও হতে পারে। শিশুটির গালের কোনা ফুলে যায় এবং চিবাতে ব্যথা পায়। তবে শিশুটি এই রোগ থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা হতে পারে বা (ছেলেদের বেলায়) অন্ডকোষে প্রদাহ হতে পারে।

ঘটনা ঃ রক্তে প্রদাহ (Septicemia)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৫ মাস) খুবই অসুস্থ, জ্বর এবং খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, হাত পা নাড়ে না।

ছোট্ট শিশুদের রক্তে ইনফেকশন। চিকিৎসার মাধ্যমে বেশীর ভাগ শিশু সুস্থ হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ গিঁরাতে প্রদাহ (Septic arthritis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১২ বৎসর) জ্বর ও হাঁটু ফুইল্লা গেছে এবং খুব ব্যথা। বাম পা নাড়তে খুবই কষ্ট !

জীবাণু জনিত গিঁরাতে প্রদাহ। জ্বরের সাথে গিঁরাতে ভীষণ ব্যথা হয়, গিরা ফুলে যায় এবং ভিতরে পুঁজ জমা হতে পারে।

ঘটনা ঃ খাবার কম খাওয়ার জন্য রক্ত স্বল্পতা (Nutritional anemia)

▶ মা ঃ আমার বাবু (২০ মাস) দিনে দিনে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, তেমন খাওয়া দাওয়া করে না, মাঝে মাঝে মনে হয় জ্বর আসে।

খাবারে লৌহ জাতীয় খাবার কম খাবার কারণে রক্তস্বল্পতাকে নিউট্রিশনাল এনিমিয়া বলে। শিশুরা ঘন ঘন অসুস্থ হয় এবং তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়, শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যায়। হাত ও পায়ের তালু সাদা হয়ে যায়। সবুজ শাক সবজি, কচু শাক ও কলাতে প্রচুর লৌহ বিদ্যমান।

ঘটনা ঃ ইডিওপ্যাথিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরা (Idiopathic thrombocytopenic purpura)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বৎসর) শরীরে লাল ও কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। ওর ডান চোখেও রক্তের মত মনে হয়।

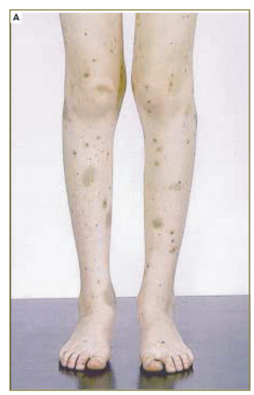

কোন অজ্ঞাত কারণে রক্তের অনুচক্রিকা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং শিশুটির শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে (বিশেষত চামড়ার নিচে) রক্তপাত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ রোগে আক্রান্ত শিশু আপনা আপনি সুস্থ হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ হেনক শোনলেন পারপুরা (Henoch Schonlein purpura)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ বৎসর) জ্বরের পরে পায়ে লাল ও কালো দাগ দেখা দিয়েছে, পেটে ব্যথা হয় এবং দুই হাঁটুতেও ব্যথা করে ।

অজ্ঞাত কারণে রক্তনালীতে প্রদাহের জন্য চর্ম, গিরা, কিডনী ও পেটে সমস্যা হয় । শরীরের চামড়ায় ছোট্ট লাল দাগ হয়, গিরায় ব্যথা হয়, কিডনিতে সমস্যার কারণে প্রস্রাবে রক্ত যায় এবং পেটে ব্যথা হয় । কিডনীতে সমস্যা গুরুতর না হলে এই অসুখ থেকে দ্রুত আরোগ্য হয় ।

ঘটনা ঃ অপুষ্টি (Malnutrition)

▶ বাবা ঃ আমার বাবুকে (২ বছর) দেখে মনে হয় সোমালিয়ার শিশু ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ বৎসর ৮ মাস) পুটকি মইরা গেছে, কোন স্বাস্থ্য নাই ।

শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় দীর্ঘদিন কম খেলে শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয় । আমিষ জাতীয় খাবার কম খেলে ওজন কমে যায়, হাতে পায়ে ও পেটে পানি আসে এবং মুখ ফুলে গোলাকার হয়ে যায় । মাথার চুল, চোখ ও চামড়ায় পরিবর্তন আসে (kwashiorkor) । সব ধরনের খাবার দীর্ঘদিন কম গেলে শরীর শুকিয়ে যায়, পাছা মরে যায় এবং গাল বসে যায় (marasmur) ।

ঘটনা ঃ রিকেটস (Rickets)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) দাঁড়ালেই দুই হাঁটু একসাথে লেগে যায় এবং ভালভাবে হাঁটতে পারে না, ওর কি রিকেটস হয়েছে, ডাক্তার সাহেব ?

ভিটামিন ডি অথবা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়ার ফলে বাড়ন্ত হাড় ঠিকমত না পরিপুষ্ট হবার কারণে রিকেটস্ হয়ে থাকে। এ অসুখে হাত পা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যায়, বা দুই হাঁটু লেগে যেতে পারে। হাড়ের পরিবর্তন- কব্জি, গোড়ালির (ankle) গাঁট, পাঁজরের হাড়, উপাস্টি (cartilage) এর সংযোগ স্থলে দীপ্যমান হয়।

ঘটনা ঃ স্কার্ভী (Scurvy)

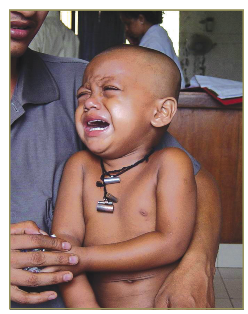

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (২ বৎসর) ধরলেই কান্না-কাটি করে, একটু একটু জ্বর হয়েছে, একদমই খায় না, ওকে আমি কোলে লইতেই পারি না, খুব চিৎকার করে।

স্কার্ভী (scuvy) ভুল খাবার অভ্যাসের কারণে খাবারে ভিটামিন সি (vitamin C) এর অভাবে হয়ে থাকে। শিশুকে শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাবার দিলে এই অসুখ হবার সম্ভাবনা বেশী হয়। এ অসুখে হাঁড়ের নিচে রক্তপাত হওয়ার কারণে শিশুকে ধরলেই ব্যথা পায় এং কান্নাকাটি করে। দাঁতের মাড়ি নরম হয়ে যায় এবং মাড়ি থেকে রক্ত ঝরতে পারে। ঘা শুকাতে দেরী হয়। ভিটামিন সি যুক্ত খাবার যেমন - লেবু, জামরুল, আমড়া, টমেটো ইত্যাদি খাবার খেলে স্কার্ভী হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

ঘটনা ঃ মোটা শিশু (Obesity)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বৎসর) পেটটা বড় কেন?

ডাক্তার ঃ (শিশুর ওজন মেপে পাওয়া গেল ৩০ কেজি), ভুঁড়ি কাদের হয়? আসল ফকিরের ভুঁড়ি নাই!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বৎসর ৮ মাস, ওজন ২৪ কেজি) প্রতিদিন ৪-৫টি কলা প্রতিবারে দুধের সাথে খায়। রাতে ঘুমের আগে দুধ কলা না দিলে ঘুমায় না। বলে আমিতো দুধ কলা খাই নাই!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বৎসর, ৩৫কেজি) নুনুবাচ্চা ভিতরে ঢুকে যায় এবং আমিতো ভয় পেয়ে যাই!

চেম্বারে মা-বাবা ওজনের স্কেলে ওজন নিতে দেখে

▶ মেয়ে শিশু ঃ মা, তুমি অনেক কমেছ (মা ৭৩ কেজি, বাবা ৯১ কেজি)

ডাক্তার ঃ (বাবাকে) আপনার ওজন আসলেই কম, এখনও ১০০ কেজি হয় নাই!

উচ্চতার তুলনার নির্দ্দিষ্ট ওজনের বেশী হলে 'বেশী ওজন' বা মোটা বলে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ওজন বেশী হলে রক্তে চর্বির মাত্রা বেড়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের উপর চাপ বেড়ে যায়, ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা বেশী হয় এবং শ্বাস কষ্টের অসুখ হয়। নিজেকে অনুত্তম মনে হওয়াসহ অনেক ধরনের অসুবিধা হয়।

শিশুর খোস-পাঁচড়া (Scabis)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১২ মাস) গ্রামে গেলেই প্রতিবারই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পায়ে খোস-পাঁচড়া হয়।

ক্ষুদ্র কীট জনিত চুলকানী বিশিষ্ট চর্মরোগ। সঙ্গে থাকা বাড়ির সবাইকে একসাথে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়।

ঘটনা ঃ একজিমা (Eczema)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বছর) পায়ে দীর্ঘ মেয়াদী চুলকানি আছে। মাঝে মাঝে কমে, আবার হয়। একদম ভাল হয় না।

দীর্ঘমেয়াদী এলার্জি জনিত চর্মরোগ যার উপসর্গ মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। এই অসুখের সাথে হাঁপানি, নাকের এলার্জি সর্দি ও চোখের এলার্জি থাকতে পারে।

ঘটনা ঃ চর্মে চর্বিযুক্ত প্রদাহ (Seborrhic dermatitis)

▶ মা ঃ আমরা বাবুর (১ মাস ১৫ দিন) মাথায় আশঁযুক্ত ঘা হয়েছে গত ১০-১২ দিন যাবৎ। ওর জ্বর নাই এবং খাওয়া দাওয়াতেও কোন অসুবিধা নাই। একটু বেশী কান্না কাটি করে। আমার এলার্জির কোন সমস্যা নাই।

Seborrhic dermatitis চামড়ায় আশঁ ও চর্বিযুক্ত হলুদ বা লাল ক্ষত। এক জাতীয় ফাঙ্গাসের কারণে চামড়ায় যেখানে চর্বিযুক্ত গ্রন্থি বেশী থাকে সেখানে হয়ে থাকে। যেমনঃ মাথায়, কপালে, কানের ভিতরে এবং পিছনে, নাক ও ঠোঁটের ভাঁজে কিংবা শরীরের চামড়া যে কোন ভাঁজে হয়ে থাকে। এই সমস্যা শুধু মাথায় হয়ে থাকলে তাকে বলে cradle cap ।

ঘটনা ঃ চামড়ায় ফাঙ্গাস ইনফেকশন (Tinea corporis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ মাস) সারা শরীরে চামড়ায় গোল গোল ক্ষত হয়েছে বাবু খুব কান্না করে, খিট খিটে হয়ে গেছে ও রাতে ভাল করে ঘুমাতেও পারে না ।

ফাঙ্গাস জনিত চর্মরোগ । ক্ষত অংশ দেখতে গোলাকার হয় যার পরিধি কিছু উঁচু হয় এবং মাঝখানের অংশটি মসৃণ থাকে ।

ঘটনা ঃ শরীরে ঘা (Impetigo)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) ঘা হলেই পেকে যায় । প্রথমে মুখে হয়ে পরে নীচের দিকে ঘাড়েও হয়েছে

জীবাণুজনিত চর্মে ইনফেকশন প্রথমে লাল দানার মত হয়, পরবর্তীতে পানি জমে দ্রুত পুঁজ হয়ে কঠিন আবরণে পরিণত হয় । অনেক সময় আশেপাশের লিম্ফ গ্রন্থিগুলি ফুলে যায় ।

ঘটনা ঃ আর্টিকেরিয়া (Urticaria)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) সারা শরীর সকাল থেকে ভীষণ চুলকাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় লাল লাল চাকা হয়ে গিয়েছে ।

ডাক্তার ঃ সকালে ও কি নাস্তা করেছিল?

মা ঃ পহেলা বৈশাখে পান্তা ইলিশ খেয়েছিল ।

আর্টিকেরিয়ার চামড়ার এলার্জি প্রতিক্রিয়া, এলার্জির কারণে চামড়ায় চাবুক মাড়ার মত লাল চাকা চাকা দাগ হয় এবং সাথে বেশ চুলকানি হয় । বিভিন্ন কারণে আর্টিকেরিয়া হতে পারে যেমন - চামড়ায় কোন এলার্জির স্পর্শ হলে, খুব ঠান্ডা কিছু চামড়ায় লাগলে বা রোদ্রে গেলে অথবা এলার্জি জাতীয় কোন খাবার যেমন- ইলিশ মাছ, বেগুন, কুমড়া, গরুর মাংস, ডিম, গরুর দুধ ইত্যাদি খেলে ।

ঘটনা ঃ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (Reflex syncope)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) রক্ত দেখলেই বলে বমি আসে, সাদা হয়ে যায় এবং পরে যায় অজ্ঞান হয়ে ।

হঠাৎ করে ব্রেইনে সাময়িক রক্ত সরবরাহ কমে যাবার কারণে ক্ষণিকের জন্য অজ্ঞান হয়ে যাওয়া । এটা হয়ে থাকে autonomic স্নায়ু ব্যবস্থায় সবিরাম কার্যহীনতা যার ফলে রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন ব্যাহত হয় । কিছু সময় শুয়ে থাকলে ব্রেইনে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় এবং শিশু স্বাভাবিক হয়ে যায় ।

ঘটনা ঃ শিশুর মাথা ঠুকা (Head banging)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ বছর ৪ মাস) কোলের জন্য পাগল, না কোলে নিলে ওয়ালের সাথে মাথা ঠুকে, পিস্তল দিয়া মাথায় বাড়ি দেয়। আপনি একটু দোয়া করে দেন। দোয়া করলে মনে হয় ভাল হবে।

দেয়ালের বিপরীতে মাথা দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করা কোন উদ্দেশ্য লাভের আশায়। ৬ মাস থেকে ২৪ মাস বয়সের শিশুরা head banging করে থাকে যা কয়েক মাস স্থায়ী হয় এবং ৩ বৎসরের মধ্যে কমে যায়। ব্যথা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে, কোন কারণে হতাশ হলে অথবা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিশুরা head banging করে থাকে। কিছু কিছু developmental বিকাশজনিত সমস্যার যেমন autism - কারণেও শিশুরা head banging এর আশ্রয় নেয়।

ঘটনা ঃ কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজম (Congenital hypothyrodism)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ মাস) ক্ষিধা লাগলে কান্না করে না, তেমন হাসে না, খালি পইরা থাকে। জন্মের পর অনেকদিন জন্ডিসে ভুগছিল। ওর পায়খানাও হতে চায় না।

গলার সামনে থাইরয়েড় গ্রন্থির জন্মগত সমস্যার কারণে শিশুর বুদ্ধি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। জন্মের এক মাসের মধ্যে এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হলে এবং গ্রন্থির হরমোনের বদলিকৃত চিকিৎসা নিয়মিত করলে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সঠিক ভাবে হতে পারে।

ঘটনা ঃ কেরোসিন বিষন (Kerosene poisoning)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বৎসর) কেরোসিন খাইয়া ফেলছে, এখন খুব কাশতাছে এবং দুর্বল হইয়া গেছে ।

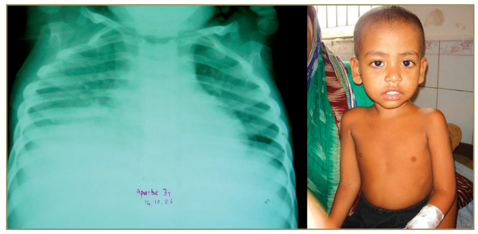

দুর্ঘটনাবশত শিশুরা বোতলে রাখা কেরোসিন খেয়ে ফেলে । এই কেরোসিন শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে শিশুর কাশি ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে, এমনকি ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা হতে পারে । কেরোসিন, ঔষধ ও অন্যান্য বিষাক্ত জিনিস অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত ।

ঘটনা ঃ বারে বারে বমি করা (Gastroesophageal reflux disease - GERD)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৮ মাস) খুব বমি করে । খাওয়ার পর পরই বমি হয় ।

ডাক্তার ঃ (বাবুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সন্তোষজনক) আপনার বাবুর খাদ্যনালীর নিচের অংশে কিছু সমস্যার কারণে বারে বারে বমি করে । এতে চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই ।

শিশুর খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর সংযোগস্থল ঢিলা হওয়ার কারণে খাওয়ার দুধ উপরে উঠে আসে যা খাদ্যনালীতে ঔষধ দিয়ে এক্স-রে করলে বুঝা যাবে । বয়স বাড়ার সাথে সাথে এবং শক্ত খাবার দেওয়া শুরু করলে এ সমস্যা আস্তে আস্তে চলে যায় । তবে সমস্যা গুরুতর হলে ওজন না বাড়লে ঔষধ অথবা অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে ।

ঘটনা ঃ এপেনডিসাইটিস (Appendicitis)

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (১২ বৎসর) এপেনডিসাইটিস (appendicitis) এর operation করাবো নাকি ? নেত্রকোণার এমন জায়গায় থাকি যে শহরে আসতে অনেক সময় লাগে ।

ডাক্তার ঃ ঐ গ্রামের সব মানুষের এপেনডিসাইটিস হলে এর অপারেশন করতে হবে, কারো জীবনের দামতো কম না ! নিশ্চিন্তে অপারেশন করাবেন ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে ।

প্রথমে নাভীর কাছে পেট ব্যথা হয়, বমি ও জ্বর হতে পারে । পরে ব্যথা ডানদিকে নীচে (right iliac fossa) চলে আসে । রক্ত পরীক্ষা ও পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাফীতে কিছু লক্ষণ থাকতে পারে ।

ঘটনা ঃ কুঁচকিতে হার্নিয়া (Inguinal hernia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ বছর ১ মাস) ডান দিকের কুঁচকির কাছে সামান্য বিচির মতো লাগতো, ফুলতো আবার চলে যেত । কিছুক্ষণ থাকত, কিছুক্ষণ থাকত না । মাঝে মাঝে হালকা ব্যথার কথা বলে ।

ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর কুঁচকিতে হার্নিয়া হয়েছে । শিশু সার্জনের কাছে গিয়ে ছোট্ট অপারেশন করাতে হবে, কোন প্রকার ঔষধে এ রোগের চিকিৎসা হয় না । সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে আর কোন অসুবিধা হবে না ।

কুঁচকির কাছের মাংসে কোন খোলা জায়গার (opening) বা দুর্বল অংশের (weak spot) ভিতর দিয়ে অন্ত্রের (intestine) কিছু অংশের বের হয়ে আসাকে (Inguinal hernia) বলে । অন্ত্রের অংশটি মাঝে মাঝে আসে, আবার ভিতরে ঢুকে যায় । ছোট্ট অপারেশন করালে হার্নিয়া ভাল হয়ে যায় । কোন সময় অন্ত্রের অংশটি আটকে গিয়ে পচন ধরলে জীবন বিপন্ন হতে পারে ।

ঘটনা ঃ অন্ডোকোষের থলিতে পানি (Hydrocele)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ মাস) একটা বিচি বড় মনে হয়।

ডাক্তার ঃ বাবুর অন্ডকোষের থলিতে পানি জমেছে। কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। এমনি এমনি ভাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

শিশুর অন্ডকোষের থলিতে তরল পদার্থ পুঞ্জিভূত হওয়ার কারণে এ অবস্থা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ তরল পদার্থ চলে যায়, কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে হাইড্রোসিল দীর্ঘস্থায়ী হলে ছোট্ট অপারেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব।

ঘটনা ঃ তালু / ঠোঁট কাটা (Cleft lip and palate)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) ঠোঁট কাটা এবং মুখের ভিতরে তালুও কাটা। দুধ খাওয়ার সময় নাক দিয়ে চলে আসে। ঘন ঘন জ্বর ও কাশি হয়।

ডাক্তার ঃ ঠোঁট ও তালু কাটা একটি জন্মগত সমস্যা। অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব।

মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে মুখের পক্বতর (developed) হওয়াতে বিঘ্ন ঘটেছে। মুখের অংশগুলো জোড়া না লাগার কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মুখের ঠোঁট কাটা জন্মের পর পর এবং তালু কাটা ১ থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে অপারেশন করাতে পারলে মুখের আকৃতি সুন্দর হয় ও শিশুর কথা বলতে সমস্যা হয় না।

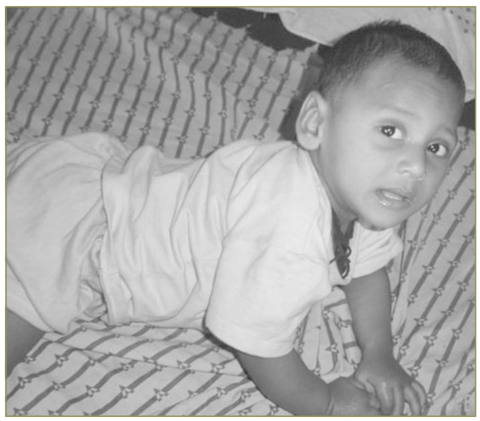

শিশুর জটিল রোগ

ঘটনা ঃ জটিল রোগ

১৬ মাস বয়সের বাবু বিকাশে বিলম্ব মনে হচ্ছে, এখনো বসতে পারেনা, কথা বলাও বয়সের তুলনায় কম। জন্মের সময় কোন অসুবিধা হয় নাই। রোগটি জটিল বলেই মনে হয়।

▶ ডাক্তার ঃ রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে আমাকে এই রোগীকে নিয়ে আরো পড়াশোনা করতে হবে, আপনি আগামীকাল আসবেন, আমাকে ওর পূর্বের চিকিৎসার এবং পরীক্ষার সব কাগজপত্র দিয়ে যান।

মা ঃ আপনি কি না পড়ে শিশু বিশেষজ্ঞ হয়েছেন ?

আমরা শিশু বিশেষজ্ঞরা কি হাসপাতালে, কি প্রাইভেট চেম্বারে প্রতিনিয়ত জটিল রোগের সম্মুখীন হই এবং যাঁরা শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছি, তাঁরা শিক্ষাদানের সময় নতুন নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। তাই আমাদের বই, জার্নাল বা ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে জটিল রোগ নির্ণয় ও তাদের ব্যবস্থাপনা নিরূপণ করতে সচেষ্ট হতে পারি এবং লেকচার নোট ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সময়োপযোগী করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ডাক্তারদের সবসময় কিছু সময় ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য।

ঘটনা ঃ মগজের পর্দায় প্রদাহ (Meningitis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বৎসর) জ্বরের সাথে খিঁচুনি হয়েছে, ঘাড় বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মনে হয়েছে বাবু মারা যাচ্ছে না কি ?

ব্রেইনের পর্দার জীবাণুজনিত ইনফেকশন। এটি একটি মারাত্মক রোগ। মাথা ব্যথা, জ্বর, খিঁচুনি এই অসুখের লক্ষণ। দ্রুত ও সঠিক চিকিৎসায় ভাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। পিঠ থেকে পানি (CSF) বের করে পরীক্ষা করে চিকিৎসা দেওয়া প্রয়োজন।

ঘটনা ঃ মগজে প্রদাহ (Encephalitis)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৮ বছর) জ্বর আসার পর অজ্ঞান হয়ে যায়। মাঝে মাঝে খিঁচুনিও হয়।

মগজে জীবাণুজনিত (সাধারণ ভাইরাস) প্রদাহ হবার কারণে শিশুটির জ্বর হয় ও অজ্ঞান হয়ে যায়। এটি একটি মারাত্মক রোগ। এই অসুখে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশী। নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে শুরু থেকে চিকিৎসা করা প্রয়োজন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

ঘটনা ঃ সেরিব্রাল পলসি (Cerebral palsy)

▶ বাবা ঃ আমার বাচ্চা (৩ বৎসর) বসে না, দাড়াঁয় না, কথা বলে না । অনেক চিকিৎসা করিয়েছি । ওর ওজনের সমান টাকা খরচ করেছি কিন্তু বাবুতো ভাল হইতেছেনা । স্যার, আমার জীবনের লাইফটা নষ্ট হইয়া গেছে!

ডাক্তার ঃ বাবুর জন্ম কোথায়, কিভাবে হয়েছিল ? জন্ম হবার কতক্ষণ পর কেঁদেছিল ?

বাবা ঃ জন্ম বাড়িতে হইছিল, দাইমা করছিল । বাচ্চা হবার দুই ঘন্টা পর কানছিল । পরে দুইদিন খিঁচুনি হইছিল, হাসপাতালে ভর্তি ছিল ৭ দিন ।

▶ মা ঃ বাবুর (২ মাস) এখনও ঘাড় শক্ত হয় নাই । স্যার কোন orthopaedic Surgeon কে দেখাব নাকি ?

- *জন্মের সময় বাবুর মাথা আটকে গিয়েছিল । মাথায় অক্সিজেনের ঘাটতি হবার কারণে শিশুটি জন্মের পরে কাঁদে নাই এবং পরে খিঁচুনি হয়েছিল । ব্রেইনে ক্ষতি হবার ফলে শিশুটি বসে না, দাঁড়ায় না, কথা বলে না । ব্রেইন একবার বেশী ক্ষতি হলে এ জীবনে সাধারণত ভাল হয় না ।*
- *গর্ভবতী থাকার সময় মাকে নিয়মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেখানোর প্রয়োজন ছিল এবং ডেলিভারী হাসপাতালে করানো উচিত ছিল । প্রয়োজনে পেট কেটে (cesarean section) বাবুকে ডেলিভারী করালে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম হতো । এখন পর্যন্ত শিশুটির জন্য যে টাকা পয়সা খরচ হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম খরচে পরিত্রান পাওয়া যেত ।*
- *ভবিষ্যতের পরামর্শ হল, পরবর্তীতে ঐ মা গর্ভবতী হলে নিয়মিত ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে হাসপাতালে ডেলিভারী করাতে হবে ।*

ঘটনা ঃ জন্মগত রুবেলা লক্ষণসন্নিপাত (Congenital rubella syndrome)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১০ মাস) মনে হয় আমারে চিনে না, কানে শোনে না আবার বাড়তাছেও না এবং চোখে ছানির মতো মনে হয়।

ডাক্তার ঃ বাবু যখন পেটে ছিল তখন প্রথমদিকে আপনার জ্বর ও শরীরে দানা দানা হয়েছিল?

মা ঃ বাচ্চা পেটে থাকার ২ মাস সময়ে জ্বর হয়েছিল, দানা উঠছিল কিনা মনে নাই।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ বছর) জ্বরের পর শরীরের হালকা দানার মত হয়েছে। হাতের আঙ্গুলে ব্যথা করে এবং মাথার পিছনে গুটি হয়েছে।

বাবু পেটে থাকার সময় প্রথমদিকে মায়ের রুবেলা হলে পেটের সন্তানের বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক সমস্যা হয়। যেমন কানে শোনে না, চোখে ছানির পড়ে, হার্টেও সমস্যা হয়। শিশুটি প্রতিবন্ধী হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। মাকে ছোট বয়সে রুবেলার টিকা দিলে এ রোগ থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়।

ঘটনা ঃ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (Intellectual disability)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ বছর) সব ভাঙ্গে, সব খায়।

ডাক্তার ঃ তোমার নাম কি ?

বাবু ঃ জয়নাল।

ডাক্তার ঃ তোমার বাবার নাম কি?

বাবু ঃ জয়নাল।

ডাক্তার ঃ তোমার দাদার নাম কি?

বাবু ঃ জয়নাল।

▶ মা ঃ আমার ছেলে (৩ বছর) পানি খাবার পর গ্লাস ফেলে দেয়, খাবার খাওয়ার পর প্লেট ফেলে দেয়, হঠাৎ করে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়, মাইর দেয়। এ একটা প্রতিবন্ধী, আগুন পানি বুঝে না।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ বছর ৭ মাস) শুধু মারামারি করে, মা-বাবা সবাইকে মারে, সাপও ধরে ফেলে কোন ভয় নাই। সাপ ধরে বলে কি ঠান্ডা!

ডাক্তার ঃ তোমার নাম কি ?

বাবু ঃ আমার নাম মাসুদ।

ডাক্তার ঃ তোমার বাড়ি কোথায় ?

বাবু ঃ মুন্সিগঞ্জ।

ডাক্তার ঃ বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি ?

বাবু ঃ মুন্সিগঞ্জ।

▶ মা ঃ বাবু (৬ বছর ৬ মাস) জন্ম থেকে বুঝে না।

▶ মা ঃ বাবুর (৭ বৎসর) মনে হয় দেমাগে সমস্যা, দাদা, নানা, আল্লাহ কাউকে চিনে না!

▶ বাবা ঃ আমার ছেলে (১৬ বৎসর) পড়াশোনা করে না, স্কুলে যায় না, পড়ার সময় মন অন্য দিকে থাকে।

বয়সের তুলনায় বুদ্ধি কম (Intellectual disability) হওয়াকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলে। তাই কম বুদ্ধির বিস্তৃতি মৃদু থেকে অনেক বেশী হতে পারে। লেখাপড়া করার সমস্যা থেকে ব্যক্তিগত পরিচর্যা করাতেও সমস্যা হতে পারে।

ঘটনা ঃ মৃগী রোগ (Epilepsy)

▶ মা ঃ আমার বাবুর খিঁচুনির রোগ আছে। ঝাঁকুনি দিয়া পেটে কামড় দেবার পর চোখে অন্ধকার দেখে, শক্ত হয়ে খাড়া থেকে পড়ে যায় এবং খিঁচতে থাকে, দম বন্ধ হয় যায়। জ্ঞান ফেরার পর মাথা ব্যথা করে, মাথা ঘুরায়, ঘুম ঘুম ভাব থাকে।

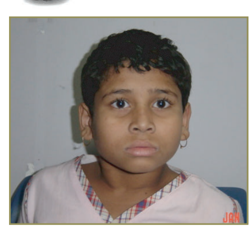

▶ মা ঃ আমার বাবু (৮ বছর ৬ মাস) হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ছবি আঁকতে গেলে আঁকা বন্ধ করে দেয়।

ব্রেইনের সূক্ষ্ম জটিলতার কারণে বারে বারে খিঁচুনি হয়। ব্রেইনের একটি পরীক্ষার (EEG) মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসার করালে সম্পূর্ন ভাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

উপরেরটি generalized tonic-clonic seizure (GTCS) এবং নীচেরটি absence seizure (petitmal epilepsy)

ঘটনা ঃ হঠাৎ স্নায়ু দুর্বলতা (Guillain Barre syndrome - GBS)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৯ বছর) কয়েক দিন যাবৎ পায়ে ব্যথা, গত কাল স্কুল থেকে আসার সময় ৩ বার পড়ে গিয়েছিল। আজ সকাল থেকে হাত পা খুব দুর্বল, বসতে ও দাঁড়াতে পারে না, একেবারে বিছানায় পড়ে গেছে।

মেরুদন্ড অথবা ব্রেইন থেকে বের হওয়া নার্ভগুলোর মূলে সমস্যার কারণে শিশুর হাত পা হঠাৎ দুর্বল হয়ে যায়। শিশুটি দাঁড়াতে, বসতে পারে না এমনকি দম নিতেও কষ্ট হয়। দ্রুত ও কার্যকরী চিকিৎসাতে অধিকাংশ রোগী সুস্থ হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

ঘটনা ঃ মাথায় আঘাত (Head injury)

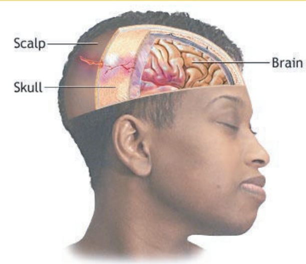

▶ মা ঃ আমার বাবু (২০ মাস) বিছানা থেকে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে এবং পিছনের দিকে ফুলে গেছে, একবার বমিও করেছে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৪ মাস) বিছানা থেকে পড়ে গেছে, কপাল ফুলে গেছে এবং লাল হয়ে গেছে। বমি হয় নাই, অজ্ঞান হয় নাই। কিছু করতে হবে?

ডাক্তার ঃ কিছু করতে হবে না, আগামী ৪৮ ঘন্টা দেখেন। বমি, ঘুম ঘুম ভাব (অজ্ঞান) হলে জানাবেন।

মা ঃ সবাই বলে যে brain এর ক্ষতি হতে পারে।

ডাক্তার ঃ তা হলে সবাইকে জিজ্ঞেস করেন কি করতে হবে?

মাথায় আঘাত পাওয়ার পর ঘন ঘন বমি হলে অথবা অজ্ঞান হয়ে থাকলে মাথার আঘাত মারাত্মক বলে বিবেচিত হয়। সুচিকিৎসার জন্য নিউরোসার্জারী বিভাগে ভর্তি করাতে হবে। মাথার সিটি স্ক্যান পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। মাথায় আঘাত পাওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা সংকটাপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে কোন অসুবিধা না হলে সাধারণত মাথার আঘাত তেমন গুরুতর না।

ঘটনা ঃ মাথায় পানি জমা (Hydrocephalus)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ মাস) মাথা দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে ।

ব্রেইনের দুটি অংশের মাঝখানে পানি থাকে যা ব্রেইনকে হালকা ও স্থিতিশীল রাখে । এই পানি ব্রেইনের এক জায়গায় উৎপন্ন হয় এবং প্রবাহিত হয়ে ব্রেইনের চারিদিকে রক্তে মিশে যায় । এই পানি প্রবাহে বাঁধা প্রাপ্ত হলে অথবা চারিদিকে রক্তে মিশে যেতে না পারলে ব্রেইনের ভিতর পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ছোট্ট শিশুদের মাথায় চাপ বৃদ্ধি পেয়ে মাথা বড় হয়ে যায় এবং বড়দের মাথার ভিতরের চাপ (intracranial pressure) বেড়ে যায় কিন্তু মাথা বড় হয় না ।

ঘটনা ঃ জন্মগত হৃদপিন্ডের (হার্ট) দেয়ালে ছিদ্র (Ventricular Septal Defect - VSD)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ মাস) ঘন ঘন কাশি, শ্বাসকষ্ট হয়, বুকের একদিক ফুইলা গেছে এবং বাবুর ওজনও বাড়তাছেনা ।

আমাদের হৃদপিন্ডে চারটি প্রকোষ্ট আছে । উপরে দুটি এর নিচে দুটি । প্রকোষ্টগুলো দেয়ালের মাধ্যমে পরস্পর থেকে আলাদা । ডানদিকের প্রকোষ্টগুলোতে দূষিত রক্ত এবং বামদিকের প্রকোষ্ট গুলোতে পরিশোধিত রক্ত প্রবাহিত হয় । নিচের দুটো প্রকোষ্টের মাঝখানের দেয়ালে জন্মগত ছিদ্র থাকলে বলা হয় Ventricular Septal defect । শিশুটি ঘন ঘন নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হতে পারে এবং ছিদ্র বড় হলে হৃদপিন্ড পুরোপুরি কাজ করতে পারে না । শিশুর শ্বাসকষ্ট হয় এবং শরীরে পানি জমে যায় । সময়মত সঠিক চিকিৎসা পেলে শিশুটি সম্পূর্ন সুস্থ হয়ে যায় । ছিদ্র ছোট হলে আপনা আপনি আরো ছোট হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।

ঘটনা ঃ জন্মগত হৃদপিন্ডের (হার্ট) সমস্যা (Tetralogy of Fallot - TOF)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১০ বছর) বাড়তাছেনা, মাঝেমাঝে শ্বাসকষ্ট হয়, জিহ্বা নীল, হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের মাথা মোটা ও নীল হয়ে আছে।

আমাদের হৃদপিন্ডের চারটি প্রকোষ্ট আছে। উপরে দুটি এবং নিচে দুটি। ডান দিকের প্রকোষ্ট থেকে রক্ত একটি বড় নলের সাহায্যে ফুসফুসে যায় রক্ত পরিশোধিত হবার জন্য এবং ফুসফুস থেকে পরিশোধিত রক্ত বাম দিকের হৃদপিন্ডে আসে আর একটি বড় নলের সাহায্যে সারা শরীরে প্রবাহিত হয়। TOF শিশুদের জন্মগত হৃদপিন্ডের সমস্যা। এখানে হৃদপিন্ডে চারটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়ঃ

১। বড় রক্তনালী গুলো অদলবদল হয়ে উৎপন্ন হয়। ২। দুষিত রক্ত বের হবার মূল নল সরু হয়ে রক্ত প্রবাহে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় ৩। হৃদপিন্ডের নিচের প্রকোষ্টের মধ্যের দেয়ালে ছিদ্র থাকে এবং ৪। ডান দিকের নিচের প্রকোষ্টের দেয়াল মোটা হয়ে যায়। এইসব ত্রুটির কারণে দুষিত রক্ত ও পরিশোধিত রক্ত মিশে যায় এবং শরীরে প্রবাহিত হয়। শিশুর ঠোঁট, জিহ্বা, নীল হয়ে থাকে এবং আঙ্গুলের মাথা মোটা হয়ে যায় (clubbing) এবং শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই অসুখের চিকিৎসা বেশ জটিল ও ব্যয় বহুল।

ঘটনা ঃ বাতজ্বর (Rheumatic fever)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ বছর) জ্বর, গিরায় ব্যথা। বুকে ব্যথা এবং বুক ধড়ফড় করে। মাঝে মাঝে পায়ে পানি নামে, মুখ ফুলে যায়, শ্বাসকষ্ট হয় ও প্রস্রাব কমে যায়।

বাতজ্বর একটি গলায় জীবাণু প্রদাহ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া যেমন- বিভিন্ন গিরা, ব্রেইন, রক্তনালী এবং বিশেষ করে হার্টের সমস্যা হয়ে থাকে। হার্টের সমস্যাটি সবচেয়ে গুরুতর। হার্টের সমস্যা এর উপর নির্ভর করে আক্রান্ত শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনধারা। দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসার মাধ্যমে হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করা সম্ভব।

ঘটনা ঃ দীর্ঘ মেয়াদী লিভারে সমস্যা (Chronic liver disease)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ বছর) জন্ডিস হয়েছিল ১ বছর আগে। এখন জ্বর থাকে। পেট ফুলে যাচ্ছে। দুর্বল, খেতে পারে না। একবার গলা দিয়ে রক্ত আসছিল।

ভাইরাস বা অন্য কোন কারণে লিভার দীর্ঘ মেয়াদে কর্মক্ষমতা হারাতে পারে। ফলশ্রুতিতে দুর্বলতা, জ্বর, জন্ডিস এবং শরীরে পানি চলে আসতে পারে।

ঘটনা ঃ ডাউন সিনড্রোম (Down syndrome)

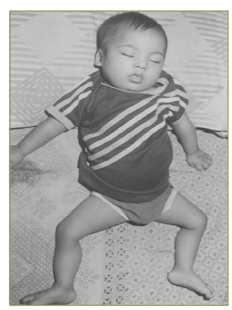

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ বৎসর ৯ মাস) শরীর তুলার মত নরম, এখনও ভাল করে বসতে পারে না।

ডাক্তার ঃ বাবুর চেহারা কার মত ?

মা ঃ ওর চেহারা ওর মতই। ও একাই ওর মত।

▶ মা ঃ শরীর একদম নরম কচু শাকের মত নরম।

একটি বিল্ডিং এর একক হচ্ছে ইট, তেমনি শরীরের একক হচ্ছে কোষ যার সংখ্যা অগণিত। প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া (৪৬টি) সুতার মত অঙ্গসংস্থান ক্রোমোজোম (chromosome) আছে যা বংশের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। ডাউন সিন্ড্রোম শিশুদের বেলায় এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে ৪৭। শিশুটির চেহারা বিশেষ ধরনের হয়। শরীর নরম হয়, দেরী করে বসে, হাঁটে এবং বুদ্ধি কম হয়। মা বাবার বেশী বয়সে সন্তান হলে Down syndrome হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

ঘটনা ঃ একড্রোপ্লাসিয়া (Achondroplasia)

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (৪ বছর) জন্ম থেকেই বড় হইতাছেনা, ওর সব লক্ষণ আমার মতই মনে হয় ।

বংশগত বা অন্য কোন কারণে শরীরের লম্বা হাড় গুলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হবার ফলশ্রুতিতে শিশু বেঁটে হয় । এদের বুদ্ধি ভাল থাকে এবং ভবিষ্যতে বিয়ে-শাদী করে মাতা-পিতা হতে পার । শুধু বেঁটে হবার ফলে নিজেকে অনুত্তম মনে হতে পারে ।

ঘটনা ঃ ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি (Dochenne muscular dystrophy - DMD)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ বছর) হাঁটতে অসুবিধা ৪ বছর যাবৎ, মাঝে মাঝে পইড়া যাইত । এখন বসা থেকে দাঁড়াইতে খুব কষ্ট হয়, নিজের শরীরে ভর কইরা দাঁড়াইতে হয় ।

জন্মগত, বংশগত বা অন্য কোন কারণে শিশুর শরীরের মাংস ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে । দেরীতে হাঁটতে শেখার পর মাঝে মাঝে পড়ে যায় । শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াতে ভীষণ কষ্ট হয়, নিজের শরীর ধরে ধরে দাঁড়াতে হয় । পরবর্তী সময়ে শিশু বিছানায় বন্দি হয়ে যায় ।

ঘটনা ঃ জন্মগত প্রস্রাবে বাধা (Obstructive uropathy)

▶ মা ঃ আমার পোলাটা (১ বছর) মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব করে, পেশাব কাছে থাকে, পেশাবে কোন গতি নাই এবং ভীষণ গন্ধ করে, প্রায়ই জ্বর আসে। পোলাটা আমার একদম বাড়তাছে না।

জন্মগত ত্রুটির কারণে প্রস্রাব থলি থেকে বের হতে পারে না। প্রস্রাবের থলির পরবর্তী অংশে একটি পর্দা প্রস্রাবের স্বাভাবিক গতিকে প্রতিহত করে। ফলে প্রস্রাবের থলির চাপ বেড়ে যায় এবং পিছন দিকের দুই দিকের মূত্রনালীতে চাপ পড়ায় এগুলো বড় এবং মোটা হয়ে যায়। এমনকি পরিশেষে কিডনীগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঠিক সময়ে অপারেশনের মাধ্যমে পর্দাটি সরিয়ে ফেললে ভাল হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে শিশুটিকে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন।

ঘটনা ঃ থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর রক্ত নষ্ট হইয়া যায়। বারে বারে শরীরে রক্ত দিতে হয়। ওর পেটে দুইটা চাকা আছে। ডাক্তার সাহেব এই অসুখের কি কোন চিকিৎসা নাই? আমার টাকা পয়সা সব শেষ হইয়া গেল। আমি তো আর পারি না!

কোন এক জটিল কারণে রক্তের লোহিত কণিকা নির্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং শিশুটি রক্ত শূন্যতায় আক্রান্ত হয়। ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ঘন ঘন অসুস্থ হয় এবং তার শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। রক্তশূন্যতার মোকাবেলায় আরও রক্ত উৎপাদনের লক্ষ্যে মুখের চেহারা পরিবর্তিত হয় এবং রক্ত ধ্বংসকারী অঙ্গ লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে যায়। শিশুটিকে যথা সম্ভব সুস্থ রাখার জন্য ঘন ঘন রক্ত দেওয়া প্রয়োজন। নিরাময়কারী চিকিৎসা হলো অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন যা অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

ঘটনা ঃ এপ্লাসটিক এনিমিয়া (Apalstic anaemia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ বছর) শরীরে নাকি রক্ত তৈরী হয় না, কয়েকদিন পর পরই রক্ত দিতে হয়। আল্লাহ আমার মেয়েকে এ অসুখ দিল কেন ?

কোন অজ্ঞাত কারণে রক্ত তৈরি হবার কারখানা (Bone marrow) কাজ না করার ফলে রক্তের সকল ধরনের কণিকা (লোহিত, শ্বেত ও অনুচক্রিকা) কম উৎপাদন হয় এবং শিশুটি রক্তশূন্যতায় ভোগে, যার ফলে ইনফেকশন হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তপাত হতে পারে। এটি একটি জটিল রোগ। শিশুটিকে বারে বারে রক্ত দেওয়া প্রয়োজন এবং এন্টিবায়োটিকের মাধ্যমে ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিরাময়কারী চিকিৎসা হলে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

ঘটনা ঃ হিমোফিলিয়া (Hemophilia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর জিহ্বা কাটার পর রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। আজ ৪ দিন যাবৎ বাবু আস্তে আস্তে সাদা হইয়া যাইতাছে। ওর মামার মুসলমানি করার সময় রক্ত বন্ধ হয় নাই, পরে মইরা গেছে।

রক্ত জমাট বাঁধার একটি উপাদানের (Factor VIII / IX) ঘাটতির কারণে জটিল হিমোফিলিয়া হয়ে থাকে। এই অসুখ সাধারণত মেয়েরা বহন করে এবং ছেলেদেরকে আক্রান্ত করে। Factor VIII পূর্ণ উপাদান বা রক্ত দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়।

ঘটনা ঃ ব্লাড ক্যান্সার (Acute leukemia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) জ্বর এক মাস যাবৎ, অনেক ডাক্তার দেখাইছি, ঔষুধ খাওয়াইছি, জ্বরতো ভাল হইতাছেনা। দিন দিন সাদা হইয়া যাইতাছে। ওর কি হইছে ডাক্তার সাহেব?

কোন অজ্ঞাত কারণে রক্ত উৎপাদনের কারখানায় অপরিপক্ক শ্বেতকণিকার অদম্য বৃদ্ধি এবং রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। এটি একটি জটিল সমস্যা যার চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা সীমিত ও ব্যয়বহুল। সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ রোগী ভাল হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ হজকিন লিম্ফোমা (Hodgkin lymphoma)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ বছর) গলার বাম দিকে তিন মাস যাবৎ ফুইল্লা গেছে, মাঝে মাঝে জ্বর হয়, খাইতে পারে না, ওজন মনে হয় আটকাইয়া গেছে, গত ৭ দিন যাবৎ কাশি হইতাছে এবং বুকে কেমন যেন আওয়াজ করে।

হজকিন লিম্ফোমা একটি জটিল অসুখ, ক্যান্সারের মত। আমাদের শরীরে বর্ণহীন, রক্তের মত পদার্থ (lymphoid tissue) যা শরীর জীবাণুতে আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ তৈরী করতে সাহায্য করে সেই বর্ণহীন পদার্থটি এই অসুখে আক্রান্ত হয়। তবে ভাল খবরটি হলো - এই ক্যান্সার অসুখটি চিকিৎসাতে সম্পূর্ণ ভাল হয়।

ঘটনা ঃ ব্রেইন টিউমার (Brain tumor)

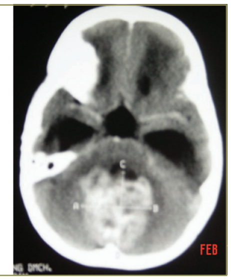

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ বছর) মাথা ব্যথা এবং বমি হচ্ছে ২ মাস যাবৎ। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর বেশী মাথা ব্যথা হয়। মনে হয় এখন চোখে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। গতকাল এবার খিঁচুনি হয়েছিল।

ব্রেইন টিউমার একটি মারাত্মক অসুখ। এ অসুখের জন্য ব্রেইনে পানির চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে মাথা ব্যথা, বমি, খিঁচুনী, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া এমনকি শিশুটি অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। এ অসুখের জন্য নিউরোসার্জনের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ঘটনা ঃ জুভেনাইল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (Juvenile rheumatoid arthritis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৩ বছর) দীর্ঘ দিন যাবৎ বিভিন্ন গিরাতে ব্যথা এবং গিরাগুলো ফুলে আছে। তার হাঁটা এবং চলাফেরাতে বেশ কষ্ট। মাঝে মাঝে কমে আবার বেড়ে যায়। হাতের আঙ্গুলগুলো বিভিন্নভাবে বিকৃত হয়ে গেছে।

এটি কোন অজ্ঞাত কারণে বিভিন্ন গিরাতে দীর্ঘ মেয়াদী প্রদাহ। ছোট বড় সব ধরনের গিরাই এই অসুখে আক্রান্ত হয়। গিরাগুলে দীর্ঘ মেয়াদে আক্রান্ত হবার কারণে অনেক সময় আশে পাশের অন্যান্য টিস্যু শুকিয়ে যায় এবং গিরা বিকৃত হতে পারে।

ঘটনা ঃ পানিতে ডুবে যাওয়া (Drowning)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৩ বছর) পুকরের পানিতে পড়ে গিয়েছিল এখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং মনে হয় অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিল ।

আমাদের দেশে প্রতিদিন প্রায় ৫০টি শিশু পানিতে ডুবে মারা যায় । পানিতে পড়ে গেলে ফুসফুসে পানি জমে । মাথায় ও হার্টে অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে মৃত্যু ঘটে । তবে অনেক শিশু পানিতে পড়ে যাবার পরও সঠিক চিকিৎসা পেলে সম্পূর্ন সুস্থ হয়ে যেতে পারে । এ জন্য পুকুরের চারিদিকে বেড়া দিতে হবে এবং বাচ্চাদের সাঁতার শিখাতে হবে ।

ঘটনা ঃ কুকুরের কামড় (Dog bite)

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৫ বছর) কুকুরে কামড় দিয়েছে । ওকে কি জলাতঙ্কের টিকা দিতে হবে ?

জলাতঙ্ক রোগ হলে মৃত্যু অবধারিত । জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুড় বা বিড়াল কামড় দিলে অবশ্যই টিকা দিতে হবে । জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুর বা বিড়াল ৭ দিনের মধ্যেই মারা যায় । তাই কোন কুকুর বা বিড়াল কামড় দিলে ঐ কুকুর বা বিড়ালকে সম্ভব হলে তত্ত্বাবধানে রেখে দেখতে হবে মারা যায় কি না । কামড় দেওয়া কুকুর বা বিড়াল মারা গেলে বা হারিয়ে গেলে সবগুলো টিকাই দিতে হবে । যদি ৭ দিন বেঁচে থাকে তবে বাকি টিকা না দিলেও চলবে ।

ঘটনা ঃ সাপে কামড় (Snake bite)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৯ বছর) ৬ ঘন্টা আগে ডান হাতে সাপে কামড় দিয়েছে । এখন একটু অজ্ঞানের মত হয়ে আছে । ডাক্তার সাহেব আমার ছেলে বাঁচবো তো ?

বিষধর সাপ কামড় দেবার পর কামড় দেবার অংশে ব্যথা হয় ও ফুলে যায়, চোখে ঝাপসা দেখে, শ্বাসকষ্ট হয় এবং অনেক সময় শরীরের ভিতরে রক্তপাতও হতে পারে । দ্রুত সঠিক চিকিৎসা করলে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় ।

ঘটনা ঃ টিটেনাস

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৮ বছর) ৩ দিন খাইতে অসুবিধা হইছিল, পরে খিঁচুনী শুরু হয় কিন্তু অজ্ঞান হয় নাই, কষ্ট করে কথা কইতে পারে ।

কেটে যাওয়া অংশে বা কোন ক্ষত স্থানে জীবাণুজনিত ইনফেকশনের কারণে খিঁচুনির অসুখ । রোগী জ্ঞান না হারিয়ে খিঁচুনিতে কষ্ট পায় । টিটেনাসের টিকা নেয়া থাকলে এ অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ।

ঘটনা ঃ অটিজম (Autism)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ বছর ৮ মাস) কথা বলতে চায় না, বন্ধুদের সাথে মিশে খেলাধুলা করে না, পুরানো খেলনা নিয়েই থাকতে ভালবাসে । ওকে কাজে বাঁধা দিলে ভীষণ রাগ করে এমনকি আমাদেরকেও কামড় দেয় ।

ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর অটিজম এর সমস্যা আছে । ওকে কোন শিশু স্নায়ু বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে ।

অটিজম হলো একটি পরিব্যপক (pervasive) এবং ক্রমে ক্রমে বিকাশের (developmental) সমস্যা । একটি ত্রুয়ী (triad) এই ব্যাধির বিশিষ্টতা দান করে ঃ
(১) দুর্বল সামাজিক যোগাযোগ - চোখে চোখে না তাকানো ।
(২) দেরীতে কথা বলা
(৩) কল্পনা শক্তিধর কাজ করতে না পারা এবং একই ধরনের কাজ বারে বারে করা ।
ব্রেইনের সূক্ষ্ম কার্যহীনতার জন্য এই অসুখ হয়ে থাকে । সহায়ক চিকিৎসাই এর একমাত্র ব্যবস্থাপনা ।

ঘটনা ঃ অতিসক্রিয় বাবু (Attentiion deficit hyperactive disorder - ADHD)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) খুবই দুষ্ট, খুবই অস্থির, সারা দিন ছোটাছোটি করে, ঘর মাথায় করে রাখে। কোন কাজ শুরু করে শেষ করে না, এমনকি টয়লেটের কাজও শেষ না করেই চলে আসে। ওকে কোন গল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনাতে পারি না। কোন প্রশ্ন করলে না শুনেই উত্তর দিতে চায়। কোন সময়ই কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে চায় না।

ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর আচরণগত সমস্যা আছে। যার ফলে যে খুবই অস্থির (hyperactive), অমনোযোগী (inattentive) এবং আবেগতাড়িত (impulsive)। ওকে কোন শিশু বিকাশ কেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে হবে।

ADHD একটি লক্ষণসন্নিপাত (syndrome) যেখান বয়সের তুলনায় মানসিক বিকাশের অনুপযোগী অমনোযোগ (inattention), অতিক্রিয়তা (hyperactivity) এবং আবেগ প্রর্দশিত হয়। এই অসুখের নিদিষ্ট কোন কারণ জানা যায় নাই। মায়েদের এবং শিশুর বিভিন্ন হেতুকে দোষারোপ করা হয়। সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্রে (Child development centre) গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরামর্শ করা উচিত।

ঘটনা ঃ স্টিভেন জনসন সিনড্রোম (Steven Johnson syndrome)

▶ মা ঃ আমার ছেলের (১১ বছর) জ্বর হওয়ার পর সারা শরীরে লাল লাল ফুসকুড়ি হয়েছে, সারা শরীর জালাপোড়া করছে, খেতে অসুবিধা হচ্ছে এবং প্রস্রাব করতেও কষ্ট হচ্ছে। আমার ছেলে ভীষণ দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

স্টিভেন জনসন সিনড্রোম একটি জটিল চর্মরোগ। কোন অজ্ঞাত কারণে শরীরে চর্ম এবং শ্লেষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) একই সাথে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং শিশুটি খুবই দুর্বল হয়ে পরে।

মানসিক সমস্যা

ঘটনা ঃ মানসিক শ্বাসকষ্ট (Psychogenic dyspnea)

▶ মা ঃ আমার ছেলের (১১ বৎসর) মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হয়। কোন জ্বর কাশি নাই। ও ক্লাস টুতে পরে, অন্য স্কুলে ভর্তি করাবো। পড়াশোনার চাপ অনেক বেশী। সকালে স্কুলে যায়, বিকালে কোচিং করতে হয়, সন্ধ্যায় হুজুরের কাছে পড়তে হয় আর রাতে মা পড়াতে বসে। ওর কোন অবসর নাই।

ডাক্তার ঃ প্রথম জীবনে first করতে চেষ্টা করলে পরবর্তী জীবনে fuse হয়ে যেতে পারে!

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (৮ বছর ৭ মাস) শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করার পর) শ্বাসকষ্টের শারীরিক কোন কারণ নাই। ওর মনে অনেক কষ্ট।

মা ঃ বাবা পড়ার জন্য ভীষণ প্রেসার দেয়।

বাবা ঃ স্যার, ওতো পড়তেই চায় না।

ডাক্তার ঃ (একটি প্যাড ও কলম দিয়ে) এ প্যাডের মধ্যে ছবি এঁকে নিয়ে আসবে।

(মেয়েটি মায়ের কানে কানে কি যেন কথা বলে)।

ডাক্তার ঃ (মাকে) আপনার মেয়ে কি বলেছে ?

মা ঃ মেয়ে বলেছে, বাবা এই প্যাড ও কলম দিয়ে অংক করাবে।

ডাক্তার ঃ (মেয়েকে) তুমি শুধু ছবি আঁকবে, এই কলম ও প্যাড তোমার, বাবা তোমাকে কিছুই বলতে পারবেন না, তোমার বাবার সামনেই বলে দিলাম।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর ৬ মাস) শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, হাঁপানি হয় নাই তো ?

ডাক্তার ঃ কি চেয়েছে ? আর কি পায় নি ?

মা ঃ ওর কাজিনের কাছে যেতে চেয়েছে।

ডাক্তার ঃ ওরতো নিউমোনিয়া, হাঁপানি কিছুই হয় নাই, কাজিনের কাছে এখনই নিয়ে যান, শ্বাসকষ্ট ভাল হয়ে যাবে।

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (১৭ বছর) শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ক্লাস টেন-এ পড়ে। ওর কোন কাশির ইতিহাস নাই।

ডাক্তার ঃ (পরীক্ষা করার পরে) ওর তো শ্বাসকষ্টের শারীরিক কোন কারণ নাই। ওর মনে কষ্ট আছে।

মা ঃ ও তো খুব ভাল মেয়ে। আমাকে সাহায্য করে, বাথরুম পরিস্কার করে, মশারী টানায়, ৫ ওয়াক্ত নামাজ পরে। তবে ওর বান্ধবীরা ছেলে বন্ধু নিয়ে ঘুরে, ওকে বলে ও নাকি ব্যাক ডেটেড।

মেয়ে ঃ আমাকে বান্ধবীরা বলে আমি নাকি 'All time tube light' !

মানসিক চাপের কারণে শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় যা মাঝে মাঝে গভীর ভাবে দম নিয়ে তৃপ্ত হবার প্রচেষ্টা। মানসিক চাপের কারণটি নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ পরীক্ষার চাপে জ্বর (Examination tension fever)

▶ মা ঃ আমার ছেলে (১২ বৎসর) সারা বৎসর ভাল থাকে, ফাইনাল পরীক্ষার সময় জ্বর আসে, এইটা একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছে।

পরীক্ষার সময় পরীক্ষার চাপের লক্ষণগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবেঃ খিটখিটে মেজাজ, জ্বর, ঘুম না হওয়া, খাওয়ার প্রতি অনিহা, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, মন খারাপ করা, পরীক্ষা খারাপ হবে মনে করা ইত্যাদি।

পরীক্ষার বিভিন্ন দিকের আপাত সংযোগ (prespective) সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। শিশুকে জানাতে হবে - পরীক্ষার সময় নার্ভাস হওয়া একটি স্বাভাবিক অবস্থা। পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে আরো কি জানতে হবে সে ব্যাপারে একটি রুটিন করে পড়াতে পারলে সে আরো আত্মবিশ্বাসী হবে। পরিবারের কারনে যেন শিশুটি পরীক্ষার চাপ অনুভব না করে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিশুর শিক্ষকের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। শিশুর খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, আরাম, ব্যয়াম ইত্যাদির প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে। সর্বোপরী পরীক্ষার পরে কোন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘটনা ঃ বারে বারে প্রস্রাব করা (Urinary frequency syndrome)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১০ মাস) ঘন ঘন প্রস্রাব করে। বাচ্চা খুব দুষ্টামি করে এবং অস্থির।

ডাক্তার ঃ *মা এর অনুরোধে প্রস্রাব পরীক্ষা করা হয়েছে*
ওর প্রস্রাবেতো কোন ইনফেকশন নেই। ওর প্রস্রাবের থলি ছোট এবং ওর মতই অস্থির।

▶ মা ঃ বাবু (৫ বছর) বারে বারে অল্প অল্প করে বাসায় প্রস্রাব করে। স্কুলে গেলে, মার্কেটে গেলে, খেলতে গেলে বা বেড়াতে গেলে এত বেশী প্রস্রাব করে না। রাতে ঘুমিয়ে গেলেও প্রস্রাব করে না।

ঘটনা ঃ মানসিক পানি পান (Psychogenic polydipsia)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ বছর) পানি খায় আর পেশাব করে। দিনে অনেক বার এবং অনেক বেশী পেশাব করে। সে পানিও খায় বেশী। রাতে মাথার কাছে পানির জগও রাখে রাতে দু-তিন বার ঘুম থেকে উঠে পানি খায়। অন্য কোন খাবার বেশী খায় না, ওর কোন জ্বর নাই এবং খেলাধূলা ঠিকই করে।

শারীরিক কোন কারণ ছাড়াই শিশু অতিরিক্ত পানি পান করে বেশী বেশী পেশাব করতে পারে। এটা ডায়াবেটিস রোগ না মানসিক কোন চাপে বা মনের চাহিদার অপূর্ণতার কারণে শিশুটি অতিরিক্ত পানি পান করে এবং ঘন ঘন পেশাব করে, এটা মনসিক চাপের শারীরিক লক্ষণ। তবে প্রয়োজন হলে ডায়াবেটিস (ডায়াবেটিস মেলাইটাস এবং ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস) রোগ গুলি পরীক্ষার মাধ্যমে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়।

ঘটনা ঃ বহুবিধ টেনশন

▶ বাবা ঃ আমার মেয়ের (৭ বছর) বুকে টিকটিক করে, মাথায় ডিপ ফ্রিজের মত আওয়াজ হয়, নাভির কাছে খালি ব্যথা করে। উদয়নে কোচিং করেছে ১ বছর, অনেক বই-খাতা বহন করে স্কুলে যেতে হয়। মা বাসায় সারাক্ষণ পড়ায়। VQ স্কুলে class 1 এ chance পায় নাই। ১০০০০ এর মধ্যে ৬০০ জন সুযোগ পেয়েছে।

▶ মা ঃ আমার মেয়ের (১১ বছর) খালি কান্না করতে ইচ্ছা করে। আগে মাঝে মাঝে কান্না করতো, এই মাসে সব সময়ই কান্না করে, একা থাকলেই কান্না করে।

শিশুর বিভিন্ন মানসিক চাপের কারণে বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গে ভোগতে পারে - যার মধ্যে জ্বর, শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা, বমি, বারে বারে পেশাব, ডায়রিয়া, এমনকি অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। শারীরিক পরীক্ষা বা রক্ত পরীক্ষায় কোন ব্যত্যয় ঘটেনা। অনেক সময় counselor, psychologist *বা* psychiatrist *এর শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।*

ঘটনা ঃ স্কুল ভীতি (School phobia)

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (১০ বছর) সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেঠ ব্যথা হয় বমি বমি ভাব হয় মাঝে মাঝে বমি করেও দেয়। স্কুলে যাওয়ার আগে এই লক্ষনগুলি দেখা দেয় স্কুল বন্ধের দিন অবশ্য ভাল থাকে।

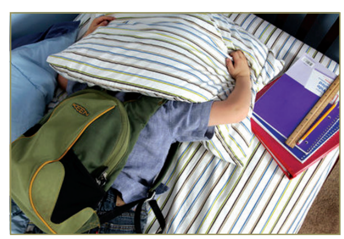

স্কুল ভীতি হলো দুশ্চিন্তা বা ভয়ের কারণে স্কুলে না যাওয়া। ৫-৬ বছর এবং ১০-১১ বছর বয়সে শিশুরা স্কুল ভীতির কারণে স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। স্কুলে যেতে না যাওয়ার কারণের মধ্যে পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুর বিচ্ছেদ, স্কুলের কোন কিছু পছন্দ না হওয়া বা কোন কোন কিছুর কারণে বিব্রত হওয়া। স্কুল ভীতির লক্ষণগুলি হলে মাথা ঘুরানো, বমি বমি ভাব হওয়া বা বমি করা, পেট ব্যথা করা। শিশুকে স্কুল যেতে না হলে স্কুল ভীতির লক্ষণগুলির উপশম ঘটে। বাবা-মাকে এবং স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগী মনোভাব নিয়ে শিশুকে আস্বস্থ্য করা প্রয়োজন। স্কুল ভীতি ও স্কুল পালানো (truancy) এক জিনিস নয়।

ঘটনা ঃ অপুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়া (Pica)

▶ মা ঃ আমার বাবু (২০ মাস) জুতার তলা চাটে, ফ্লোর চাটে, প্রস্রাব করেই চেটে খায়, পোকা খায়। এক সেকেন্ড আড়ালে গেলেই দেয়াল চাটে, চুনা খায়। বাসার দেয়াল সব কালো হয়ে গেছে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ বছর) লিপস্টিক, নেইল পলিস, দরজার রং, ভেসলিন, মেরিল শ্যাম্পু সব খায়।

ডাক্তার ঃ বাবুকে আরো আদর যত্ন ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। বাবুকে নিজের মত চলতে দেওয়া যাবে না।

Pica একটি অপুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়ার বদভ্যাস। সাধারণত ১-২ বৎসরের শিশুরা এই অভ্যাসের শিকার হয়ে থাকে। এদের খাওয়ার তালিকাভূক্ত সামগ্রী হচ্ছে প্লাস্টিক, মাটি, রং এর জিনিস, ছাই, দেয়াল ইত্যাদি। শিশুকে ভালভাবে পরিচর্যা না করলে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হলে, লৌহজনিত রক্তশূন্যতা (iorn deficency anaemia) থাকলে এবং দরিদ্র পরিবারের সন্তান হলে শিশুর অপুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

নবজাতকের বৈশিষ্ট্য

ঘটনা ঃ নবজাতকের কান্না

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩ দিন) এত কান্না করে কেন? গত সারারাত কেঁদেছে আমরা কেউ ঘুমাতে পারি নাই।
ডাক্তার ঃ ওকি বুকের দুধ টানে ?
মা ঃ জ্বি, টানে, কিন্তু পায় না।
ডাক্তার ঃ ওর কি কালো পায়খানা, পেশাব হয়েছে ?
মা ঃ জ্বি, হয়েছে।

▶ মা ঃ ডাক্তার সাহেব বাবুর (১৪ দিন) হার্টে কোন সমস্যা আছে ? ওতো অনেক কাঁদে।
ডাক্তার ঃ (পরীক্ষার পরে) বাবুতো ভাল আছে। স্বর্গ থেকে নরকে আসার কারণে কাঁদছে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩১ দিন) এত কান্নাকাটি করে যে ঘরে থাকা যায় না।
ডাক্তার ঃ বাবার মেজাজ কেমন ?
মা ঃ ও এই কথা! তা হলে তো কিছু করার নাই। বাবা খুব মেজাজী।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১০ দিন) সারা দিন কান্নাকাটি করছে। আমি বইসা ছিলাম, ঘুমাইতে পারি নাই।
ডাক্তার ঃ আপনার তো বসে থাকার কথা না। বাবুকে কাঁধে নিয়ে হাঁটার কথা।

কান্নার কারণ ওর অবস্থার পরিবর্তন, আরামের জায়গা থেকে খারাপ জায়গায় আগমন। মায়ের পেটে ছোট্ট ঘরে অন্ধকার, নিঃশব্দ ও গরম পরিবেশে ছিল। এখন এসেছে বিশাল আলোকিত, কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে মেজাজ খারাপ হওয়ার কারণে কান্নাকাটি করে।

শিশুরা প্রথম দিকে সাধারণত বেশ কান্না করে যা তাদের একমাত্র ভাষা। কান্নার অনেক কারণ ঃ ক্ষুধার জন্য কান্না, বিরক্তের জন্য কান্না, ঘুমের জন্য কান্না, পেশাবের জন্য কান্না, পায়খানার জন্য কান্না, মাকে পাওয়ার জন্য কান্না, সব কিছুর জন্য কান্না। শিশুর আহার, নিদ্রা, বৃদ্ধি ও বিকাশ সঠিক থাকলে চিন্তার কোন কারণ নেই। এই কান্নার সাথে এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে যোগ হয় তার ভুবন বিজয়ী হাসি !

ঘটনা ঃ নবজাতকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৮ দিন) লক্ষণের List নিয়ে এসেছি ।

ডাক্তার ঃ আপনাকে List থেকে পড়তে হবে না, আমি বলি বাবু কি কি করেঃ

- বারে বারে পায়খানা করে
- মোড়ামুড়ি করে
- বমি করে (খাবার পর)
- প্রস্রাবের আগে কান্না করে
- টয়লেট করার আগে কান্না করে
- বেশী বেশী ঘুমায়
- জন্ডিস আছে
- ওজন মনে হয় কমে গেছে

মা ঃ আপনিইতো আমার লিস্টের সবই বলছেন, অযথা কষ্ট করে লিস্ট তৈরি করেছি ।

ডাক্তার ঃ বাবুর সব কিছুই বেশী বেশী ঃ খাওয়া, বমি, পায়খানা-পেশাব, কান্না, ঘুম, মোড়ামুড়ি ইত্যাদি ।

নবজাতক যতক্ষণ ঠিকমত দুধ টেনে খাবে ততক্ষণই সে সুস্থ আছে বলে ধরে নিতে হবে । ওর যত 'সমস্যা' ও তত ভাল আছে । এগুলো কোন সমস্যা না, এগুলো নবজাতকের বৈশিষ্ট্য । প্রথম ১০-১২ দিন ওজন কমে পরে বাড়তে থাকে ।

ঘটনা ঃ নবজাতকের ঘুম

▶ মা ঃ বাবু (১৩ দিন) খায় কম, ঘুমায় বেশী ।

▶ মা ঃ বাবু (১ মাস) বুকের দুধ একটা খেলেই পেট ভরে যায়, আরেকটা খাওয়াতে গেলেই ঘুমিয়ে যায় ।

▶ মা ঃ বাবু (৯ দিন) সারাদিন ঘুমায়

ডাক্তার ঃ কি করবে, TV দেখবে নাকি?

▶ মা ঃ বাবু (৯ দিন) এত ঘুমায় কেন ?

ডাক্তার ঃ ঘুমানোর জগৎ থেকে এসেছে যে!

জন্মের পর শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই বেশী বেশী ঘুমায় (২০ / ২২ ঘন্টা) এবং এই ঘুম বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে কমতে থাকে যা শেষ পর্যন্ত ৪ - ৬ ঘন্টায় কমে আসে মধ্য বয়সে উত্তীর্ণ হলে । পরবর্তীতে অনন্ত ঘুমে যেতে হবে যে!

ঘটনা ঃ বুকের দুধ খেতে গিয়ে বাতাস খাওয়া (Aerophagia)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ মাস) সারা দিন মিস ফায়ার হয়।

▶ মা ঃ বাচ্চার পেটে হাওয়া ঢুকছিল। এখন ভাল আছে। অন্য ডাক্তার ভয় দেখিয়েছিল।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩৮ দিন) গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে, ওর গ্যাস বের হয় উপর-নিচ দিয়ে।

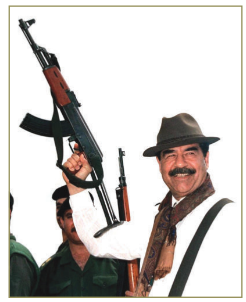

▶ মা ঃ বাবুর (১৫ দিন) পেট পুটপুট করে।

▶ মা ঃ বাবুর (২৫ দিন) পেট ব্যথা, পেট থেকে বাতাস বের হওয়ার সময় সাদ্দামের বোমের মত আওয়াজ করে!

ডাক্তার ঃ কানে তুলা দিবেন!

▶ মা ঃ বাবুর (২০ দিন) পেট থেকে বাতাস বের হয় এবং গন্ধ করে।

ডাক্তার ঃ নাকে তুলা দিবেন!

নবজাতক বুকের দুধ খাওয়ার সময় বাতাস খেয়ে ফেলে, তাই বাতাস বিভিন্ন দিক দিয়ে বের হয়। ঠিকমত বুকে স্থাপন করলে এবং খাবার পর কাঁধে নিয়ে একটু হাঁটাহাটি করলে অনেক বাতাস উপর দিয়ে বের হয়ে গেলে সমস্যা কমে যাবে।

ঘটনা ঃ বারে বারে বমি করা

▶ মা ঃ ডাক্তার সাহেব, আমার বাবুর (১৮ দিন) অনেক সমস্যা - খালি উটকি দেয় / বমি করে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (১১ মাস) খালি বমি করে, ওর খাদ্যনালী সরু নাকি ? নাকি খাদ্যনালীর উপর কোন চাপ পড়ছে ?

শিশুদের খাদ্যনালী এবং পাকস্থলীর সংযোগস্থল বড়দের চেয়ে আলগা থাকে, তাই দুধ বমির মত সহজেই উপরের দিকে উঠে আসে। এই অবস্থা সাধারণত ৫/৬ মাস পর্যন্ত হতে পারে, এমনকি ২ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তবে শিশুর যদি ওজন সঠিকভাবে বারে এবং বিকাশ সুষ্ঠুভাবে হয় তবে আশঙ্কার কারণ নেই।

ঘটনা ঃ নবজাতকের নাভি

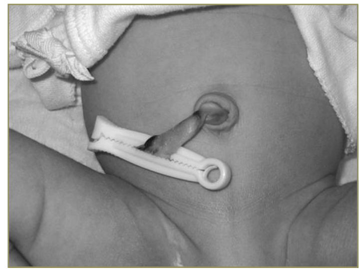

▶ মা ঃ স্যার, বাবুর নাভি পড়ে গেলে কি করবো?

ডাক্তার ঃ বাসায় Showcase এ রেখে দিবেন !

▶ মা ঃ বাবুর নাভি (১৮ দিন) এখনো নাভি পড়ে নাই কি করব ?

ডাক্তার ঃ নাভি পরীক্ষার পর দেখা গেল নাভি ভাল আছে। যে দিন নাভি পড়ে যাবে সেদিন আমাকে একটি ফোন দিবেন।
(মা আমাকে শিশুর ৪৮ দিন বয়সে ফোনে জানিয়ে ছিলেন যে বাবুর নাভি পড়েছে)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৫ দিন) অনেক সমস্যা, নাভি এখনো পড়ে নাই

ডাক্তার ঃ ওর যত সমস্যা বললেন, তত সুস্থ আছে।

নবজাতকের নাভি সাধারণত ৭-১০ দিনের মধ্যে ঝরে যায়, ক্ষেত্রবিশেষে এ সময় দীর্ঘায়িত হতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে নাভিতে ইনফেকশন যেন না হয়, অর্থাৎ নাভি গন্ধ করা এবং চারদিকে লাল হয়ে যাওয়া, হলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

ঘটনা ঃ নবজাতকের প্রস্রাব

▶ মা ঃ বাবু (১৭ দিন) অনেকক্ষন মোড়ানোর পরে প্রস্রাব করে এবং তা অনেক দূরে যায়। মুখ লাল হয়ে যায়, যত মোচড়ায় তত দূরে যায়।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২৫ দিন) এক প্রস্রাব ৩ বারে করে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ দিন) স্বাভাবিকভাবে জন্ম হয়েছে এবং বারে বারে বমি করে কিন্তু এখনো প্রস্রাব করে নাই। বাচ্চার মনে হয় প্রস্রাবের রাস্তায় ব্লক আছে।

ডাক্তার ঃ লিঙ্গের মাথা (Prepuce) ধরে মালিশ করাতেই চেম্বারে প্রস্রাব করে দেয়।
বাবুর প্রস্রাব করার সব যন্ত্রপাতি ঠিকই আছে কোথাও কোন ব্লক নাই !

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ মাস) প্রস্রাবের সময় চিৎকার করে এবং মোড়ামুড়ি করে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩২ দিন) 'পাখিটা' একটু দেখবেন, শিস দেওয়ার সময় কান্না করে !

▶ মা ঃ বাবু (৬২ দিন) পায়খানা, প্রস্রাব করার সময় চিৎকার করে ।

▶ মা ঃ বাবু প্রেসার দিয়ে প্রস্রাব করে!

কর্তব্যরত ডাক্তার ঃ বাবু (৩২ ঘন্টা) এখনো প্রস্রাব করে নাই, মনে হয় প্রস্রাবের রাস্তা নাই । কনসালটেন্ট ম্যাডাম বলেছেন, বাচ্চাটিকে কোথাও রেফার করতে হবে ।

▶ ডাক্তার ঃ বাচ্চা কি দুধ টেনে খায়? বাচ্চার প্রস্রাবের থলি কি হাতে লাগে (Palpable)?

কর্তব্যরত ডাক্তার ঃ জ্বি স্যার, দুধ টেনে খায়, প্রস্রাবের থলি হাতে লাগে না ।

ডাক্তার ঃ তাহলে আরো অপেক্ষা করতে হবে । (কিছুক্ষন পরে এমনিতেই নবজাতকটি প্রস্রাব করে দেয়)!

- *নবজাতকেরা শক্তি প্রয়োগ করে প্রস্রাব করে থাকে । প্রস্রাবের প্রবাহে ভিন্নতা থাকতে পারে ।*
- *জন্মের পর পরই প্রস্রাব করে দেয়ার কারণে এবং প্রথমদিকে বুকের দুধ কম পাবার ফলশ্রুতিতে প্রস্রাব করা বেশ কমে যেতে পারে । বুকের দুধ আগ্রহের সাথে টেনে খেলে সুস্থ আছে বলে মনে করা হয় ।*
- *নবজাতকের অধিকাংশ সময়ে প্রস্রাব করায় একটু বেশী কান্নাকাটি করে । শিশুর প্রস্রাবে ইনফেকশন হয়েছে বলে মনে করার কারণ নেই, যদি তার বুকের দুধ খাওয়ার আচরণে কোন পরিবর্তন না হয় ।*

ঘটনা ঃ নবজাতকের ঘন ঘন পায়খানা (Breast milk motion)

▶ মা ঃ বাবু (৭ দিন) পেটে দুধ পড়লেই বাথরুম করে ।

▶ মা ঃ আমার বাচ্চা (১০ দিন) বুকের দুধ খাওয়ানোর পরেই পায়খানা করে ।

▶ মা ঃ বাবু (২৩ দিন) বারে বারে পায়খানা করে, আমরাতো ভয় পাই ।

ডাক্তার ঃ আপনি ভীতু বাঙালি, ভয়তো পাবেনই!

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৮ দিন) বারে বারে পায়খানা করে, পেসাব থেকে পায়খানা বেশী করে ।

▶ মা ঃ বাবু (২১ দিন) প্রতি মিনিটে মিনিটে পায়খানা করে ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৩৩ দিন) বারে বারে রস পড়ে, একটু মোড়ালেই রস পড়ে ।

▶ মা ঃ বাবু (১ মাস) বারে বারে পায়খানা করে পায়খানার রাস্তা ভিজা থাকে। এতে কি ঘাবড়ানোর কিছু আছে ?

ডাক্তার ঃ ঘাবড়ানোর কিছু নাই, পায়খানার দিকে তাকাবেন না।

▶ মা ঃ আমার শিশু (৩৫ দিন) বারে বারে পায়খানা করে এবং পায়খানার রাস্তা লাল হয়ে গেছে।

▶ মা ঃ বাচ্চা (নবজাতক) একটু একটু করে বারে বারে পায়খানা করে, জন্ডিসও আছে মনে হয়। প্রস্রাব করার সময় কান্নাকাটি করে, শরীর ভীষণ মোচড়ায়।

ডাক্তার ঃ (বাচ্চাকে পরীক্ষা করার পর) বাচ্চা তো ভালই আছে।

মা ঃ এই কথা শোনার জন্যই তো আসলাম !

▶ মা ঃ আমার বাবু (২৫ দিন) নিজে সশব্দে পাদ দিয়ে নিজেই ভয় পেয়ে যায়!

▶ মা ঃ বাবু (৪৫ দিন) বারে বারে পায়খানা করে, পুটকি ভিজাই থাকে। পুটকি মনে হয় ঢিলা হইয়া গেছে।

নবজাতকের বুকের দুধ খাওয়ার পর পরই পেটে সংকোচনের কারণে পায়খানা হয়। যতবার খায় ততবারই হতে পারে (২০-২৫ বারও হতে পারে) এটা ডায়রিয়া না কারণ এর ফলে শিশুর পানিশূন্যতা হয় না বা শরীরে লবনজাতীয় পদার্থের তারতম্য হয় না। দুধ খাবার পরই পেটের পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (reflex) অতিসক্রিয়তার কারণে শিশুটি বারে বারে পায়খানা করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পায়খানা হবার হার কমে যায়। পরবর্তীতে এই শিশুই স্বাভাবিক ভাবে ৫-৭ দিনে এক বার পায়খানা করতে পারে।

ঘটনা ঃ নবজাতকের কোষ্টকাঠিন্য (Constipation)

▶ মা ঃ বাচ্চা (২৩ দিন) ৪ দিন যাবৎ পায়খানা করে না।

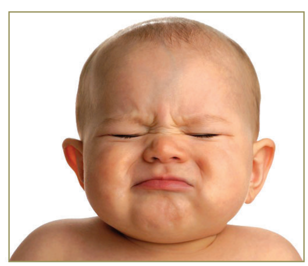

▶ মা ঃ আমার বাবু (১০ দিন) পায়খানা কর সময় আমি বুঝতে পারি।

ডাক্তার ঃ ওতো এইটাই চায় ! আপনি এ সম ওর দিকে মনোযোগ দিবেন।

শিশুদের মল ত্যাগের অভ্যাস পূর্ণতা পেতে কয়েক মাস সময় লাগে। প্রথম দিকে বারে বারে পায়খানা হতে পারে এবং পরবর্তীতে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। ধীরে ধীরে শিশুর মল ত্যাগের সঠিক অভ্যাস গড়ে উঠে।

ঘটনা ঃ মরো রিফ্লেক্স (Moro reflex) পরীক্ষা

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৩ মাস ১৫ দিন) আপনি জন্মের প্রথম দিন দেখেছিলেন এবং একবার উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন! (moro reflex)

নবজাতক সুস্থ আছে কিনা একটি শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিশু ডাক্তার যাচাই করেন (নবজাতকের মাথা একটু উপর নিয়ে ছেড়ে দিলে, সুস্থ নবজাতকের চার হাত-পা সংকুচিত হয়ে আবার প্রসারিত হয়)

ঘটনা ঃ স্বাভাবিক জন্মের পর নবজাতকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নেওয়া

▶ মা ঃ আমার বাবু ২ঘন্টা আগে জন্ম হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে (vaginal delivery), আমরা কখন বাড়ি যেতে পারব ?

ডাক্তার ঃ (বাবুর ওজন ২.৮ কেজি, বাবু ভাল আছে) । ৪টি শর্ত পূরণ হলে বাড়ি যেতে পারবেন ঃ

১) বাবু যদি বুকের দুধ খাওয়া শুরু করে, ২) বমি না করে ৩) প্রস্রাব করলে (সাধারণত ৯২%), ৪) কালো পায়খানা হলে ।

নবজাতক সাধারণত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই প্রথম প্রস্রাব (৯২%) এবং কালো পায়খানা (meconium) (৯৪%) করে থাকে ।

ঘটনা ঃ নবজাতকের হাঁচি (Sneezing)

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (২ ঘন্টা) খুব হাঁচি দিচ্ছে, ওর কি সমস্যা?

ডাক্তার ঃ (বাবুকে পরীক্ষা করার পর) কোন চিন্তা করবেন না, এই হাঁচি ১ মাসের মধ্যে হাসিতে রূপান্তরিত হবে ।

নবজাতকের নাকের ছিদ্রপথ তুলনামূলকভাবে ছোট হওয়ার কারণে কোন কিছুর জন্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেই নাক পরিস্কার রাখার জন্য অনেকবার হাঁচি দিতে পারে । নবজাতকেরা নাক বন্ধ হলে মুখ দিয়ে দম নিতে জানে না (obligatory nose breather) ।

নবজাতকের সাধারণ সমস্যা

ঘটনা ঃ স্বল্প ওজনের নবজাতক (Low birth weight)

▶ মা ঃ জন্মকালে বাবু (১ বছর)
খুব সরু, ক্লান্ত ও কাবু ছিল ।

ডাক্তার ঃ ওজন কত ছিল ?
কত সপ্তাহে জন্ম হয়েছে?

মা ঃ ওজন ছিল ১.৮ কেজি এবং
জন্ম হয়েছিল ৩৪ সপ্তাহে ।

স্বল্প ওজনের নবজাতকের ওজন ২৫০০ গ্রামের নিচে হয়ে থাকে। জন্ম নির্ধারিত সময়ের (৩৭ সপ্তাহের) পূর্বে হলে অথবা মায়ের পেটে পুষ্টির ঘাটতি হলে ওজন কম হয়। স্বল্প ওজনের শিশুদের অনেক রকম সমস্যা হয়ে থাকে যেমন- খেতে অসুবিধা, জন্ডিস, ইনফেকশন, রক্তপাত ইত্যাদি ।

ঘটনা ঃ নবজাতকের জন্ডিস (Neonatal jaundice)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৭ দিন) জন্ডিস,
স্যার পড়ালেখা করতে পারবে?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ দিন)
চোখ হলুদ, জন্ডিস
হয়েছে নাকি ?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১০ দিন) জন্ডিস হয়েছে, ডাক্তার বলেছে রোদ্রে
দিবেন । বাসায় কোন রোদ্র নাই, চারিদিকে
high-rise building হয়েছে তাই কোন রোদ্র নাই ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৫ দিন) জন্ডিস হয়েছে (সিরাম বিলিরুবিন ৯ মি. গ্রা./
ডেসিলিটার), ডাক্তার বলেছে সূর্য উঠা থেকে সূর্যা ডোবা পর্যন্ত
বাবুকে রোদ্রে রাখবেন । স্যার রোদ্রে দিতে দিতে গা পুইড়া
ফালাইসি, কালা কইরা ফালাইছি, আর কি রোদ্রে দিতে হবে ?

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২০ দিন) জন্ডিসের ভাব আছে না কি ?

ডাক্তার ঃ জ্বি, ভাব আছে কিন্তু ভয় নাই!

▶ মা ঃ বাবু (১ মাস) রোদ্রে দিতে দিতে কালো কইরা ফেলাইছি, দিনে ২/৩ বার দেই। রোদে দেওয়ার সময় চোখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় তাই একটু ঘুমাইতে পারি না, যদি চোখ থেকে কাপড় পইরা যায়, রাতে বাসায় টিউব লাইট দিয়াও ব্যবস্থা করছি।

জন্ডিস সকল নবজাতকের একটি সাধারণ সমস্যা। বড়দের পরিমাপে সকল নবজাতকই সাধারণ জন্ডিসে (physiological jaundice) আক্রান্ত হয়। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী মাত্রায় রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার কারণে এই জন্ডিস হয়ে থাকে। পূর্ণতা প্রাপ্ত নবজাতকের এই জন্ডিস ৭-১০ দিন বয়সের মধ্যেই কমে যায়, অন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। জন্ডিসের মাত্রা বেশী হলে এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে তার কারণ ও চিকিৎসা (phototherapy অথবা exchange transfusion) প্রয়োজন।

ঘটনা ঃ ইরাইথিমা টক্সিকাম (Erythema toxicum)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ দিন) কি হাম হয়েছে ?

ডাক্তার ঃ বাবুর এই দাগ ২/৩ দিনের মধ্যে চলে যাবে এমনিতেই, তাই তাড়াতাড়ি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রাখেন।

বাবা ঃ ছবি আপনার সাথেই তুলব ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২ দিন) শরীরে লাল লাল দাগ হয়েছে, হাম হয়েছে ডাক্তার সাহেব?

নবজাতকের কিছু কিছু ক্ষণস্থায়ী এবং বিলীয়মান চর্ম সমস্যা দেখা দেয়। erythema toxicum একটি অতি সাধারণ চর্ম সমস্যা যা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়দিন দেখা দেয় এবং প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায় এমনি এমনি। এটা কোন হাম (measles) না।

ঘটনা ঃ শিশুর মাথার চুল

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২১ দিন) মাথার চুল উঠে যাচ্ছে।

ডাক্তার ঃ মন খারাপ করবেন না, বিয়ের সময় মাথা চুলে ভরে যাবে।
(বাবার মাথার চুল দেখে)

ঘটনা ঃ নবজাতকের চোখ ফুলা (Eyelid edema)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ দিন) চোখে কি কোন অসুবিধা আছে ? ওর চোখ ফোলা কেন?

কিছু কিছু নবজাতকের চোখ জন্মের পর কিছুটা ফুলে থাকে, চোখের পাতায় পানি জমে যাবার কারণে। যদিও মনে হয় নবজাতকটি এর জন্য চোখ খুলতে পারে না কিন্তু এতে চোখ খুলতে বা দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। এই চোখের পাতার পানি কোন ইনফেকশনের কারণে হয় না এবং দ্রুত কয়েকদিনের মধ্যেই পানি কমে চোখের স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে উঠে।

ঘটনা ঃ নবজাতকের ফুলা মাথা (Caput succedaneum)

▶ মা ঃ বাবুর (১ ঘন্টা) মাথা এত ফুলে গেছে কেন ? ওর মাথা কি ঠিক আছে ?

জন্মের সময় মাথার যে অংশ দিয়ে নবজাতকটি যোনিপথ ঠেলে বেড়িয়ে আসে সেই অংশে চামড়ার নীচে হাড়ের উপরে পানি জাতীয় পদার্থ জমে স্ফীত হয়ে যায়, যার সীমানা ভালভাবে নিরূপন করা যায় না। ২/৩ দিনের মধ্যেই মাথার এই স্ফীত অবস্থা কমে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ নবজাতকের মাথার খুলিতে রক্ত জামাট বাঁধা (*Cephalhematoma*)

▶ মা ঃ বাবুর (২৫ দিন) মাথায় রক্তে জমে ফুলে গিয়েছে। কোন কিছু করতে হবে?

ডাক্তার ঃ এমনিতেই ভাল হবে।

মা ঃ সেক দিতে হবে?

ডাক্তার ঃ সেক দিলে আপনার নাম হবে।

মা ঃ না থাক, আপনার নামই হোক।

এটি নবজাতকের প্রসব করাতে দেরী হওয়ার কারণে forceps অথবা vacuum extractor এর মাধ্যমে প্রসব করালে নবজাতকের মাথার খুলির মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা দেখা দেয় যাকে বলা হয় cephalhematoma। সাধারণত চিকিৎসার জন্য ফলোআপ করা ছাড়া আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। Cephalhematoma বেশী বড় হলে রক্ত শূন্যতা বা জন্ডিস হতে পারে।

ঘটনা ঃ নবজাতকের দুধ বমি

▶ মা ঃ বাবু (১৫ দিন) প্রচুর বমি করে। বমি করলে নাকে মুখে উঠে যায়, এবং চোখ উল্টাইয়া দেয়।

নবজাতকের দুধ বমি করা একটি অতি সাধারণ সমস্যা। এই দুধ বমি হবার কারণ দুধ খাওয়ার সময় বাতাস খেয়ে ফেলা, কাশি দেওয়া এবং কান্না করা। শিশুটি ৬ মাস পর্যন্ত বমি করতে পারে। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সুষ্ঠুভাবে হতে থাকলে চিন্তার কোন কারণ নাই।

ঘটনা ঃ নবজাতকের দুধ বমি না করা

▶ মা ঃ আমার বাবু (১৭ দিন) বমি করে না।

ডাক্তার ঃ এটাই কি সমস্যা ?

মা ঃ ছোটরা তো বমি করে।

ডাক্তার ঃ বমি করলে সমস্যা, না করলেও সমস্যা আমরা কোথায় যাব?

ঘটনা ঃ নবজাতকের তালুতে সাদা দানা (Epstein pearl)

▶ মা ঃ বাবুর (২ দিন) মুখের ভিতরে উপরের তালুতে সাদা দানা দানা গুলো কি ?

ডাক্তার ঃ সাদা-হলুদ cyst মুখের তালুতে দেখা যায়। কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। ১-২ সপ্তাহের মধ্যে ভাল হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ নবজাতকের ঘাড়ে টিউমার (Sternomastoid tumour)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১৫ দিন) গলায় বাম দিকে গুটি, এটা কি টিউমার ?

গলার পাশে মাংসে কলার বোনের উপরে sternomastoid মাংসে একটি চাকা হয়। শিশুটি অন্য দিকে ফিরে বেশী তাকাতে ভালবাসে। ফিজিওথেরাপিস্ট এর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ঘটনা ঃ নবজাতকের স্তন শক্ত হয়ে যাওয়া (Neonatal enlarged breast)

▶ মা ঃ বাবুর (মেয়ে শিশু ১০ দিন) বুক শক্ত হয়ে গেছে। অনেকে বলে টিপে দুধ বের করার জন্য।

ডাক্তার ঃ মায়ের শরীরের হরমোনের কারণে আপনার শিশুর বুক শক্ত হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই আস্তে আস্তে শিশুর বুক স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অযথা টিপা টিপি করে দুধ বের করার প্রয়োজন নেই।

ঘটনা ঃ নবজাতকের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়া (Neonatal hypoglycemia)

▶ ডাক্তার ঃ (বাবাকে) আপনার বাবু (৮ ঘন্টা) রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেছে, আপনার স্ত্রীর গর্ভধারনের সময় ডায়াবেটিস ধরা পরার কারণে এটা হয়ে থাকতে পারে।

গ্লুকোজ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান শিশুর ব্রেনের জন্য। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে কোন কোন নবজাতকের অসুবিধা হয়। যেমন ঃ নবজাতকটি কাঁপাকাঁপি করে, শ্বাসকষ্ট হয়, এমনকি খিঁচুনিও হতে পারে। তবে বেশীলভাগ ক্ষেত্রে সমস্যাটি সাময়িক এবং দ্রুত চিকিৎসাতে ভাল হয়। নবজাতকের বার বার রক্ত পরীক্ষা করার প্রয়োজন। নবজাতককে বুকের দুধ বা অন্য দুধ, এমনকি রক্তের শিরায় গ্লুকোজ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

ঘটনা ঃ নবজাতকের নুনু (Neonatal penis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৬ দিন) নুনুমনি উপরের দিকে উঠে থাকে, আর বাঁকা হয়ে থাকে।

নবজাতকের পুরুষাঙ্গ একটু বাঁকা থাকতে পার এবং যা বাম দিকেই বেশী হয়। এতে পুরুষাঙ্গের কর্মক্ষমতার কোন ঘাটতি হয় না সারাজীবনেও। সুতরাং এতে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

ঘটনা ঃ নবজাতকের যোনি পথ দিয়ে রক্ত যাওয়া (Neonatal vaginal bleeding)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ দিন) ঐ রাস্তা দিয়ে রক্ত গেছে আজ সকালে।

ডাক্তার ঃ এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা, এতে ভয় পাবার কিছু নেই।

নবজাতকের জরায়ু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় অনেক হরমোনের সংস্পর্শে এসেছিল। ঐ সব হরমোনের সরে যাবার কারণে যোনিপথে একটু রক্তপাত হতে পারে। এটা নবজাতকটির প্রথম এবং শেষ 'মাসিক' আগামী দশকের জন্য!

ঘটনা ঃ চোখ দিয়ে পানি পড়া (Congenital nasolacrimal duct obstruction - CNLDO)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২১ দিন) ডান চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

চোখের কোনের সাথে একটি সরু নালীর মাধ্যমে নাকের যোগাযোগ থাকে যা দিয়ে চোখের পানি নাকে চলে যায়। এই সরু নলটি কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে চোখের পানির প্রবাহ চোখ দিয়ে উপচে পড়ে।

নবজাতকের রোগ

ঘটনা ঃ জন্মের পর নবজাতকের কান্না না করা (Perinatal asphyxia)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১ দিন) জন্মের পর ৫ মিনিট কান্না করে নাই। আমার ১ দিন ব্যথা থাকার পর বাবুর জন্ম হইছে হাসপাতালে, একটু কাটা (episiotomy) লাগছিল।

ডাক্তার ঃ আপনার বাবু কান্না না করার জন্য অক্সিজেনের অভাবে মাথায় আঘাত পেয়ে থাকতে পারে। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করাতে হবে।

জন্মের সময় কান্না না করার ফলে অক্সিজেনের অভাবে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হলে বিভিন্ন ধাপে সমস্যা দেখা দিতে পারে (১) নবজাতকটি অতিরিক্ত ক্ষিপ্র (hyper alert) থাকে (২) খিঁচুনি (convulsion) হতে পারে (৩) সংজ্ঞাহীন (unconscious) হওয়া। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রয়োজনে সিজারিয়ান এর মাধ্যমে জন্ম হলে এ অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়া সম্ভব।

ঘটনা ঃ নবজাতকের চোখে প্রদাহ (Neonatal conjunctivitis)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ দিন) মনে হয় চোখ উঠছে। চোখ দিয়ে পুঁজের মত আসে এবং চোখ ফুলে গেছে।

বিভিন্ন জীবাণু বা অন্য কারণে নবজাতকের চোখে প্রদাহ হতে পারে। চোখে পুঁজের মত দেখা দেয় এবং চোখের পাতা ফুলে যায়। শিশু বিশেষজ্ঞর পরামর্শে চোখে ঔষধ (আই ড্রপ) দিলে ভাল হয়ে যায়।

ঘটনা ঃ নবজাতকের পানি শূন্যতার জ্বর (Dehydration fever)

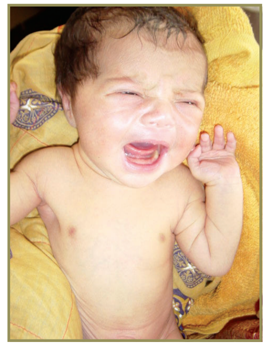

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ দিন) খুব কান্না করে এবং শরীরে জ্বরের মাত্রাও বেশী। ও বুকের দুধ টানে কিন্তু দুধ একদম পায় না।

ডাক্তার ঃ বাবু শারীরিকভাবে সুস্থ আছে। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা বেশী হওয়াতে এবং বুকের দুধ কম পাওয়ার কারণে বাবুর জ্বর হয়েছে।

Dehydration fever একটি অবিপদজ্জনক অবস্থা। বুকের দুধ কম পাবার কারণে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা বেশী হওয়াতে নবজাতকের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোন ইনফেকশনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। নবজাতকটি দুধ খাওয়া বন্ধ করে না। দুধ বেশী পেলে এবং আশে পাশের তাপমাত্রা কমাতে পারলে নবজাতকের 'পানি শূন্যতার জ্বর' দ্রুত কমে যাবে।

ঘটনা ঃ নবজাতকের সাময়িক শ্বাসকষ্ট (Transient tachypnea of the New born - TTN)

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৪ ঘন্টা) জন্মের পর থেকেই শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। সিজারিয়ান অপারেশন করে বাবুর জন্ম হয়েছিল এবং কোন অসুবিধা হয় নাই। পুরো সময় (৩৯ মাস) এবং পরিপূর্ণ ওজন (৩ কেজি) নিয়ে জন্ম হয়েছে।

নবজাতকের সাময়িক শ্বাসকষ্ট (TTN) হয়েছে বলে মনে হয়। ফুসফুসের পানি সরে যেতে দেরী হবার কারণে এই সমস্যা হয়েছে। কোন প্রকার (infection) প্রদাহ হয়েছে বলে মনে হয় না। ২/১ দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। তবে আমাদের কিছু পরীক্ষা করে বুঝতে হবে অন্য যে সব কারণে নবজাতকটির শ্বাস কষ্ট হয় যেমন নিউমোনিয়া, Respiratory distress syndrome (RDS) বা মায়ের পেটে থাকার সময় নবজাতকের মল শ্বাসনালীতে যাবার পরিনাম ইত্যাদি।

ঘটনা ঃ নবজাতকের নিউমোনিয়া (Pneumonia)

▶ মা ঃ আমার বাবু (১২ দিন) ঘন ঘন দম নিতেছে এবং দুধ খাওয়া ছাইড়া দিছে । ওর কি নিউমোনিয়া হইছে ?

ডাক্তার ঃ বাবুর নিউমোনিয়াই হয়েছে, ওকে এখনই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, শিরায় স্যালাইন ও এন্টিবায়োটিক দিতে হবে ।

নবজাতকের নিউমোনিয়া মায়ের পেটে থাকার সময় হতে পারে, জন্মের ৭ দিনের মধ্যে বা তারপরেও হতে পারে । দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে অধিকাংশ নবজাতক আরোগ্য লাভ করে ।

ঘটনা ঃ নবজাতকের শ্বাসকষ্টের লক্ষণসন্নিপাত (Respiratory disgress syndrome - RDS)

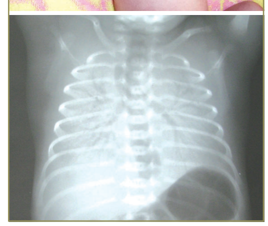

▶ ডাক্তার ঃ (বাবাকে) আপনার বাবুর (৬ ঘন্টা) শ্বাসকষ্ট হচ্ছে । সময়ের আগে ওর জন্ম হয়েছে সিজারিয়ান অপারেশন করে । ওর শ্বাসকষ্টের সন্নিপাত হয়েছে (RDS), এটা নিউমোনিয়া নয় ।

যে সব নবজাতক সময়র পূর্বে এবং স্বল্প ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে তাদের RDS হয় । ফুসফুস (পৃষ্ঠা - ১৪৪) পরিপক্ক না হওয়ার ফলে পাতার মত অংশটি চুপসে যায় । ফলশ্রুতিতে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শরীরে সরবরাহ করতে পারে না । এবং দূষিত গ্যাস (CO_2) শরীর থেকে বের করতে পারে না বুকের এক্স-রেতে ফুসফুস কালো দেখানোর পরিবর্তে সাদার মত দেখায় ।

ঘটনা ঃ নবজাতকের নাভিতে ইনফেকশন (Umbilical sepsis)

▶ মা ঃ বাবুর (৫ দিন) নাভি কি ঠিক আছে? নাভি থেকে মনে হয় পুঁজের মত বের হচ্ছে।

ডাক্তার ঃ নাভিতে ইনফেকশন হয়েছে মনে হচ্ছে। এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে।

নাভি থেকে দুর্গন্ধ বের হলে, নাভির চারিদিকে লাল হয়ে গেলে অথবা নাভি থেকে পুঁজ বের হলে নাভিতে ইনফেকশন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

ঘটনা ঃ নবজাতকের নাভিতে দীর্ঘস্থায়ী ইনফেকশন (Umbilical granuloma)

বাবুর ১ মাস ১৫ দিন granuloma সমস্যার জন্য নাভিতে তুঁতে লাগাতে বলেছিলাম

▶ বাবা ঃ তুঁতে লাগাই নাই। কলা না পাকলে তুঁতে দিয়া পাকায়, যদি নাভি পাইক্কা যায়?

নাভি শক্ত ও লাল হয়ে গেলে নাভিতে দীর্ঘস্থায়ী ইনফেকশন (umblical granuloma) হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এখানে এন্টিবায়োটিক না দিয়ে তুঁতে দিয়ে (chemical cauterization) চিকিৎসা করতে হবে।

ঘটনা ঃ হাতে পক্ষাঘাত (Erb's palsy)

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ মাস) বাম হাত উঠে না, আঙ্গুল ঠিকই নড়ে।

ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর জন্মের সময় বা হাতের বগলের ভিতরের স্নায়ুতে চোট পাবার ফলশ্রুতিতে এই অবস্থা হয়েছে।

Erb's palsy বাম হাতের বগলের কুন্ডলে (brachial plexus C5, C6) পক্ষাঘাত এর কারণে হয়। জন্মের সময় নবজাতকের পশ্চাদভাগ আগে আসার কারণে বা কাঁধ আটকিয়ে যাবার ফলে এই অবস্থা হয়। আঘাতের মাত্রার প্রকারভেদে হাতের কর্মক্ষমতা কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ফিরে আসতে পারে। বিশেষ পরিচর্যার এমনকি শৈল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

ঘটনা ঃ হার্সপ্রাঙ্গ রোগ (Hirschsprung disease - HD)

▶ মা ঃ আমার বাবু (২০ দিন) পায়খানা করতে চায় না, পেট মনে হয় ফুলে আছে। জন্মের ৩ দিন পর

কালো পায়খানা করে ছিল। আমরা মাঝে মাঝে পানের বোটা দিয়ে পায়খানা করার চেষ্টা করি

HD শিশুদের বৃহদন্ত্রের জন্মগত সমস্যা। সাধারণত মলাশয় (rectum) এবং নিম্নগামী বৃহদন্ত্রের (descending colon) সংযোগস্থলের তন্তুসমস্টির (nerves) অনুপস্থিতির জন্য এ অসুখটি হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে শিশুর পায়খানা হতে চায় পেট ফুলে যায়। মলদ্বারে আঙ্গুল ঢুকিয়ে এবং প্রতিতুলনা (contrast) এক্স-রে পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। শিশু সার্জন কর্তৃক অপারেশনের মাধ্যমে এ রোগ থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়।

ঘটনা ঃ নবজাতকের মলদ্বার না হওয়া (Anorectal malformation)

▶ মা ঃ আমার বাবু (২ দিন) জন্মের পর কালো পায়খানা করে নাই, পেট ফুলে যাচ্ছে এবং বমিও করতেছে।

ডাক্তার ঃ আপনার বাবুর মলদ্বারে জন্মগত সমস্যা আছে। শিশু সার্জনের কাছে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে।

মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় বৃহদন্ত্রের নিচের অংশ ছিদ্রিত (perforated) না হওয়ার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যদি শুধু বৃহদন্ত্রের একদম নিচের অংশ এ সমস্যা হয়ে থাকে তা হলে শিশু সার্জনের দ্বারা অপারেশনের মাধ্যমে দ্রুত ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু উপরের অংশে হয়ে থাকলে বিষয়টা জটিল হতে পারে। অপারেশনের পরে ভবিষ্যতে কিছু সমস্যা (fecal incontinance) থাকতে পারে।

অপছন্দের ডাক্তার

ঘটনা ঃ ইমারজেন্সি ডাক্তার (Emergency Doctor)

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ মাস) গত মধ্যরাতে বিছানা থেকে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিল এবং বমি হয়েছিল। মেডিকেল কলেজের ইমারজেন্সিতে নিয়ে গিয়েছিলাম, ডাক্তার শুয়ে শুয়ে সিটি স্ক্যান লিখে দেয়। পরে শুয়ে শুয়ে সিটি স্ক্যান দেখে প্রেসক্রিপশন করে দেয়, বাবুকে ভাল করে দেখে নাই, ওজন নেয় নাই, কল দিয়েও দেখে নাই! মেডিকেলের ডাক্তাররা কি এরকমই ? আমার আম্মা (বাবুর নানি) রাগ হয়ে গিয়েছিলেন, সিটি স্ক্যান এর একটা কাভারও দেয় নাই!

ঘটনা ঃ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা কাউন্সেলিং (Counselling)

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (১৪ মাস) ই.এন.টি ডাক্তার দেখিয়ে ছিলাম, ডাক্তার বলেছে আপনার ছেলে বোবা হবে, কথা শোনবে না, লেখা পড়া করতে পারবে না।

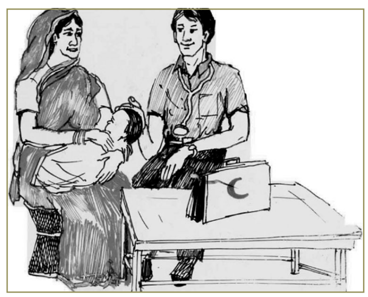

ডাক্তার ঃ ডাক্তারতো ভাল, কিন্তু কথা হয়তো খারাপ। অন্য ডাক্তারের কথা ভাল কিন্তু ডাক্তার বেশী ভাল না। আপনি কার কাছে যাবেন ?

মা ঃ প্রথম ডাক্তারের কাছে যাব। কথা শুনতে হবে ২ দিন, আমার বাবু ভাল থাকবে সারা জীবন। কিন্তু আমি এমন ডাক্তার চাই যার কথা ও কাজ দুটোই ভাল!

▶ বাবা ঃ সাধারণ ডাক্তার দেখালেও সমস্যা,
ঢাকাতে আসতেও অনেক সমস্যা
(আমরা নোয়াখালী থেকে এসেছি)

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (১০ বছর) অসুখের
(Cystic fibrosis) কথা ডাক্তার যে
ভাবে বলেছে, হৃদয় ভাইঙ্গা গেছে,
বাবুর মা মাথায় তেল দিতে দিতে
শেষ!

▶ ডাক্তার ঃ (মাকে) আগে আপানার বাবুকে (৩
বছর ৯ মাস) যে ডাক্তার দেখেছিলেন
তখন ওজন কত ছিল ?

মা ঃ উনারা সাধারণ ডাক্তার, উনারা ওজন
নেন না ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৩ মাস) ব্রঙ্কিওলাইটিস
হয়েছিল, এলাকার ডাক্তার বলেছেন
নিউমোনিয়া হয়েছে ।
১৪ টা Injection দিয়েছি; ১৩০
টাকা প্রতিটি । ভাল হয় না, পরে
বলেছে কফ বাহির করতে হবে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৫ বছর) কিডনিতে টিউমার হয়েছে (nephroblastoma)
বড় ডাক্তার (সার্জন) আইসা ছোড ডাক্তারকে কইল 'এইডার
চিকিৎসা কইরা লাভ নাই, বাড়িতে পাঠাইয়া দেন, এবং ইংরেজিতে
কি যেন কইল (let the parents try for another child) ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (৪ বছর) ব্লাড ক্যান্সার হইছে । অবস্থা খুব খারাপ হইয়া
গেছিল । ডাক্তার আইসা আমারে কইল 'এখন বাড়ি নিয়ে গেলে
২০০-৩০০ টাকা লাগব, আর পরে মইরা গেলে ৫ - ৭ হাজার
টাকা লাগব । আপনে এখন কি করবেন?'

ঘটনা ঃ সাধারণ ডাক্তার (General Physician)

▶ মা ঃ আমাদের এখানে একজন ডাক্তার আছে উনি কিছু হলেই বাবুকে (৭ মাস) Trizon (ceftriaxon) Injection দেন । এ পর্যন্ত ৪০টা দেওয়া হয়েছে ।

▶ মা ঃ আমার জ্বর আসার পর এক ডাক্তার বাবুকে (৭ মাস) বুকের দুধ খেতে নিষেধ করেছেন ।

▶ বাবা ঃ স্যার, (ডাক্তারকে) আপনার কি শরীর খারাপ আপনার কলম পড়ে যাচ্ছে!
ডাক্তার ঃ ..... ঘুম থেকে উঠে জ্বি খুব tired !

▶ বাবা ঃ ডাক্তার সাহেবের (অশীতিপর) বয়স হয়ে গেছে কথা বুঝা যায় না ।

ঘটনা ঃ শিশু বিশেষজ্ঞ (Child Specialist)

▶ মা ঃ আমাদের এলাকার একজন শিশু ডাক্তার আছেন উনি বলেন "আমি অন্য কোন ডাক্তারের কাগজ দেখি না" ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুকে (৩ মাস) টিকা দেবার পর টিকার জায়গায় ফোড়া হয়েছে । পাড়ার ডাক্তার বলেছে টিকা ঠিকমত দেয়া হয় নাই । আপনি কি মনে করেন ?
ডাক্তার ঃ টিকা দেবার পর ১০০-২০০ জনের মধ্যে একটি শিশুর এ রকম হতেই পারে । এটা আপনার বাবুর বেলায় হয়েছে এই যা । এটা আপনার দুর্ভাগ্য । টিকা দেওয়াতে কোন সমস্যা নাই ।
বাবা ঃ আপনি বললে আমি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে ফোন করাতাম যে টিকা দিয়েছিল!

▶ বাবা ঃ আমার বাবুকে (১৫ দিন) জন্ডিসের জন্য সূর্য উঠা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রৌদ্রে দিতে বলেছে ডাক্তার । স্যার রোদে দিতে দিতে গা পুইরা ফালাইছি, কালা কইরা ফেলাইছি, আর দিতে হবে ?

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (১০ বছর) হাসপাতালে ভর্তি ছিল। রাতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ডিউটি ডাক্তার কনসালটেন্ট ডাক্তারের সাথে রোগীর অবস্থা নিয়ে আলাপ করছিল। কনসালটেন্ট স্যার ডিউটি ডাক্তারকে ফোনে বলেছিল রোগীকে বড় হাসপাতালে রেফার করে 'আপদ বিদায় করতে'!

ঘটনা ঃ বিশেষায়িত হাসপাতাল (Specialist Hospital)

Microcephaly with spastic CP (left sided) with speech delay with intellectual disability

▶ বাবা ঃ বাবুকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওখানে Hip joint এর X-ray করেছিল।

▶ বাবা ঃ বাবুর (১৪ মাস) কাশি ও বমি হয়েছিল। ডাক্তার দেখে ক্লিনিকে ভর্তি করেছিল, স্যালাইন ও ইনজেকশন দিয়েছিল।

ডাক্তার ঃ বাবুর কি দ্রুতশ্বাস বা শ্বাসকষ্ট হয়েছিল?

মা ঃ না এইসব কিছু হয় নাই।

বাবু হাসপাতালে ভর্তি

▶ মা ঃ এত ডাক্তার থাকার পরেও আমার বাবুকে দেখতে একবার আসে নাই। হেসে আইস্যা বুকে কয়েকটা চাপ দিছে। পরে কইছে বাচ্চা মইরা গেছে।

▶ মা ঃ আমার বাবুর (২৪ মাস) জ্বর খিঁচুনি হয়েছিল। হাসপাতালের আইসিইউতে (ICU) ভর্তি করেছিল। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। পিঠের পিছন থেকে পানি বের করে পরীক্ষা করেছিল। এরপর আর কোন অসুবিধা হয় নাই। পরে খাওয়া দাওয়া ঠিক মত করেছিল। হাসপাতালে আমাদের ৬ দিন থাকতে হয়েছিল। ডাক্তার বলেছে খারাপ কোন অসুবিধা হয় নাই। অসুখের নাম বলেছে জ্বর-খিঁচুনি।

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (২ বছর) টয়লেটে গেলে অনেকক্ষণ থাকে, খুব কোথে। ক্লিনিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, উনি ভর্তি করে full colonoscopy করেছিলেন। পরে বলেছিলেন তেমন অসুবিধা নাই। পরে মলাশয় বের হয়ে অসুবিধা হতে পারে।

সঠিক রোগ নির্ণয় *শিশু রোগীদের প্রতি সকল ডাক্তাদের সহানভূতিসম্পন্ন মনোভাব প্রকাশ করা উচিত। বিশেষভাবে শিশুর রোগের ইতিহাস জেনে ভালভাবে শারীরিক পরীক্ষা করে (প্রয়োজন হলে ল্যাব পরীক্ষা করে) সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে সুচিকিৎসা দেয়া উচিত।*

শিশুর রোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা *মা-বাবাদের সকল রোগ সম্পর্কে একটি সঠিক, সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছ ধারণা দেয়া উচিত যাতে তারা বুঝতে পারে সন্তানের সমস্যার ধরণ, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা এবং রোগের ভবিষ্যৎ।*

জটিল রোগ হলে মা-বাবার মনের দিকে লক্ষ রেখে বুঝানো *প্রতিটি রোগ সম্পর্কে মা-বাবা বা শিশুকে (বড় হলে) এমনভাবে counselling করা উচিত যাতে করে মা-বাবা/সন্তানরা মনে আঘাত না পায়, কষ্ট না পায় এবং কিছুটা আশ্বস্ত হয় যেখানে রোগটি জটিল বলে মনে হয়।*

শিশুর অবস্থা সঙ্গীন হলে হাল না ছেড়ে চেষ্টার ত্রুটি না করা *শিশুর অবস্থা সঙ্গীন হলে অতিরিক্ত সহানুভূতির সাথে সমস্যাটি মোকাবেলা করতে হবে, যাতে করে মা-বাবার মনে ধারণা হয় যে, ডাক্তার বা অন্য স্বাস্থ্যকর্মীর তরফ থেকে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।*

পছন্দের ডাক্তার

ঘটনা ঃ পছন্দের ডাক্তার

▶ নানি ঃ এক জনের পর একজন বাবু আপনার কাছে আনতাছি

ডাক্তার ঃ আপনার ষ্টকে অনেক আছে মনে হয় ?

নানি ঃ আমার চার সন্তান, তাদের সব বাবু আপনার রোগী ।

▶ নানা ঃ আমার বাবু (৩ বৎসর) কিছুই খায় না । ৫০০ টাকা ভিজিট দিয়া নারায়ণগঞ্জে বড় ডাক্তারকে দেখাইছি তাও খায় না । মা কইছে আর চিকিৎসা করাইবো না । আপনার কথা শুনছি, তাই আমি জোর কইরা নিয়া আইছি - এইটা শেষ চিকিৎসা !

▶ দেবর ঃ (ভাবীকে বলল), চিন্তা কইরেন না, স্যারের কাছে বাবুকে (৫ বৎসর) আনছি, সাইরা গেলে ভাল হইয়া যাইব!

▶ বাবুর খালা ঃ (মাকে বলছে) সাবধানে কথা বলিস, ডাক্তার সাহেব সব কথা লিখে রাখেন !

▶ মা ঃ আপনার জুনিয়র ডাক্তার বলেছে ‘আপনি রবিবার ছাড়া দেখেন না’ (হাসপাতালে বহিঃবিভাগে রোগী দেখেন না) ।

ডাক্তার ঃ আমি অন্য সব দিন কি চোখ বন্ধ করে থাকি !

▶ মা ঃ আল্লাহর কি রহমত, আমার বাবুকে (১৩ মাস) আপনাকে দেখানোর জন্য গাড়িতে তুললেই ভাল হয়ে যায় ।

▶ মা ঃ আপনি ঠান্ডার ভাল ডাক্তার, আপনাকে দেখিয়ে গেলেই বাবু (১৮ মাস) ভাল হয়ে যায় ।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৫ মাস ১৫ দিন) বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য সাহায্যের সেন্টারে (Lactation Management Centre) পাঠিয়েছিলেন । স্যার, আপনার কথা সারা জীবন মনে থাকবে । আমাদের ভীষণ উপকার করেছিলেন!

▶ মা ঃ আল্লাহতায়ালার রহমতে আপনাদের ঔষধ খেলে বাবু ভাল হয়ে যায়, আপনারা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব লোকের দোয়া পান, অনেক সময় ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের পতন হয়, আপনাদের হয় না ।

▶ মা ঃ আমার বাবু (২০ দিন) আপনাকে না দেখালে ঈমান হয় না, শান্তি পাই না ।

▶ ডাক্তার ঃ তিন মাস পর আসবেন

মা ঃ আপনার কাছে আসবো ?

ডাক্তার ঃ আপনার যেখানে খুশি শিশু ডাক্তার দেখাবেন ।

মা ঃ আপনার কাছেই আসতে হবে, ৫০০ টাকা ভিজিট নিয়ে পাঁচ টাকার ঔষধ (তুঁতে) দিয়ে নাভি ভাল করেছিলেন!

▶ মা ঃ বাবুকে (২ বছর) নিয়ে আপনার কাছে আসলে ভাল লাগে, বাসায় গেলে ভয় লাগে ।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৭ মাস ১৫ দিন) বেশী দিন আপনাকে না দেখালে ভাল লাগে না ।

▶ মা ঃ মাঝে মাঝে না দেখালে তৃপ্তি পাই না ।

▶ মা ঃ আমার বাবুকে আপনার মত বড় ডাক্তার বানাতে হবে, আপনার ফিগার সুন্দর!

ডাক্তার ঃ আমি ছোট কালে ছোট্ট খাট ও শুকনা ছিলাম ।

▶ মা ঃ আপনি আহামরি সুন্দর না, কিন্তু আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে!

▶ মা ঃ আমার বাবুকে (৩৪ দিন) নিয়ে আমার বোন আপনার কাছে আসতে বলেছে । আমার বোন তার বাচ্চাকে আপনাকে দেখায় । সে বলেছে আপনি বলবেন ‘বাবুর কোন ঔষধ লাগবে না’!

▶ মা ঃ (চেম্বারে ঢুকে) আর কত ওয়েট করা যায়, ৫টার সময় এসছি, এখন ৯টা ১৫ মিনিটে আপনার চেম্বারে ঢুকলাম । আমি কখনো আমার বয়ফ্রেন্ড এর জন্যও এতক্ষন ওয়েট করি নাই!

▶ বাবা ঃ আমার এই বাবুকে প্রথমে আপনাকে দেখাইছিলাম ব্রেইনে রয়ে গেছে তাই আপনাকেই দেখাতে হবে ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর ৭ মাস) আপনার রোগী । আমি আপনার চিকিৎসার appreciate করি । পপুলার থেকে আপনার নামে discount দেয় । আপনি ethical practice করেন ।

▶ বাবা ঃ (বাবা ইঞ্জিনিয়ার) ডেইলি স্টার পড়ে গুগুলস-এ গিয়ে আপনার ঠিকানা বের করে চেম্বারে এসেছি ।

ডাক্তার ঃ আপনিতো ডিজিটাল বাবা !

▶ বাবা ঃ নতুন প্রজন্মে জন্ম হলে আপনাকে বাবা ডাকলে জীবন সার্থক হতো!

▶ বাবা ঃ অন্য কোথাও গেলে কলিজা কাঁপে, আপনার কাছে আইলে সাহস লাগে ।

▶ বাবা ঃ আপনার ফি নগণ্য, আপনি বাংলাদেশের বড় ডাক্তার । আপনাদেরকে আমাদের জন্য যেন আল্লাহ সুস্থ রাখে এই দোয়া করি ।

ডাক্তার ঃ আল্লাহর রহমতে আমার কোন রোগ নাই ।

▶ বাবা ঃ আমার বাবুর (১০ মাস) ডায়রিয়া ও কাশি ।

ডাক্তার ঃ বাবুর ডায়রিয়া কিন্তু পানিশূণ্যতা নেই এবং সাধারণ কাশি, কোন ঔষধ লাগবে না ।

বাবা ঃ স্যার, মুন্সিগঞ্জ থেকে এসেছি গাড়ি updown ভাড়া করে ২০০০/- টাকা দিয়ে, ভাল করে চিকিৎসা দেন!

▶ মা ঃ আপনার বই পড়ে মনের জোর পাইছিলাম, নাভি অনেক ফুলছিল, খুব মোড়াইতো । ৩ মাস পরে ভাল হয়ে গিয়েছিল ।

ডাক্তার ঃ বাবা কি করে?

মা ঃ পুলিশে কাজ করে ।

ডাক্তার ঃ তাহলে তো আপনার মনের জোর, এমনিতেই বেশী!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (১ মাস)
আব্বু আপনার বই (শিশু ও হাসি)
পড়ে ডাক্তারই দেখাতে চায় না।
আমি বইটা ছিঁড়া ফেলামু,
বইটা ঘরে রাখুমনা!

▶ মা ঃ আপনি তো বই (শিশু ও হাসি)
এর মত কথা বলেন!

▶ মা ঃ স্যার, আমার ছেলের (৬ বৎসর ৪ মাস) গায়ে একটু মুছে দেন,
আপনার দোয়া লাগলেই ভাল হয়ে যায়। আপনার কাছে
আনলেই ভাল হয়ে যায়। আপনার রাশি কি?

ডাক্তার ঃ আপনার রাশির সাথে আমার রাশির (কুম্ভ) মিল
আছে মনে হয়!

▶ মা ঃ আমার বাবুর (৪ বৎসর) আপনার নাম শুনলেই ভাল হয়ে যায়,
আপনার এখানে আসতেই চেহারা পরিস্কার হয়ে গেছে, বাসায়
খুব অসুস্থ ছিল।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৬ বছর) শুধু আপনার ঔষধ খাবে, আর কোন
ঔষধ খায় না, মারলেও খায় না।

▶ মা ঃ আমার বাবুর বয়স ১০ মাস।

ডাক্তার ঃ নাম কি ?

মা ঃ নাজনীন, আপার নামে (ডাক্তারের স্ত্রী, যিনি সিজারিয়ান অপারেশন
করে বাচ্চার ডেলিভারি করিয়েছেন) নাম রেখেছি।

▶ মা ঃ স্যার, একটা কথা বলি নাজনীন কবীর কি আপনার wife হয়?

ডাক্তার ঃ জ্বি

মা ঃ এটা কি সত্যি ?

ডাক্তার ঃ আমিতো তাই জানি!

▶ বাবা ঃ আমার বাবু (২ বৎসর ২ মাস) আপনার chamber এ ঢুকতে চায় না। জোর করে টেনে ঢুকাতে হয়েছে। যাবার সময় আবার যেতে চায় না, কোলে করে নিয়ে যেতে হয়েছে।

▶ মা ঃ আমার বাবু (৯ বছর) বলে আমার যদি একটু জ্বর হতো, ডাক্তার আংকেলের-এর সঙ্গে দেখা হত!

▶ মা ঃ আপনার কাছে আসলে আমার বাবু (৪ বছর) এত দুষ্টামি করে, আপনাকে বুঝানো মুশকিল, বাসায় কেমন করে পরে থাকে।

▶ বাবু ঃ (৬ বছর) আপনি (ডাক্তারকে) কি ভাল, বসে থাকেন আর লিখেন!

▶ মা ঃ আমার বাবু (৫ বছর) আপনার চেম্বারে আসলে ঘোড়ায় উঠার জন্য পাগল হয়ে যায়!

▶ বাবু ঃ (২ বছর ৯ মাস) আমার ডাক্তারের নাম লুৎফুল কবীর, উনার একটা সুন্দর ঘোড়া আছে।

▶ বাবু ঃ ৪ বছর বয়সী বড় ভাই, ৩ বছর বয়সী ছোট ভাইকে বলছে তুমি আমার ডাক্তারের কাছে কেন এসেছ ?

▶ বাবু ঃ (মেয়ে, ৭ বছর) আমার চেম্বারে ঘুরছে, ঘুরছে .... । হঠাৎ করে দুই হাতে আমার গলায় ধরে জোরে গালে চুমা খায় ! বাবুর মাতো হতবাক !

ইনডেক্স

অ

অপুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়া ১৯৫
অসচেতন বাবা ৩৩
অবুঝ শিশু ৬৭
অনুকরণ প্রিয় শিশু ৬৯
অপুষ্টি ১৬৩
অন্ডোকোষের থলিতে পানি ১৭২
অটিজম ১৮৮
অতিসক্রিয় বাবু ১৮৯
অপছন্দের ডাক্তার ২১৯

আ

আমার বাবু কি শিশু ? ২৫
আদরের শিশু ৮৮
আঙ্গুল চোষা ১৩২
আর্টিকেরিয়া ১৬৮

ই

ইডিওপ্যাথিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরা ১৬২
ইরাইথিমা টক্সিকাম ২০৭
ইমারজেন্সি ডাক্তার ২২০

এ

একজিমা ১৬৬
একন্ড্রোপ্লাসিয়া ১৮২
চর্মে চর্বিযুক্ত প্রদাহ ১৬৬
এলার্জিরকারণে চোখ ফুলে যাওয়া ১৩৯
এলার্জি সর্দি ১৪০
এডিনয়েড গ্রন্থি বড় হওয়া ১৪১
এপেনডিসাইটিস ১৭১
এপ্লাসটিক এনিমিয়া ১৮৪

ঔ

ঔষধ না খাওয়া ১২

ক

কষ্টে কাতর মা ১৪
কথোপকথনের ভুল বুঝাবুঝি ১৬
কঠোর মা ৩২
কুকুরের কামড় ১৮৭
কৃপণ বাবা ৩৫
কথা না রাখা বাবা ৩৫
কৌতুহলী শিশু ৬২
কোল পছন্দের শিশু ৬৭
কম আত্মবিশ্বাসী শিশু ৭০
কথা বলা ৮৪
কানে খইল ১২০
কোষ্ঠকাঠিন্য ১৩২
কান পাকা ১৩৯
কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজম ১৬৯
কেরোসিন বিষন ১৭০
কুঁচকিতে হার্নিয়া ১৭১

খ

খেতে না দেওয়া ১০৭
খাবার কম খাওয়ার জন্য রক্ত স্বল্পতা ১৬২
খাওয়ার পর পরই পায়খানা হওয়া ১৫৬

গ

গরুর দুধ ৯৬
গলায় গ্রন্থিতে যক্ষা ১৪১
গ্যাস্ট্রিক ১৫২
গ্লোমারিউলোনেফ্রাইটিস ১৫৪
গিঁড়াতে প্রদাহ ১৬১

ঘ

ঘ্রানে অর্ধভোজন ১২
ঘর্মসিক্ত শিশু ৫৮
ঘড়ি ধরে খাওয়ানো ১০০
ঘুমে দাঁত কাটা ১৩৬

চ

চিকিৎসায় দ্বিতীয় মত চাওয়া ১২
চিন্তিত মা ৩১
চিকিৎসায় অনিচ্ছুক বাবা ৩৭
চঞ্চল শিশু ৫০
চর্মে চর্বিযুক্ত প্রদাহ ১৬৬
চিবিয়ে না খাওয়া ১১৫
চামড়ায় ফাঙ্গাস ইনফেকশন ১৬৭
চোখ দিয়ে পানি পড়া ২১২

ছ

ছেলে প্রত্যাশী মা ৩৩
ছেলে শিশুর পছন্দ ৬৭
ছেলেদের বয়ঃসান্ধি ৭৭
ছোট শিশুর নাকের আওয়াজ ১২০
ছোট্ট শিশুর পেটে ব্যথা ১২৬
ছোট্ট শিশুর বাঁকা পা ১৩৩
ছেলে বাবুর বেশী অসুস্থতা ১১৮

জ

জমজ শিশু ১৪
জন্ম তারিখ স্মরণে ব্যর্থ বাবা ২৩
জগৎ দর্শনার্থী শিশু ৮৩
জোর করে খাওয়ানো ১০৯
জুভেনাইল রিউমাটয়েড আর্থাইটিস ১৮৬
জিহ্বা বন্ধন ১৩৬
জ্বর-খিঁচুনী ১৩৮
জলবসন্ত ১৬০
জটিল রোগ ১৭৪
জন্মগত রুবেলা লক্ষণ সন্নিপাত ১৭৬
জন্মগত হৃদপিন্ডের (হার্ট) দেয়ালে ছিদ্র ১৭৯
জন্মগত হৃদপিন্ডের (হার্ট) সমস্যা ১৮০
জন্মগত প্রস্রাবে বাধা ১৮৩
জন্মের পর নবজাতকের কান্না না করা ২১৪
জটিল রোগ হলে মা-বাবাদের মনের দিকে লক্ষ্য রেখে বুঝানো ২২৪

ট

ট্যাবলেট না খাওয়া ১৩
টনসিল-এ ইনফেকশন ১৪০
টাইফয়েড ১৫৮
টিটেনাস ১৮৮

ড

ডাউন সিনড্রোম ১৮১
ডাক্তারদের সম্পর্কে ধারণা ১০
ডায়রিয়া ১৫৫
ডেঙ্গুজ্বর ১৬০
ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি ১৮২

ত

তুলনা ৭
তৈল মর্দন ৮৯
তালু / ঠোঁট কাটা ১৭২

থ

থ্যালাসেমিয়া ১৮৩

দ

দুর্বল শিক্ষিত বাবা ৩৪
দুর্গন্ধ যুক্ত পায়খানা ৬৬
দাঁত ৮৩
দীর্ঘ মেয়াদী কাশি ১৫২
দীর্ঘ মেয়াদী লিভারে সমস্যা ১৮১

ন
নানির আতঙ্ক ৭
নিজের হাঁসকে রাজহাঁস মনে করা ৩২
নিয়ম না মানা বাবা ৩৪
নানির যত্ন ৮৮
নাকের ভিতরে টারবিনেট ১২২
নাক দিয়ে রক্ত পড়া ১২৩
নাভির হার্নিয়া ১২৮
নাকে ফরেন বডি ১৪০
নেফ্রোটিক সিনড্রোম ১৫৩
নবজাতকের বৈশিষ্ট্য ১৯৭
নবজাতকের কান্না ১৯৮
নবজাতকের ঘুম ১৯৯
নবজাতকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ১৯৯
নবজাতকের নাভি ২০১
নবজাতকের প্রস্রাব ২০১
নবজাতকের ঘনঘন পায়খানা ২০২
নবজাতকের কোষ্টকাঠিন্য ২০৩
নবজাতকের হাঁচি ২০৪
নবজাতকের সাধারণ সমস্যা ২০৫
নবজাতকের জন্ডিস ২০৬
নবজাতকের ফুলা মাথা ২০৮
নবজাতকের চোখ ফুলা ২০৮
নবজাতকের দুধ বমি ২০৯
নবজাতকের দুধ বমি না করা ২০৯
নবজাতকের মাথার খুলিতে রক্ত জামাট বাঁধা ২০৯
নবজাতকের স্তন শক্ত হয়ে যাওয় ২১০
নবজাতকের তালুতে সাদা দানা ২১০
নবজাতকের ঘাড়ে টিউমার ২১০
নবজাতকের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়া ২১১
নবজাতকের নিউমোনিয়া ১৪৪
নবজাতকের নুনু ২১১
নবজাতকের যোনি পথ দিয়ে রক্ত যাওয়া ২১১
নবজাতকের রোগ ২১৩
নবজাতকের চোখে প্রদাহ ২১৪
নবজাতকের পানি শূন্যতার জ্বর ২১৫
নবজাতকের সাময়িক শ্বাসকষ্ট ২১৫
নবজাতকের শ্বাসকষ্টের লক্ষণ সন্নিপাত ২১৬
নিউমোনিয়া ১৪৪
নিদ্রাতুর শিশু ৬৪
নবজাতকের নাভিতে দীর্ঘস্থায়ী ইনফেকশন ২১৭
নবজাতকের নাভিতে ইনফেকশন ২১৭
নবজাতকের মলদ্বার না হওয়া ২১৮

প
পিতা মাতার বিবাহ পূর্ব আত্মীয়তা ২
পিতা-মাতাকে ভয় দেখানো ৮
প্রত্যাশা ১০
পালক শিশু ১৩
পচা পানি পান ১৪
প্রত্যাশী বাবা-মা ৩০
প্রভাবশালী বাবা ৩৬
পানি পছন্দ করা ৬৩
পাতলা পিছলা পায়খানা ৬৫
পায়খানা না হওয়া ৬৫
প্রতিযোগী ভাই-বোন ৬৮
পরিপূরক খাবার ৯৭
পরীক্ষার চাপে জ্বর ১৯৩
পছন্দের খাবার ১০১
প্রস্রাবে ফসফেট নির্গত হওয়া ১৩১
পেটে কৃমি ১৫৪
পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া ১৫৬
প্রস্রাবে ইনফেকশন ১৫৭
পানিতে ডুবে যাওয়া ১৮৭
পছন্দের ডাক্তার ২২৫
পছন্দের ডাক্তার ২২৬

ফ
ফাইমোসিস ১৩০
ফেসিয়াল পলসি ১৪২
ফুসফুসে যক্ষা ১৫১
ফুসফুসে পানি জমা ১৫২

ব

বদ মেজাজী বাবা ২৯
বাবার আতঙ্ক ৭
বিরক্ত হওয়া ৯
বিশেষায়িত হাসপাতাল ২২৩
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা কাউন্সেলিং ২২০
বহুবিধ টেনশন ১৯৪
বুকের মাঝখানে ডেবে যাওয়া ১২৪
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ১৭৬
বাবুর মাথার টাকে আতংকিত মা ১৫
বোবা বাবা ১৫
বাবু ছুটির দিনে অসুস্থ হয় ১৯
বদমেজাজী বাবা ২৯
বদমেজাজী মা ২৮
বদ মেজাজী মা-বাবা ২৯
ব্রেইন টিউমার ১৮৬
ব্রংকিউলাইটিস ১৪৫
ব্রঙ্ককিউলাইটিস এবং হাঁপানি ১৪৭
ব্যস্ত বাবা ৩৬
বাকযন্ত্রের প্রদাহ ১৪৩
বাতজ্বর ১৮০
বাবাদের বিদেশী ভাষা ৩৯
বাবাদের ইংরেজী বলা ৪০
বাবা-মার মতে শিশুর শুকিয়ে যাওয়া ৭৩
বারে বারে পেশাব করা ১৯৪
বারে বারে বমি করা ১৭০, ২০০
ব্লাড ক্যান্সার ১৮৫
বিভিন্ন বয়সে শিশুর স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও উচ্চতা ৭৮
বুকের দুধ ৯৪
বুকের দুধ খাওয়ানোর কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ ৯৫
বুকের দুধ খেতে বাতাস খাওয়া ২০০
বেশী সময় নিয়ে খাওয়ানো ১১৫
বুক ধড়ফড় করা ১২৫
বুকে ব্যথা ১২৫
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ১৭৬
বিছানায় প্রস্রাব করা ১৩০
বংশগতভাবে বেঁটে ১৩৫

ভ

ভ্রান্ত ধারণা ৫
ভীতু শিশু ৬০
ভাইরাল হেপাটাইটিস ১৫৩
মোবাইল বিড়ম্বনা ৪

ম

মানত শিশু ৯
মাতার অতিরিক্ত সচেতনতা ৮
মিল ১১
ম্যানহোল ১৯
মায়ের হিসাবে বাবুর বয়স ২৪
মায়েদের বিদেশী ভাষা ৪৫
মায়েদের ইংরেজী বলা ৪৬
মেজাজী শিশু ৫৪
মাথা গরম শিশু ৫৫
মেয়ে শিশুর পছন্দ ৬৭
মা পুজারি শিশু ৭০
মেয়েদের বয়ঃসন্ধি ৭৭
মাকে চিনতে পারা ৮৩
মানসিক সমস্যা ১৯১
মানসিক শ্বাসকষ্ট ১৯২
মায়ের খাবার ৮৮
মুখ দিয়ে লালা পড়া ১২১
মুখে রুচি না থাকা ১০৬
মুখে ভাইরাস জনিত ঘা ১৪২
মায়ের জ্বর হলে বাবুকে বুকের দুধ না দেওয়া ১০৯
মাঝে মাঝে কান্নার পর দম বন্ধ হয়ে যাওয়া ১২৫
মোটা শিশুর ছোট্ট নুনু ১৩০
মুখে মানচিত্রের মত ঘা ১৪১
মুখে ফাঙ্গাস জনিত ঘা ১৪২
মুখে ভাইরাস জনিত ঘা ১৮২
মলদ্বারে চিঁড় ১৫৭
ম্যালেরিয়া ১৬০
মাম্‌স ১৬১

মোটা শিশু ১৬৫
মগজের পর্দায় প্রদাহ ১৭৪
মগজে প্রদাহ ১৭৪
মৃগী রোগ ১৭৭
মাথায় আঘাত ১৭৮
মাথায় পানি জমা ১৭৯
মরো রিফ্লেক্স পরীক্ষা ২০৪

য

যা দেখবেন তাই নতুন ১৯
যোনিপথে প্রদাহ ১৩১

র

রক্ত আমাশা ১৫৬
রোগের বিস্তারিত বলা ১৭
রুবেলা ১৫৯
রক্তে প্রদাহ ১৬১
রিকেটস ১৬৪

ল

লাজুক স্বামী ৩৮
লিঙ্গ সম্পর্কে সচেতনতা ৮১
লেবিয়াল এডহেসন ১৩৬
ল্যারিঙ্গোম্যালাশিয়া ১৪৩
লিঙ্গের অগ্রভাগ ও ত্বকে প্রদাহ ১৫৮

শ

শিশুর শারীরিক পরীক্ষা ৬
শিশুর অসহায়ত্ব ৬
শিশুর কৃতজ্ঞতা ৯
শিশুর জন্য মায়ের ঔষধ সেবন ৯
শিশুর ঔষধ খাওয়া ১৩
শ্বাশুড়ির অভিশাপে আতঙ্কিত মা ১৭
শিশুর পরিচয় ২১
শিশুর নাম ২২
শিশু তুমি কে ? ২৬
শিশুর বাবা/মা ২৭
শিক্ষিত বাবুর বাবা ৩৪
শিশুর বৈশিষ্ট্য ৪৯
শরীর গরম শিশু ৫৭
শীতে কাবু শিশু ৬০
শিশুর প্রস্রাব ৬৬
শক্ত নুনুর শিশু ৬৯
শিশুর বৃদ্ধি ৭১
শিশুর বৃদ্ধি সম্পর্কে পিতা-মাতার সচেতনতা ৭২
শিশুর ওজন ৭৪
শিশুর উচ্চতা ৭৫
শিশুর নরম মাথার তালু ৭৬
শরীরের উচুঁ হাড় ৭৬
শিশুর বিকাশ ৭৯
শিশুর বিকাশ ৮০
শিশুর পরবর্তী ধাপে যাওয়ার ইচ্ছা ৮১
শিশুর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ৮২
শিশুর হাঁটা ৮৫
শিশুর বিকাশের মাইল ফলক ৮৬
শিশুর যত্ন ৮৭
শিশুর সাবান ৮৮
শিশুর গোসল ৮৯
শিশুর পড়াশোনা ৯০
শিশুর মুসলমানি ৯০
শিশুর চুল ফেলা ৯০
শিশুর টিকা ৯১
শিশুর টিকা দানের নির্ধারিত সময় ৯২
শিশুর খাবার ৯৩
শিশুকে খাওয়ানো ৯৯
শিশুর ঘুমে খাওয়া ১০০
শিশুর না খাওয়া ১০৩
শিশুর ভাত না খাওয়া ১০৫
শিশুর হলুদ খাবার না খাওয়া ১০৫
শিশুর কলা না খাওয়া ১০৫
শিশুর ঝাল না খাওয়া ১০৭

শিশুর বাণিজ্যিক খাবার ১০৭
শিশুর চিবিয়ে না খাওয়া ১০৮
শিশুকে খাবার না দিতে অযথা উপদেশ দেওয়া ১০৮
শিশুকে জোর করে খাওয়ানো ও বমি ১১৩
শিশুর খাওয়া ও নাভির নিকট পেট ব্যথা ১১৪
শিশুর সাধারণ সমস্যা ১১৭
শিশুর কান্না ১১৯
শিশুর মাথা ব্যথা ১১৯
শিশুর কান্না ও গলা ভাঙ্গা ১১৯
শিশুর হাত পা কাঁপা ১১৯
শিশুর চোখ চুলকানো ১২০
শিশুর নাকের পানি পড়া ১২১
শিশুর সর্দি-কাশি ১২২
শিশুর বমি ১২৩
শিশুর ঘাড়ে গুটি ১২৪
শিশুর মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা ১২৯
শিশুর নরম নুনু ১৩১
শিশুর নখ খাওয়া ১৩৩
শিশুর হাতে পায়ে ব্যথা ১৩৩
শিশুর সাধারণ রোগ ১৩৭
শিশুহাম ১৫৯
শিশুর খোস-পাঁচড়া ১৬৫
শরীরে ঘা ১৬৭
শিশুর মাথা ঠুকা ১৬৯
শিশুর জটিল রোগ ১৭৩
শিশুর বারে বারে অসুস্থ হওয়া ১১৮
শিশুর মাথার চুল ২০৮
শিশু বিশেষজ্ঞ ২২২
শিশুর রোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা ২২৪

স

সর্বজনীন ০১
সত্য ঘটনা বলার আকুতি ১৮
সব অসুখে ঔষধের প্রয়োজন নেই ২০
সংবেদনশীল মা ৩২
সংবেদনশীল বাবা ৩৫
স্বপ্নদর্শী শিশু ৫৩
সংবেদনশীল শিশু ৬০
সাদা পোষাকে ভীত শিশু ৬২
সঙ্গীত প্রিয় শিশু ৮৫
সুস্থ হলুদ শিশু ১০১
স্কার্ভী ১৬৪
সেরিব্রাল পলসি ১৭৫
সাপে কামড় ১৮৭
স্টিভেন জনসন সিনড্রোম ১৮৯
স্বাভাবিক জন্মের পর নবজাতকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নেওয়া ২০৪
স্বল্প ওজনের নবজাতক ২০৬
সাধারণ ডাক্তার ২২২
সঠিক রোগ নির্ণয় ২২৪

হ

হুজুর শিশু ১৬
হোমিওপ্যাথি ১৬
হতাশ শিশু ৬২
হালকা ঘুমের শিশু ৬৪
হাসি ৮৩
হিমানজিওমা ১৩৫
হাঁপানি ১৪৮
হাম ১৫৮
হেনক শোনলেন পারপুরা ১৬৩
হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ১৬৮
হঠাৎ স্নায়ু দুর্বলতা ১৭৮
হিমোফিলিয়া ১৮৪
হজকিন লিম্ফোমা ১৮৫
হাতে পক্ষাঘাত ২১৭
হার্সপ্রাঙ্গ রোগ ২১৮

The following associates touched me in different ways to become an enlightened pediatrician

FATHER

Dr. Abdul Latif Sarker
MSc (DU) PhD (Texas)
University Professor
Bangladesh Agricultural University and Basrah University, Iraq

Enlightenment

- An ambitious man of studious character and active mind
- Puting me on the right track of Medicine

MOTHER

Hasna Hena Latif
House wife

Enlightenment

- Willingness to allow me grow into my own being

MY GREAT TEACHER

National Prof MR Khan
DTM&H, DCH, MRCP, FRCP, FCPS

Enlightenment

- Warm and big-hearted man
- Counseling in pediatric practice

MY MENTOR

Prof MQ-K Talukder
Dip Nutr, PhD (Edin), MRCP, FRCP, FCPS
Founder Director, ICMH, Dhaka
Chairman, Centre for Women and Child Health
Ashulia, Dhaka

Enlightenment

- Excellence in clinical pediatrics
- Inspiration to contribute to mankind

SPOUSE

Prof. Nazneen Kabir
FCPS, DAGO (London)
Head OBGYN, ICMH,
Dhaka

Enlightenment

- Most resourceful to support me in all aspects

MY TEACHER

Prof. Md Monimul Haque
FCPS
Former Head Pediatrics,
SSMC
Professor of Paediatrics
Institure of Child Health,
Mirpur, Dhaka

Enlightenment

- Preferring principle than expediency

MY ELDER PEDIATRICIAN

Prof Chowdhury Ali Kawser
FCPS, PhD (UK)
Chairman Pediatrics,
BSMMU, Dhaka

Enlightenment

- Soft spoken and mild mannered
- Working silently and soundly

MY ELDER PEDIATRICIAN

Prof Ruhul Amin
FCPS
Professor of Pediatric
Pulmolonology,
Bangladesh Institue of Child
Helath, Dhaka

Enlightenment

- Pleasant personality to make sound decisions and inspire others to perform well

MY FRIEND

Dr. Md. Mizanur Rahman
MRCP (UK)
Consultant Physician
King Khaled General
Hospital,
Hafr Al Batin, KSA

Enlightenment

- Thought of my plans ahead of me

শিশুর যত্ন

দশমাস গর্ভ পেলে
জন্ম-ওজন ভাল হবে ।
দ্রুত কান্না করলে তবে
সকল স্বজন হাসি দিবে ।
বুকের দুধ শিশু খাবে
জন্ম হবার সাথে সাথে ।
বোতল দুধ না খেলে
সবল হবে দিনে দিনে ।
দেড় মাস বয়স হলে
টিকা দিতে নিতে হবে ।
ছয় মাস পূর্ণ হলে
সবার খাবার দিতে হবে ।
বুকের দুধ খেয়ে যাবে
দুই বছর যবে না হবে
পড়ালেখা করাতে হবে
মানব কল্যাণে লাগবে তবে
ভালবাসা দিলে তাকে
প্রতিদানে উৎসাহিত হবে ।

বৃদ্ধি-বিকাশ

এক মাসে মাকে চিনে
ভূবনজয়ী হাসি দিবে
তিন মাস হলে পরে
ঘাড় সোজা রাখতে পারে ।
সাত মাসে বসতে শিখে
তের মাসে নিজে হাটে ।
তিনগুন ওজন বাড়ে
এক বছর বয়স হলে ।
দুই বছরে কথা বলে
তিন বছরে কাপড় পরে ।
সবসময় বাহবা পেলে
বাড়বে শিশু বুদ্ধি-বলে ।
মেয়ে শিশু আগে বাড়ে
ছেলে শিশু রোগে পড়ে ।
মা-বাবার নয়ন মাঝে
শিশু বাড়ে মহাআনন্দে ।

Prof ARM Luthful Kabir, born in Daudkandi, Comilla is presently working as Head of Pediatrics, Sir Salimullah Medical College, Dhaka. He graduated from Mymensingh Medical College (1980) and obtained FCPS in Pediatrics from Bangladesh College of Physicians and Surgeons (1988). He had clinical fellowship in paediatric respiratory medicine form Royal Alexandra Hospital for Children, NSW, Australia (1995). He was Executive Director of the Institute of Child and Mother Health-ICMH (2008). He is one of the pioneer personalities in pediatric respirology, spearheaded studies to prove that bronchiolitis is the commonest cause of respiratory distress in young children in a nationwide study (*Journal of Respiratory Medicine Research and Treatment - in press)* against the misconception of peumonia and to show that antibiotic has no role in the management of bronchiolitis in the first ever conducted multi-centre RCT with the largest sample size (*Acta Pediatrica 2009*). His two studies (among 5 out of 559 during period of 44 years 1966 to 2010) on bronchiolitis have been placed in Cochrane Data Base. He authored the book *Pediatric Practice on Parent's Presentation* published in Bangladesh (2011) and by Lambert Academic Publishers, Germany (2014). He has more than 80 scientific publications.

অধ্যাপক এ.আর.এম. লুৎফুল কবীর, বর্তমানে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে শিশু বিভাগের প্রধান হিসাবে কর্মরত আছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশব্যাপী গবেষনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছোট্ট শিশুদের শ্বাস কষ্টের প্রধান কারণ ব্রংকিওলাইটিস, নিউমোনিয়া নয় এবং এই ব্রংকিওলাইটিস চিকিৎসায় কোন এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নাই - যা আন্তর্জাতিক জার্নালে এবং ডাঃ লুৎফুল কবীর কর্তৃক প্রকাশিত বই *(Pediatric Practice on Parents' Presentation)* বাংলাদেশে ও জার্মানীতে প্রকাশিত হয়েছে।

শিশু ও হাসি